সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 35
06 - 12 October 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ৩৫
২১ আশ্বিন ১৪২৪
১৫ মহররম ১৪৩৯ হিজরী

কনজার্ভেটিভ পার্টির সম্মেলনে বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা

এসিড হামলা প্রতিরোধে আসছে কঠোর আইন

দেশ রিপোর্ট: এসিড হামলা নিয়ে যখন কমিউনিটিতে চরম উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তখনই এই গুরুতর অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দিলেন বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আম্বার রাড। ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে এসিড বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। তাছাড়া নাইফ-ক্রাইম বন্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন মন্ত্রী।

- **২০১৫ সালে ঘটেছে ২৬১টি এসিড হামলা**
- **২০১৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫৮টি**

চলতি সপ্তাহে ম্যানচেস্টারে দলীয় সম্মেলনে এ ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আম্বার রাড।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সালফিউরিক এসিড বিক্রির পরিমাণ একেবারে সীমিত করে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি এ ধরনের অপরাধের ব্যাপারে পুলিশকে আরও বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এসিড বিক্রিতে সরকারের পরিকল্পনার একটা সম্ভাব্য রূপরেখারও ইঙ্গিত দেন আম্বার রুড। এ সময় তিনি ছুরি বহনে নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন। ওই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে চার বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। আম্বার রুড বলেন, এসিড হামলা নিঃসন্দেহে একটা ঘৃণিত কাজ। আপনারা সবাই ক্ষতিগ্রস্তদের ছবি দেখেছেন। আক্রান্তরা কখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠতে পারেননা। এর সীমাহীন যন্ত্রণা ঘটনার শিকার ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে স্যালফিউরিক এসিডের বিক্রি সীমিত করে দেওয়া।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে বিক্রেতারা যদি এটা দেখাতে পারেন যে, এসিড বিক্রিতে তারা সব যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তাহলে তারা আইনের খড়্গ থেকে রেহাই পেতে পারেন। এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে ১৮ বছরের কম বয়সীদের হাতে এসিড পৌঁছানো বা বহন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরু থেকেই এসিড হামলা ও নাইফক্রাইম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। গত ২৫

পৃষ্ঠা ১৬

নাটকীয় ছুটিতে প্রধান বিচারপতি

অসুস্থতাজনিত ছুটি নাকি বাধ্যতামুলক?

দেশ ডেস্ক, ৬ অক্টোবর : ষোড়শ সংশোধনীর রায় প্রকাশের পরপরই তৈরি হয়েছিল উত্তাপ। প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর ছিলেন সরকারি দলের নেতারা। সংসদের ভেতরে-বাইরে দাবি উঠেছিল, তার পদত্যাগের। তৈরি হয়েছিল নানা গুঞ্জন। আগস্ট মাসের পুরোটা সময় জুড়েই আলোচনায় ছিলেন প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্টের অবকাশ শুরুর পর আলোচনা-সমালোচনা কিছুটা মিইয়ে এসেছিল। এরইমধ্যে বিদেশ সফরও করে আসেন বিচারপতি সিনহা।

এক মাসের বেশি সময়কার লম্বা অবকাশ শেষে সুপ্রিম কোর্ট খোলার ঠিক আগের দিন সোমবার নিজ দপ্তরে আসেন প্রধান বিচারপতি। বলাবলি রয়েছে, এ সময় তিনি অনেকটা নাটকীয়ভাবে ছুটিতে যাবার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এরপর দুপুর তিনটার দিকে তিনি আদালত এলাকা ত্যাগ করেন। এরআগেই খবর ছড়িয়ে পড়ে, প্রধান বিচারপতি এক মাসের ছুটিতে যাচ্ছেন। অবহিতপত্র পাঠানো হয়েছে প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদের কাছে। প্রধান বিচারপতির অবহিতের চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বিকাল ৫টা ২০ মিনিটের দিকে প্রধান বিচারপতির চিঠি যায় আইন মন্ত্রণালয়ে। আইনমন্ত্রী ও আইন সচিবের স্বাক্ষরের পর তা পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। একটি সূত্রে

পৃষ্ঠা ১৬

একটি বিশ্লেষণ:

শেখ হাসিনার নোবেল প্রাপ্তির ম্ভাবনা কতটুকু?

তাইসির মাহমুদ

আর মাত্র একদিন বাকি। ৬ অক্টোবর শুক্রবার সকাল এগারোটায় নরওয়েতে ২০১৭ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই নোবেল পুরস্কার নিয়ে দেশে বিদেশে একটি মহলের মধ্যে বেশ উত্তাপ ও উচ্ছাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষকরে আওয়ামী ঘরানার মানুষ প্রচণ্ড আশাবাদী যে, এবার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম ঘোষণা করা

পৃষ্ঠা ৩৮

সুচির খেতাব কেড়ে নিলো অক্সফোর্ড

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলার প্রস্তুতি

দেশ ডেস্ক: রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নৃশংস নির্যাতনের কারণে মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচিকে দেয়া সম্মানসূচক ‘ফ্রিডম অব অক্সফোর্ড’ খেতাব কেড়ে নিয়েছে অক্সফোর্ড সিটি কাউন্সিল। গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ লড়াইয়ের কারণে ২০ বছর আগে ১৯৯৭ সালে এই সম্মান দিয়েছিল ওই সিটি কাউন্সিল। ওদিকে অং সান সুচির বিরুদ্ধে হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা মুসলিমদের সঙ্কটের কারণে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সুচি সহ মিয়ানমারের নেতাদের জবাবদিহিতার আওতায়

আনতে এ উদ্যোগ নিয়েছেন বৃটেনের হোসেন মোহামেদ ও নাজমা ম্যাক্সামেদ। এ জন্য তারা অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছেন। মিয়ানমারের নেতাদের বিরুদ্ধে যাতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা করা যায় এবং তাদের বিচার করা যায় সে জন্য তারা মানবাধিকার বিষয়ক শীর্ষ স্থানীয় আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এখানেই শেষ নয়, বৃটেনের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা সুচিকে সম্মানসুচক খেতাব, পুরস্কার দিয়েছিল। তাদের অনেকে এরই মধ্যে হয়তো সেই খেতাব,

পৃষ্ঠা ৩৮

Great SIM Only Deal!!
Unlimited UK Mins
Unlimited Text
3GB Mobile data
From £9 / month
FREE Calls to Bangladesh, India, Pakistan & more.
Contact:
Call: 0207 185 1111 / 0203 153 0000
Email: info@call4free.co.uk
*T&C apply

simplecall®

simplecall is...
honest

- Genuine minutes
- No hidden charges
- No connection fees

simplecall.com

020 343 50181

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের রক্ষায় বৃটেন সম্ভাব্য সব কিছু করবে

দেশ ডেস্ক: নৃশংসতার শিকার রোহিঙ্গাদের বিষয়ে দ্রুততার সঙ্গে সাড়া দিয়েছে বৃটিশ সরকার। একই সঙ্গে তাদের জন্য বাড়তি সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের তরফে বলা হয়েছে, তারা রোহিঙ্গাদের সহায়তায় দ্বিগুন ডোনেশন দেবে। বাংলাদেশে ও মিয়ানমারে রয়ে যাওয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের রক্ষায় বৃটেন সম্ভাব্য সব কিছু করবে। সেনাবাহিনীকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও তারা তা আমলে নিচ্ছে না। এটা অসহনীয়। বৃটিশ সরকারের ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, বুধবার রোহিঙ্গাদের সহায়তায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বৃটিশ সরকার। এতে বলা হয়, শুধু গত এক মাসে মিয়ানমারে নৃশংসতার করণে কমপক্ষে ৫ লাখ শিশু, নারী ও পুরুষ মিয়ানমারে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে বাংলাদেশে। মিয়ানমারের এ সঙ্কট ও বাংলাদেশের এর অপ্রত্যাশিত মাত্রায় প্রভাবের বিষয়ে দ্রুততার সঙ্গে সাড়া দিয়েছে বৃটেন। এরই মধ্যে নৃশংসতার শিকার রোহিঙ্গাদের জীবন রক্ষাকারী খাবার, পানি, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে তিন কোটি পাউন্ড দিয়েছে বৃটেন। বুধবার বৃটেনের জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি মিয়ানমার ছেড়ে পালানো এসব মানুষের জন্য জরুরি ভিত্তিতে আবেদন জানায়। এর

পৃষ্ঠা ১৬

ওল্ডহ্যামে মুসলিম পরিবারের ঘরে শুকরের মাথা নিক্ষেপ

লন্ডন, ৬ অক্টোবর: ওল্ডহ্যামের একটি মুসলিম এশিয়ান পরিবারে ঘরের জানালা দিয়ে শুকরের মাথা নিক্ষেপ করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনাকে বর্ণবাদ সন্দেহে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত ১০টায় ওলডহাহ্যামের চাপেল লেইনের একটি ঘরের লিভিং রুমে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে এ ঘটনার সাথে তিন জন জড়িত থাকতে পারে। সন্দেহভাজনের বয়স প্রায় ১৮ বছর। সে ব্লাকহুড টপ দিয়ে মাথা ঘুরে এসেছিল। ওলডহ্যাম সিআইডি'র চীফ ইন্সপেক্টর ক্রিস ডৌনি বলেছেন, এটি একটি নিদোর্ষ

পৃষ্ঠা ১৬

স্টক অন ট্রেন্টে অগ্নিকান্ড : মা ও দুই শিশুর অবস্থা আশংকাজনক

লন্ডন, ৬ অক্টোবর: ইংল্যান্ডের স্টক অন ট্রেন্টের একটি ফ্লাটে অগ্নিকান্ডে তিনজন মারাত্মক আহত হওয়ার খবর প্রকাশ করেছে বিবিসি। আহতদের মধ্যে ২০ বছর বয়সী এক মা, তার ৬ মাস বয়সী শিশু কন্যা ও ৬ বছর বয়সী ছেলে রয়েছে। গত রবিবার সকাল ৬টায় স্থানীয় রিংল্যান্ড ক্লোজে এই অগ্নিকান্ডে ৬টি ফ্ল্যাট ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পৃষ্ঠা ১৬

ইতালি সফরকালে প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে

২০১৯ সালের মার্চে ইইউ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যাবে যুক্তরাজ্য

লন্ডন, ৬ অক্টোবর: ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ব্রেক্সিট সম্পন্ন করতে দুই বছর সময় প্রস্তাব করেছে যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে জানিয়েছেন, ব্রেক্সিটের সব প্রক্রিয়া শেষ হবে ২০১৯ সালের মার্চ মাসে। আগামী সপ্তাহে শুরু হওয়া ব্রেক্সিট আলোচনার স্থবিরতা ভাঙতে এই প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ইতালির ফ্লোরেন্সে থেরেসা মে বলেন, ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে সম্পূর্ণরুপে বেরিয়ে যাবে যুক্তরাজ্য। কিন্তু ঘটনা হলো এই ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য বা ইইউ সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে নতুন যে সম্পর্ক আমরা চাই

পৃষ্ঠা ১৬

প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকদের ৫ লাখ পাউন্ড আত্মসাত

যুবদল নেতা সোহালেহীন করিমসহ ৭ জনের কারাদণ্ড

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাজ্য যুবদল নেতা সোয়ালেহীন করিম চৌধুরীসহ ৭জনকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের দায়ে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত ১৫ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ওলডবইলি আদালত এ রায় প্রদান করেন।

সোয়ালেহীন করিম চৌধুরীর দেশের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায়। তিনি ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্য যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হন। একই বছর

পৃষ্ঠা ১৬

LMC Business Wing, Suite 2
Floor 2, 46 Whitechapel Road, E1 1JX
T: 020 7096 1188
M: 07539 316 742
E: info@eastendtraining.co.uk
W: www.eastendtraining.co.uk

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!
Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.
To book your ESOL exam please call 02070961188

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning
Training Venue: Osmani centre

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY

লন্ডন থেকে ১০টি ফাইল ছেড়েছেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : বর্তমানে লন্ডনে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ডিজিটাল মাধ্যমে ১০টি জরুরি ফাইল ছেড়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ দিনের সরকারি সফর শেষে ওয়াশিংটন থেকে দেশে ফেরার পথে মঙ্গলবার সকালে (বাংলাদেশ সময় বিকাল) তিনি যুক্তরাজ্যের রাজধানী পৌঁছেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম লন্ডন থেকে টেলিফোনে বাসসকে জানান, প্রধানমন্ত্রী লন্ডন থেকে মঙ্গলবার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক ফাইল (ই-ফাইল) ছেড়েছেন।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোট ৬১টি ই-ফাইল ছেড়েছেন।

প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে জরুরি ফাইল তাঁর কাছে পাঠানোর জন্য তিনি আগেই তাঁর অফিসকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের ডিজিটালাইজেশনের সুবাদে তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জরুরি ফাইলগুলো ই-মেইলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন।'

প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে অবস্থানকালে ঢাকায় তার অফিসের সঙ্গে সার্বক্ষণিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন।

লন্ডনে তিন দিন অবস্থানের পর প্রধানমন্ত্রী ৭ অক্টোবর দেশে ফিরবেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম (ইউএনজিএ) অধিবেশনে যোগদানের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক পৌঁছান।

নিউইয়র্কে ইউএনজিএ অধিবেশনে যোগদানের পরে প্রধানমন্ত্রী ২২ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন পৌঁছান।

ওয়াশিংটনে এক সপ্তাহ অবস্থান শেষে লন্ডন হয়ে ২ অক্টোবর তার দেশে ফেরার কথা ছিল। তবে ২৫ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের একটি হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর গলব্লাডারে অস্ত্রোপচার হওয়ায় এই তারিখ পরিবর্তিত হয়।

রাখাইনে ২০ দেশের কূটনীতিক

গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : বাড়ির পর বাড়ি, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে মিশে আছে মাটির সঙ্গে। কোনো জনমানব নেই সেখানে। চারদিকে এক ভৌতিক পরিবেশ। ২০টি দেশের কূটনীতিকরা এ দৃশ্য দেখলেন মিয়ানমারের রাখাইনে। এরপর তারা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, রাখাইনে সহিংসতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। মিয়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে সোমবার ওই কূটনীতিকরা রাখাইনের উত্তরাঞ্চল সফরে যান। সেখানে মংডু ও রাথেডাং এলাকা সফর করেন তারা। এরপর তারা যৌথ বিবৃতিতে বলেন, আমরা সেখানে গ্রামের পর গ্রাম দেখেছি পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কোনো মানুষজন নেই। কোনো বৈষম্য না রেখে সব মানুষকে রক্ষা করতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে মিয়ানমারের নিরাপত্তারক্ষীদের। সব রকম অগ্নিসংযোগ প্রতিরোধেও তারা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। বিবৃতিতে তারা ২৫শে আগস্ট পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ওপর আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মির (আরসা) হামলার নিন্দাও জানান। সহিংসতা ও তারপর থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ায় এতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা। ওই বিবৃতিতে বলা হয়, কূটনীতিকদের ওই সফর কোনো অনুসন্ধানী মিশন ছিল না। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে অভিযোগ করা হয়েছে তা নির্ধারণ করবেন বিশেষজ্ঞরা। এতে বলা হয়, মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অং সান সুচির মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি কঠোর ন্যায় বিচারের আদর্শ অনুসরণ করে দেখার যে প্রতিশ্রুতি তাকে স্বাগত জানাই আমরা। পাশাপাশি ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে অপরাধীদের বিচার করার জন্য

আমরা মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনকে রাখাইন সফর করার অনুমতি দেয়ার জন্য আহ্বান জানাই আমরা। মিয়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে এই মিশনে যাওয়া কূটনীতিকরা হলেন- অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত নিকোলাস কোপেল, কানাডার রাষ্ট্রদূত কারেন ম্যাক আর্থুর, চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত জারোস্লাভ ডোলেসেক, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত পিটার লাইশোলট হ্যানসেন, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত অলিভার রিচার্ড, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত ইতো সুমারিদি, ইতালির রাষ্ট্রদূত জর্জিও আলিবারতি, নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত উউটারস জুরগেনস, নিউজিল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত স্টিভ মারচ্যাল, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত টোনি টিনেস, সার্বিয়ার রাষ্ট্রদূত মাইওড্রাগ নিকোলিন, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত পল সেজার, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত করিম দিভানলিওগ্লু, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত স্কট মাসিয়েল, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মর্যাদার ক্রিস্টিয়ান শমিডট, জার্মানির রাষ্ট্রদূত মর্যাদার ডরোথি জ্যানেটজকি-ওনেজেল, স্পেনের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স বিবিয়ান জামোরা গিমেনেজ, সুইডিশ সেকশন অফিসের প্রধান জোহান হ্যালেনবর্গ, যুক্তরাজ্যের উপ-মিশন প্রধান ডেভিড হল ও ফিনল্যান্ড মিশনের উপ-প্রধান সিলজা রাজেন্দার। তারা মিয়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে রাখাইন সফর শেষে সোমবার একটি বিবৃতি দেন। এতে বলা হয়, আমরা মংডু ও রাথেডাংয়ে বেশকিছু গ্রামে গিয়েছি। সেখানে দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদেরকে মিয়ানমার সরকার এমন সফরের আয়োজন করে দেয়। এর মাধ্যমে উত্তর রাখাইনের সব সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা দুর্ভোগে ভুগছেন এবং এখনো মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, তাদের প্রতি তারা সমর্থন দেখাতে চেয়েছে। ওই বিবৃতিতে কূটনীতিকরা বলেন, ২৫শে আগস্ট আরসা যে হামলা চালিয়েছে আমরা আবারো তার নিন্দা জানাই। এর পরের সহিংসতা এবং গণহারে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ জানাই। আমাদের এই মিশনটি কোনো তদন্ত মিশন ছিল না। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, আমরা দেখতে পেয়েছি গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গ্রামগুলো মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সেখানে কোনো জনমানব নেই। এই সহিংসতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। নিরাপত্তা রক্ষাকারীদেরকে আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে, সব রকম পরিস্থিতিতে বিরত থাকতে, ক্ষয়ক্ষতি ও বেসামরিক মানুষের ক্ষতি এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে স্টেট কাউন্সেলর যে বিবৃতি দিয়েছেন আমরা তাকে স্বাগত জানাই। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, কয়েক লাখ জাতিগত রোহিঙ্গা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বাংলাদেশে। তাদেরকে দ্রুততার সঙ্গে স্বেচ্ছায়, মর্যাদার সঙ্গে ও নিরাপদে দেশে ফেরার ব্যবস্থা নিতে আমরা মিয়ানমার সরকারকে উদ্বুদ্ধ করি। এতে আরো বলা হয়, আমাদের সফরের সময় দেখতে পেয়েছি করুণ পরিণতি। সেখানে জরুরিভিত্তিতে মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। তাই রাখাইনের উত্তরাঞ্চলে আমরা বাধাহীন মানবিক সুবিধা পৌঁছে দিতে অনুমতি দেয়ার আবেদন জানাচ্ছি। কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই রাজ্যজুড়ে জীবন রক্ষাকারী সেবা শুরু করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এরই মধ্যে মিডিয়াকে সেখানে যাওয়ার যেটুকু অনুমতি দেয়া হয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু আরো একবার আমরা সেখানে আরো সাংবাদিকের পূর্ণ প্রবেশের অনুমতি দেয়ার আহ্বান জানাই। তারা যেনো বাধাহীনভাবে রাখাইনের সব অংশে যেতে পারেন। আমাদের সফরের সময়ে আমরা মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গুরুত্ব দিয়ে একটি বিষয় তুলে ধরেছি। তা হলো, এই সফরের সময় আমরা যেসব মানুষকে দেখেছি তারা যেন কোনো রকম প্রতিশোধমূলক আচরণ, যেমন শারীরিক হামলা অথবা খেয়াল-খুশি মতো গ্রেপ্তারের শিকার না হন, তাদেরকে যেন সুরক্ষা দেয়া হয় এ আহ্বান জানিয়েছি। ওই বিবৃতিতে আরো বলা হয়, মিয়ানমারের বন্ধু হিসেবে আমরা সরকারের সঙ্গে রাখাইনে সহায়তা দিতে প্রস্তুত। (জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান নেতৃত্বাধীন) এডভাইজরি কমিশন অন রাখাইন স্টেট ওই রাজ্যে সব সম্প্রদায়ের স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ দিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, নাগিরকত্বের বিষয়ে কাজ করার সুপারিশ করেছে ওই কমিশন। ওই রিপোর্টের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সমর্থন করি আমরা। বিবৃতিতে বলা হয়, আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা আশা করি, আমাদের এই সফর হলো রাখাইনে সবার জন্য প্রবেশের সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার জরুরি পদক্ষেপের প্রথম ধাপ। এতে মিডিয়া সহ সব মহল রাখাইনের পুরো উত্তরাঞ্চলে প্রবেশের সুবিধা পাবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

খোঁয়াজ জুয়েলার্স
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।
আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

Capstone's Offer
50% DISCOUNT
* T&C apply
for CAB DRIVERS
* T&C apply
30% Discount for
Restaurant, Takeaway & Other Businesses
with an experienced, reliable & friendly service.

Our Services
- Statutory Accounts & Audit
- Sole Trader & Partnership Accounts
- Property Rental Accounts
- Business Plan & Projections
- Company Formation
- Self Assessment Tax Returns
- Capital Gain Tax
- Corporation Tax Returns
- VAT Returns & Payroll (RTI)

A K M Jalal Uddin ACCA
Chartered Certified Accountant
Call us today on
020 3490 6705, 07944 286 718
CAPSTONE ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS
50e Greatorex Street, London E1 5NP
e: info@capstoneaccountants.co.uk | www.capstoneaccountants.co.uk
* Offers end 3 months after this advert published. For full terms and conditions please call us.

LONDON TRAINING CENTRE
15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE for nurses/ health & social care workers

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers
Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com
Highfield ncfe. ASDAN

প্রধান বিচারপতির 'ছুটি' সম্পর্কে আইনমন্ত্রী

অসুস্থতা ব্যক্তিগত বিষয়, এটা নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি না করার আহ্বান জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

তিনি বলেন, তার (প্রধান বিচারপতি) অসুস্থতা নিয়ে যারা মন্তব্য করছেন সেটা দুঃখজনক। কারণ অসুস্থতা একটি ব্যক্তিগত বিষয়। এটা নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়।

আজ দুপুরে সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ আহ্বান জানান।

আইনমন্ত্রী বলেন, প্রধান বিচারপতি বাসায় আছেন, তিনি (প্রধান বিচারপতি) অসুস্থ। তাই ডাক্তাররা বাসায় গিয়ে তাকে দেখে আসছেন। আমিও সময় করে দেখতে যাবো। আসুন আমরা সবাই মিলে ওনার (প্রধান বিচারপতি) জন্য দোয়া করি। যাতে উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।

প্রধান বিচারপতির অসুস্থতা নিয়ে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, এ বিষয়ে রাজনীতি করার কিছু নেই। উনি অসুস্থ হওয়ায় সংবিধান অনুযায়ী যা করার তা আমরা করবো। এখানে রাজনীতি করার কিছু নেই।

এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, আমি চাই তিনি সুস্থ হয়ে দায়িত্বে ফিরবেন। তার অসুস্থতা নিয়ে যারা মন্তব্য করছে সেটা দুঃখজনক। কারণ অসুস্থতা একটি ব্যক্তিগত বিষয়। এটা নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়। তিনি অসুস্থ এটিই বড় কথা। উনি ওনার চিঠিতে লিখেছেন ক্যান্সারসহ

নানা রোগে আক্রান্ত এবং তার বিশ্রাম প্রয়োজন।

অসুস্থ বিচারপতি হাসপাতালে কেন যাননি সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, এখন তো দেখছি তিনি অসুস্থ হয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছেন। উনি হাসপাতালে কেন যাননি তা আমি জানি না। এটা ওনার বলার বিষয়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন, প্রধান বিচারপতির আসন খালি থাকতে পারে না। তাই সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপিল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারপতিকে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আসুন সবাই মিলে বিচারপতির সুস্থতার জন্য দোয়া করি। তিনি বিএনপি নেতাদেরও প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান।

আরেক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রধান বিচারপতি নিজের ছুটি নিজেই নিতে পারেন। তিনিও (প্রধান বিচারপতি) তা পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেছেন। এটি অত্যন্ত ভালো কাজ করেছেন। উনি যদি এটি না করে নিজে নিজে ছুটি নিতেন তাহলে তো আপনারা আমাদের অন্যভাবে অভিযুক্ত করতেন।

ছুটি শেষে প্রধান বিচারপতি পদত্যাগপত্র দিলে তখন সরকার তা কীভাবে সামাল দিবে এমন প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন, উনি এখনও পদত্যাগপত্র দেন নাই, এই স্পেকুলেশনের মধ্যে আমি যেতে চাই না। আমি আশা করি উনার অসুস্থতা এ রকম হবে না যে উনি পদত্যাগপত্র দেবেন। আমি আশা করি উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

প্রধান বিচারপতি ছুটি বাড়াতে পারেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন, আমি কোনো ব্যাপারেই স্পেকুলেট করতে রাজি না।

সুরেন্দ্র কুমার সিনহা গৃহবন্দি এমন অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আইনমন্ত্রী বলেন, নিশ্চয়ই না।

ঢাকায় উবারে চলছে সরকারি গাড়ি

ঢাকা, ১ অক্টোবর : নিশান সানি ব্রান্ডের প্রাইভেট কার। গাড়ির উইন্ডশিল্ডে! সরকারি স্টিকার। বাইরে থেকে মনে হবে ভেতরে সরকারি কোনো কর্মকর্তা আছেন। কিন্তু ঘটনা অন্যরকম। গাড়ির ভেতরে সরকারি কর্মকর্তার পরিবর্তে সাধারণ যাত্রী। উবার সার্ভিসের মাধ্যমে এরকম ভাড়ায় চলছে সরকারি গাড়ি। পরিবহন পুল, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, আইসিটি ডিভিশন, বিটিআরসিসহ আরো কিছু সরকারি দপ্তরের গাড়ির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এটা অবশ্যই দুর্নীতি। এটা সরকারের নিয়ম-বিধিমালার লঙ্ঘন। এটা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ উপার্জন হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত এই ধরনের অপব্যবহার বন্ধ করা এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা। ব্যবস্থা না হলে এধরনের দুর্নীতি আরও বাড়তে থাকবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন উবার ব্যবহারকারী অভিযোগ করেছেন, গত শুক্রবার তিনি উবার সার্ভিসের মাধ্যমে টয়োটা করলা প্রাইভেট কারে ভ্রমণ করেন। সেই গাড়ির সামনে বিটিআরসির বড় লোগো লাগানো ছিল। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন সেটা সরকারি গাড়ি। ওই অভিযোগকারী আরও জানান, এই গাড়িটা ১৩০০ সিসির। এই মডেলের সকল সরকারি গাড়িগুলো ১৩০০ সিসির কেনা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, গাড়ির কোন সিট কভার নেই। যেটা শুধু সরকারি গাড়ির ক্ষেত্রেই সম্ভব। গাড়িতে লগবুক রাখা ছিল। ঢাকায় নিয়মিত উবার ব্যবহার করেন এরকম বেশ কয়েকজন সরকারি গাড়িতে ভ্রমণের বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। মাহবুব সোবহান সাকলায়েন নামে একজন ব্যবহারকারী বলেন, গত ৩রা সেপ্টেম্বর উবারে সরকারি নিশান সানি গাড়ি পেয়েছেন তিনি। ওই গাড়ির ড্রাইভার বলেছিলেন, তার স্যার ৬টি গাড়ি সরকারি পরিবহন পুল থেকে নিয়ে উবারে দিয়েছেন। একইভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬টি গাড়ি উবারে চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বেনজির সালাহউদ্দিন নামে একজন ব্যবহারকারী। আইসিটি ডিভিশনের মাইক্রোবাসে ভ্রমণের কথা জানিয়েছেন অপর এক ব্যবহারকারী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিআরটিএ'র একজন কর্মকর্তা জানান, ব্যক্তিমালিকানার গাড়ি অনেক সরকারী অফিস ৬ মাস বা এক বছরের চুক্তিতে ভাড়ায় চালায়। এগুলোতে স্টিকার ও লগবুক থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনেক সরকারি কর্মকর্তা নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে স্টিকার লাগান। সরকারি গাড়ির কাগজপত্রে মালিকের নাম থাকে অফিস বা মন্ত্রণালয়ের নাম। ব্যক্তির নাম থাকে না। উবার এরকম গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করে থাকলে তা ভয়াবহ বিষয়। সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সরকারি গাড়ি উবারের মাধ্যমে ভাড়ায় খাটানোর কোনো সুযোগ নেই। এটা কোনোভাবেই হতে পারে না। সরকারি গাড়ি বেসরকারিভাবে ব্যবহার করবে এটা হয় না। যারা এসব করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলেও জানান তিনি। এবিষয়ে উবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইমেইল ও টুইটারের মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

২০১৬ সালের ২২ নভেম্বর ঢাকায় ব্যক্তিগত যানবাহন দিয়ে যাত্রীসেবা দেয়া শুরু করে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক প্রতিষ্ঠান উবার। তার আগেই একইভাবে মোটর সাইকেলে যাত্রীসেবা দেয়া শুরু করে 'স্যাম'। পরে আসে 'পাঠাও'। এসব সেবা দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিআরটিএ প্রথমে স্যামকে তাদের কার্যক্রম বন্ধের নোটিশ দেয়। পরে উবারকেও একই ধরনের চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয়, বাংলাদেশের আইনে তাদের ওই কার্যক্রম নিষিদ্ধ। এরপর ২৯শে নভেম্বর উবার ও স্যাম-এর প্রতিনিধিরা বিআরটিএ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর মোবাইল অ্যাপভিত্তিক যাত্রীসেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নীতিমালার আওতায় আনতে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খসড়া তৈরি শুরু করে বিআরটিএ। বিআরটিএর এনফোর্সমেন্ট বিভাগের পরিচালককে প্রধান করে একটি কমিটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করে। গত ২১শে জুন এটি বিআরটিএ থেকে সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। বর্তমানে খসড়াটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

BENECO
financial services

Looking for the best Mortgage?

আমরা আমাদের Extensive Mortgage Lenders **প্যানেল থেকে সব ধরনের** Property Mortgage **করি**:

- First Time Buyer
- Shared Ownership
- Help to Buy London
- Right to Buy
- Specialist Buy to Let
- Commercial Mortgages
- Bridging
- Development Finance
- Second Charge Loan
- Business Loan

No Minimum Income for Buy to Let Mortgage

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
For Free Mortgage Assessment

Here at Beneco Finance we help you access specialist residential and buy to let mortgage products that are tailored for individuals -

- ✓ With complex income
- ✓ On visa
- ✓ Past credit problems
- ✓ Default
- ✓ Missed mortgage payments

To Book an Appointment, please call 02036332575

Beneco Financial Services, 5 Harbour Exchange, Canary Wharf, London E14 9GE.
Tel : 02036332575 Email : info@benecofinance.co.uk

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage

mrprinters
digital • design • print • promotional items

QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991

Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable printing partner for all the projects you need done.

SPECIAL OFFERS

Roller Banners
from £39
With Stand & Carry Case.
VAT & design extra.
Limited period only

50,000 A4 Menus
from £600
Printed full colour on 130gsm gloss.
Excludes design and delivery

5000 A5 Leaflets
from £65
Printed full colour, single side on 130gsm gloss.

creative flair...
- Concepts
- Corporate ID
- Illustration
- Print
- Display
- Web

print vibrant...
- Menus
- Stationary
- Flyers
- Leaflets
- Posters
- Folders
- Brochures
- Calendars
- NCR Bill Books
- Wedding Cards
- Magazines
- Books

displays big impact...
- Posters
- Vinyl Banners
- Pull-up Banners
- Pop-up Stands
- Prints on Canvas
- A Boards

020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ

দুর্বৃত্তদের কোনো ধর্ম ও দল নেই : কাদের

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যারা ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায়, তারা যে দলেরই হোক তারা দুর্বৃত্ত। দুর্বৃত্তদের কোনো ধর্ম ও দল নেই। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলীয় পরিচয় দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের ওপর হামলা করে।

আজ বুধবার ধানমন্ডিস্থ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে এক বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যে কোনো সমস্যা আওয়ামী লীগকে জানানোর আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। দুর্বৃত্তদের কোনো দল নেই। দুর্বৃত্তের ব্যাপারে আমরা জিরো টলারেন্সে। আপনারা নিজেদের মাইনরিটি ভাববেন না। বুকে বল নিয়ে চলবেন। আপনাদের অভিভাবক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।' তিনি বলেন, 'এ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। সরকার ঘটনা ঘটার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিয়েছে। আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেও সে ব্যাপারে বলা আছে।' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবারণা উৎসবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, কয়েকদিন আগে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা হয়ে গেলো সুন্দরভাবে। এখন বৌদ্ধদের প্রবারণা উৎসব আছে। এ উৎসবে সব সর্বোচ্চ

নিরাপত্তা ব্যবস্থার করা হয়েছে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যু কাজে লাগিয়ে কেউ যেনো সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আবেগ বা ক্ষোভের বশে কেউ আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে মুখ বুজে থাকবেন না, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে জানাবেন। আমাদের জানাবেন।

বৈঠকে আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ, ডা. দীপু মণি ও আবদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন ও খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, বাংলাদেশের সম্মিলিত বৌদ্ধ সমাজের মুখ্য সমন্বয়ক অশোক বড়ুয়া, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি অসীম রঞ্জন বড়ুয়া, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ধর্মমিত্র মহাথেরো, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি ঢাকা অঞ্চলের সভাপতি দীপাল চন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌনে তিন কোটি বই নিয়ে নতুন জটিলতা

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : অযৌক্তিক শর্ত শিথিল করা হবে- এমন আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও এখনো কাটেনি বিনামূল্যে বই ছাপার জটিলতা। প্রাথমিক বই ছাপার ধীরগতি ও নবম দশম শ্রেণির সুখপাঠ্য বইয়ের দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ করতে না পারায় নতুন করে এ জটিলতা তৈরি হয়েছে। এবারও সেই জটিলতার মূলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কিছু কর্মকর্তা। টেন্ডার প্রক্রিয়ার দেড় মাস পরও নবম দশম শ্রেণির সুখপাঠ্য বইয়ের এনসিটিবি'র অভ্যন্তরীণ অনুমোদন পর্যন্ত হয়নি। অন্যদিকে কাগজের ছাড়পত্রে ধীরগতির কারণে প্রাথমিক বই ছাপা প্রায় বন্ধ পর্যায়ে পৌঁছেছে। নানা বিতর্কের জন্ম দেয়া কালো তালিকাভুক্ত কন্টিনেন্টাল ইন্সপেকশন টিমকে এবারও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কাগজের ছাড়পত্র দেয়ায়। এতেই নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা বলছেন, আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি, সময়মতো ওয়ার্ক অর্ডার ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সময়মতো শেষ করতে না পারার কারণে বই পৌঁছাতে দেরি হলে এর সব দায়দায়িত্ব এনসিটিবিকে নিতে হবে। এ ব্যাপারে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা মানবজমিনকে বলেন, সুখপাঠ্য বই নিয়ে দরপত্রের ব্যাপারে একটু দেরি হয়েছে এটা সত্য। তবে আগামী সপ্তায় দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষ করে ক্রয় সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কাছে পাঠানো হবে। আশা করি আগামী সপ্তাহে মুদ্রণকারীদের ওয়ার্ক অর্ডার দিতে পারবো। এরার তারা ৫৫ দিন সময় পাবেন। সেটাও ডিসেম্বরের মধ্যে কাভার হয়ে যাবে। আর প্রাইমারি কাগজের ছাড়পত্রের ব্যাপারে তিনি বলেন, যেসব অভিযোগ আসছে তা সঠিক নয়। নিম্নমানের কাগজসহ আরো অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় জড়িত রয়েছে এখানে। ইচ্ছে করলেই টনের পর টন কাগজের ছাড়পত্র দিয়ে দিতে পারবে না। তারপরও ইন্সপেকশন টিমকে বলেছি আরো দ্রুত ছাড়পত্র দেয়ার জন্য।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতাদের অভিযোগ, নবম দশম শ্রেণির সুখপাঠ্য বইয়ের দরপত্র হয়েছে গত ১৭ই আগস্ট। দেড় মাসের বেশি সময় পার হলেও গতকাল পর্যন্ত এনসিটিবি'র টেন্ডার কমিটির অনুমোদন হয়নি। এরপর সেটি যাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য। এরপর ক্রয় সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির অনুমোদনের পর কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হবে। সেখানে কয়েকদিন সময় লাগে। এই লম্বা প্রক্রিয়া কবে শেষ করে কবে ওয়ার্ক অর্ডার দেবে সেটি নিয়ে অন্ধকারে আছি। অন্যদিকে প্রাথমিকে বই নিয়ে ইন্সপেকশনের দায়িত্ব পাওয়া কন্টিনেন্টাল নতুন জটিলতা তৈরি করেছে। প্রেসে ১০০ টন কাগজ থাকার কথা থাকলেও এই প্রতিষ্ঠান কাউকে ১০ টন স্বোচ্চ ২০ টন কাগজের ছাড়পত্র দিচ্ছে। এতে কাগজের ছাড়পত্রের কারণে বই ছাপা বন্ধ থাকছে। এ কারণে প্রাথমিকে বই ছাপা ও পৌঁছানোর কাজে ধীরগতি নেমে এসেছে। এ জন্য এনসিটিবিকে দায়ী করছে মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা।

এ ব্যাপারে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান মানবজমিনকে বলেন, এনসিটিবি'র আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও সেই জটিলতা জিইয়ে রেখেছে এনসিটিবি। সুখপাঠ্য বই নিয়ে এনসিটিবি যা ইচ্ছে তা করছে। প্রাইমারি কাগজে ছাড়পত্রে নতুন ইন্সপেকশন কোম্পানি নতুন জটিলতা তৈরি করেছে। আমাদের চাহিদা অনুযায়ী কাগজের ছাড়পত্র দিচ্ছে না। এতে করে অনেক প্রেসে বই ছাপা বন্ধ থাকছে। এসব জটিলতা দ্রুত সমাধান না করলে বই দেরি হওয়ার সব দায়-দায়িত্ব এনসিটিবিকে নিতে হবে বলে আমরা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি।

৩৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে ভারত

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : সাত বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো বড় ধরনের ঋণ দিতে যাচ্ছে ভারত, যা তৃতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) নামে পরিচিত। এর আওতায় প্রায় ৪৫০ কোটি ডলার দেবে ভারত। টাকার অঙ্কে যা প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা।

এই অর্থ দিয়ে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্প রয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ, পায়রা বন্দরের বহুমুখী কনটেইনার টার্মিনাল, অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, সড়ক ও রেলপথ উন্নয়নসহ বড় অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ও ভারতের এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে আজ বুধবার এই ঋণচুক্তি হবে। এতে উপস্থিত থাকবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও সফররত ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই অনুষ্ঠান হবে। কোনো ঋণচুক্তির আওতায় এটি হবে দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় বড় ঋণ। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সঙ্গে ১ হাজার ১৩৮ কোটি ডলারের (বাংলাদেশের টাকায় যা প্রায় ৯২ হাজার কোটি) ঋণচুক্তি করেছে বাংলাদেশ।

২০১০ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে এলওবিসর মাধ্যমে ঋণ দিতে শুরু করে ভারত। প্রথমবার ১০০ কোটি ডলারে ঋণচুক্তি হয়। ২০১৫ সালের দ্বিতীয় এলওসিতে ঋণচুক্তির দুই বছর পরই ৪৫০ কোটি ডলারের নতুন ঋণচুক্তি করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গত এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় তৃতীয় এলওসির সমঝোতা স্বাক্ষর হয়। এর ধারাবাহিকতায় আজ ঋণচুক্তি হবে।

আগের দুটি এলওসিতে মোট ৩০০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি হয়েছে। গত জুন মাস পর্যন্ত প্রথম এলওসির মাত্র ৩৫ কোটি টাকা ছাড় হয়েছে। প্রথম এলওসির ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টি প্রকল্প শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় এলওসির কোনো প্রকল্পে অর্থ ছাড় হয়নি। ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, ঋণচুক্তি হওয়ার পর প্রকল্প চূড়ান্ত করতেই বেশ সময় লাগে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো এক্সিম ব্যাংকে পাঠানো হয়। সেখান থেকে প্রকল্প অনুমোদন হয়ে ফেরত আসতেও বেশ সময় কেটে যায়।

অন্যদিকে বাংলাদেশের দিক থেকে সমস্যা হলো, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন, ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেওয়াসহ এসব প্রাথমিক কাজ করতেও কালক্ষেপণ হয়। এর ফলে এক দিকে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় না; আবার ব্যয় বেড়ে যায়।

জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের এক কূটনীতিক গত মঙ্গলবার রাতে বলেন, 'ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের কাছে ঋণচুক্তির অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই প্রথম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব বাধাবিপত্তি ছিল, তা পরের চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সহায়ক হয়েছে। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এগিয়েছি। এবার তৃতীয় ঋণচুক্তিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা বন্দরের টার্মিনাল, সড়ক ও জ্বালানির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রয়েছে। আশা করি, প্রথম ও দ্বিতীয় ঋণচুক্তির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তৃতীয় চুক্তির এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সুচারুভাবে শেষ করা যাবে।'

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, আগের দুটি এলওসির মতো তৃতীয় এলওসির শর্ত একই। আগের মতো ভারতীয় ঠিকাদারেরাই প্রকল্পের কাজ পাবে। ঋণের টাকার পূর্তকাজের প্রকল্প হলে ৬৫ শতাংশ মালামাল ও সেবা ভারত থেকে আনতে হবে। অন্য প্রকল্পে ৭৫ শতাংশ মালামাল ও সেবা ভারত থেকে আনতে হবে। আর ঋণের সুদহার ১ শতাংশ, প্রতিশ্রুতি মাশুল আধা শতাংশ। পাঁচ বছর রেয়াত সময়সহ ২০ বছরে পুরো টাকা পরিশোধ করতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর এ নিয়ে বলেন, সুদের হার ও পরিশোধের সময় বিবেচনায় অবশ্যই এটি খুব ভালো চুক্তি। এই অর্থ দিয়ে বড় অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশি জোর দিতে হবে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। যথাসময়ে ও কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা বাংলাদেশের কম। অন্যদিকে ভারতের দিক থেকে প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড়সহ প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা কমাতে হবে।

তৃতীয় এলওসির অর্থ দিয়ে ১৭টি প্রকল্প করার প্রথামিক তালিকা তৈরি করেছে বাংলাদেশ। তবে ঋণচুক্তিতে কোরো প্রকল্পের নাম থাকবে না বলে ইআরডি সূত্রে জানা গেছে। তালিকায় থাকা প্রকল্পগুলো হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো উন্নয়ন; পায়রা বন্দরের বহুমুখী টার্মিনাল নির্মাণ; বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার ও তীর সংরক্ষণ; বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত দ্বৈতগেজ রেলপথ নির্মাণ; সৈয়দপুর বিমানবন্দর উন্নতকরণ; বেনাপোল-যশোর-ভাটিয়াপাড়া-ভাঙ্গা সড়ককে চার লেনে উন্নীত করা; চট্টগ্রামে কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ; ঈশ্বরদীতে কনটেইনার ডিপো নির্মাণ; কাটিহার-পার্বতীপুর-বরনগর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন তৈরি; মোংলা বন্দর উন্নয়ন; চট্টগ্রামে ড্রাই ডক নির্মাণ; মিরসরাইয়ের বারৈয়ারহাট থেকে রামগড় পর্যন্ত চার লেন সড়ক উন্নীত করা; মোল্লাহাটে ১০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ; মিরসরাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন; কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর হয়ে সরাইল পর্যন্ত চার লেন সড়ক নির্মাণ; ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১ লাখ এলইডি বাল্ব সরবরাহ প্রকল্প।

ঋণচুক্তির বিষয়ে ইআরডির অতিরিক্ত সচিব জাহিদুল হক বলেন, 'এটি এ যাবৎকালের অন্যতম বড় ঋণচুক্তি। আগের এলওসিগুলো আমরা সফলভাবে বাস্তবায়ন করছি। তৃতীয় এলওসির প্রকল্পগুলো তুলনামূলকভাবে ভালো; অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সহায়ক প্রকল্প। কতটা কার্যকরভাবে যথাসময়ে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে, এর ওপরই নতুন এলওসি সফলতার নির্ভর করবে।'

প্রথম ঋণচুক্তি

প্রথম এলওসির জন্য ২০১০ সালের ৭ আগস্ট দুই দেশের মধ্যে ১০০ কোটি ডলারের এই ঋণচুক্তি হয়। পরে অবশ্য ১৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার অনুদানে রূপান্তর করে ভারত।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, গত জুন মাস পর্যন্ত ৩৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার ছাড় করা হয়েছে। প্রথম এলওসিতে প্রকল্প সংখ্যা ১৫। গত সাত বছরে ৮টি প্রকল্প শেষ হয়েছে। ওই সব প্রকল্পের মাধ্যমে এসি-নন এসি বাস, রেলের ইঞ্জিন ও বগি এবং মোংলা বন্দরের জন্য ড্রেজার কেনা হয়েছে। এই আটটি প্রকল্পে ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ১৬ কোটি ডলার। ভারত থেকে সরাসরি এসব বাস ট্রাক, রেলের ইঞ্জিন ও বগি কেনা হয়েছে। তাই এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত হয়েছে।

প্রথম ঋণের আরও তিনটি প্রকল্প শেষ হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়নি। এগুলো হলো ভৈরবে মেঘনা নদীতে এবং আখাউড়ায় তিতাস নদে দ্বিতীয় রেলসেতু; আশুগঞ্জ-আখাউড়া রেলপথে সিগন্যালিং ব্যবস্থা উন্নত করা এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) শক্তিশালী করা।

এ ছাড়া ঢাকা-টঙ্গী রেলপথে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন নির্মাণ প্রকল্প এখনো পরামর্শ পর্যায়ে আছে। দরপত্র আহ্বানের পর দরদাতাদের মূল্যায়ন চলছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পে নকশা প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে মাত্র। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পটি শেষ হবে। খুলনা-মোংলা রেলপথ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় ঋণচুক্তি

২০১৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সময় ২০০ কোটি ডলার ঋণ বা দ্বিতীয় এলওসি দেওয়ার সমঝোতা চুক্তি হয়। পরে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে ঋণচুক্তি হয়।

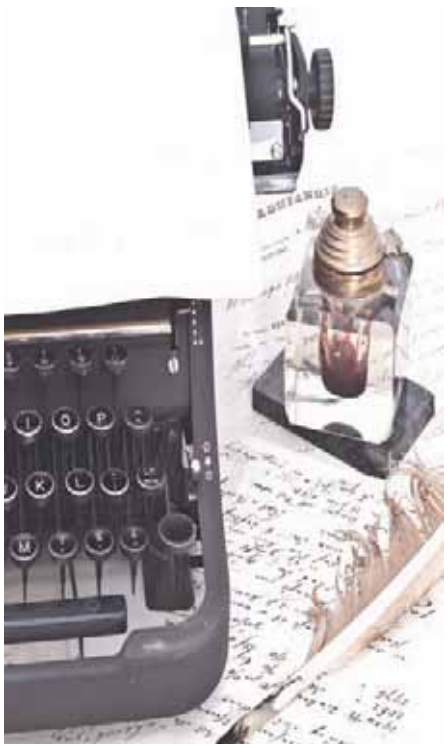

লাস ভেগাসে নির্বিচার গুলি: আইন প্রণেতাদের চেতনার উদ্রেক কি?

আবারও ভয়ংকর বন্দুকবাজির ঘটনা ঘটল যুক্তরাষ্ট্রে। গত সোমবার (যুক্তরাষ্ট্রে রবিবার) নেভাডা অঙ্গরাজ্যের বৃহত্তম শহর লাস ভেগাসে একটি উন্মুক্ত কনসার্টে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৫৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে।

আহত হয়েছে পাঁচ শতাধিক লোক। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় বন্দুকবাজির ঘটনা এটি। এর আগে প্রাণক্ষয়ী একটি ঘটনা ঘটেছিল ২০১৬ সালের জুনে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে; ৪৯ জন নিহত হয়েছিল। সোমবারের ঘটনাটি ঘটিয়েছেন স্টিফেন প্যাডক নামের ৬৪ বছর বয়সী স্থানীয় এক ব্যক্তি। পুলিশের ভাষ্য, পরে তিনি আত্মহত্যা করেন। সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে এ ঘটনার মিল থাকলেও এখনো এর মোটিভ জানতে পারেনি পুলিশ। জঙ্গিবাদী সংগঠন আইএস ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। তবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো বলেছে, প্যাডকের জঙ্গিবাদ-সংশ্লিষ্টতার তথ্য তাদের কাছে নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের লোকজন মনে করে, তারা ব্যতিক্রমী একটি দেশের অধিবাসী।

অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিশ্বাস সঠিক। বিশ্বকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রয়েছে কিন্তু আরো কিছু বিষয়ে দেশটি ব্যতিক্রমী। নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে, এই অন্য বিষয়গুলো মার্কিনদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। যেমন বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কারাবন্দি যুক্তরাষ্ট্রে। সংখ্যায় ২২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৫১ জন। প্রতি লাখে ৭১৬ জন কারাবন্দি। আরেকটি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সবার চেয়ে এগিয়ে। সেটি হলো স্বদেশবাসীর বন্দুকের গুলিতে নিহত হওয়া। এফবিআইয়ের হিসাবে শুধু ২০১১ সালেই ১১ হাজারের বেশি লোক স্বদেশবাসীর গুলিতে নিহত হয়েছে। ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতেও বন্দুকবাজির ঘটনা ঘটে, তবে তা রীতি নয়, ব্যতিক্রম। যুক্তরাষ্ট্রে এটি রীতি। গত ৪৭৭ দিনে ৫২১টি বন্দুকবাজির ঘটনা ঘটেছে। অরল্যান্ডোর ঘটনার পর এ পর্যন্ত ৫৮৫ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে দুই হাজার ১৫৬ জন।

প্রায়ই যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে, তার কারণ অস্ত্র আইন। যেকোনো মার্কিন অস্ত্র কিনতে পারে। কোনো কোনো রাজ্যে এ আইন খুবই শিথিল। যেমন নেভাডা, সেখানে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়। অস্ত্র কেনার জন্য নিবন্ধনও করতে হয় না। নাগরিকদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই আইনটি করা হয়েছিল। তবে অপরাধের রেকর্ড ও মানসিক অবস্থার বিচারে কেউ অস্ত্র কেনার উপযুক্ত কি না তা সব সময় যথাযথভাবে যাচাই করা হয় না। অনেকবার বন্দুক কেনাবেচার বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপের দাবি উঠেছে কিন্তু কংগ্রেস রাজি হয়নি। লাস ভেগাসের ঘটনার পর আইন প্রণেতাদের মধ্যে চেতনার উদ্রেক হবে বলে আশা করা যায়।

রাশিয়াও কেন মিয়ানমারের পক্ষে?

এম সাখাওয়াত হোসেন

আগের নিবন্ধে রাশিয়ার প্রসঙ্গ টানা হয়নি। কারণ, বঙ্গোপসাগরে চীন ও ভারতের টানাপোড়েনে রাশিয়া এখন পর্যন্ত যুক্ত নয়। মিয়ানমারকে রাশিয়ার সমর্থন দেওয়ার বিষয়টি ওই দুই দেশের মতো সরাসরি ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু পরোক্ষ যুক্ততা রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত মহাসাগর তথা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার শক্তি প্রদর্শনের বিষয়টি নেই বললেই চলে। মিয়ানমারে রাশিয়ার স্বার্থ হচ্ছে সেখানে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা, বিশেষ করে আণবিক শক্তি রপ্তানি ও সামরিক সরঞ্জামাদি রপ্তানির মাধ্যমে। রাশিয়া ও ভারত–দুটি দেশই মিয়ানমারে চীনের প্রভাব কমিয়ে নিজেদের অবস্থান জোরদারে ব্যস্ত।

এটা সবারই জানা যে মিয়ানমারের দীর্ঘদিনের একঘরে থাকার বিষয়টির অবসান ঘটে ২০১৫ সালে নির্বাচন ও সেই নির্বাচনে অং সান সু চির বিজয়ের পর। তবে সু চির দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলেও তাঁর কাছে পূর্ণ ক্ষমতা নেই। বলা যায়, এখনো মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা কিছু কিছু জায়গায় প্রায় একচ্ছত্র। ১৯৯০-এর পর সামরিক বাহিনীর শক্তি বেড়েছে বহুগুণ। উত্তর-পূর্ব মিয়ানমারের অঞ্চলে 'বিদ্রোহ' মোকাবিলায় এই শক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে। অং সান সু চির চেষ্টায় ১৪টি বিদ্রোহী বাহিনী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেও আটটি শক্তিশালী বাহিনী এখনো যুদ্ধ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা বা অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে এই যুদ্ধ চলছে। জানা যায়, চীনের প্রভাবে বর্তমান যুদ্ধবিরতিগুলো সম্ভব হয়েছে। কারণ, এসব বিদ্রোহী মূলত চীনের সমর্থন নিয়েই মিয়ানমার বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে আসছিল।

চীন গত প্রায় পাঁচ দশক এককভাবে মিয়ানমারকে সব ধরনের সহযোগিতা করলেও প্রয়োজনে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসেবে বিদ্রোহীদের সহায়তা দিয়ে আসছিল। বর্তমানেও সেই একই অবস্থা বজায় রয়েছে। মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে সামরিক বাহিনীসহ দেশটির অর্থনীতি কার্যত চীনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে একুশ শতকের শুরু থেকে চীনের প্রভাব কমতে শুরু করে। মিয়ানমারের ব্যাপারে চীনের যে দ্বিমুখী নীতি, তা মেনে নেওয়া ছাড়া একসময় মিয়ানমারের আর কোনো পথ ছিল না। সেই অবস্থার অবসান ঘটে মিয়ানমার উন্মুক্ত হওয়ার পর। ২০১৫ সালের পর থেকে মিয়ানমার চীনের প্রভাব কমাতে বেশ সতর্কভাবে এগোচ্ছে। চীনের প্রভাব কমার কারণেই পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ভারত তার অবস্থান শক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম থেকে চীন ভারতকে ঘিরে ফেলতে পারে, এই ভয়ে ভারত ভীত। পূর্বে রাখাইনে চীন গভীর সমুদ্রবন্দর এবং গ্যাস ও জ্বালানি তেলের টার্মিনাল তৈরি করেছে, আবার ঠিক একইভাবে পশ্চিমে পাকিস্তানের বন্দর কাসেম থেকে গ্যাস ও জ্বালানি করিডর চীনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তৈরি হচ্ছে রেলওয়ে লাইন। তবে রাখাইন থেকে চীন পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন বিছানো প্রাথমিক পরিকল্পনায় থাকলেও আপাতত স্থগিত রয়েছে পরিবেশবাদী ও স্থানীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের আন্দোলনের কারণে।

চীন-মিয়ানমার আগের সম্পর্কে কিছুটা ফাটল ধরলেও মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ওপর চীনের যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি চীনের অস্ত্র ব্যবহার করে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বলা হয়, এখনো কাচিন বিদ্রোহী, টাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি, সান স্টেট আর্মি ও ওয়াহ টেস্ট আর্মিকে চীন সহায়তা জুগিয়ে যাচ্ছে। এই সংগঠনগুলো তাদের জায়গায় নিরাপদ অঞ্চল তৈরি করেছে। অতি সম্প্রতি এশিয়া টাইমস পত্রিকায় বার্টিন লিন্টার তাঁর এক নিবন্ধে চীন-মিয়ানমারের সম্পর্কের ফাটলের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি উদাহরণ টেনে এ বছরের এপ্রিল মাসে সান প্রদেশের কোকাং অঞ্চলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে মিয়ানমারের বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরেছেন। ওই যুদ্ধে ৩২ জন সামরিক কর্মকর্তা ও ৪১২ জন সৈনিক মৃত্যুবরণ করেন। এ ছাড়া চীনের সীমান্তসংলগ্ন ওই অঞ্চলে ২০১৫ সালের শুরুর দিকে কয়েক মাসের সংঘর্ষে মিয়ানমার বাহিনীর ৬৬ লাইট ইনফেন্ট্রি ডিভিশন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কাচিন রাজ্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সেনাবাহিনীকে বিমান হামলা করতে হয়েছে। হামলায় প্রথমবারের মতো রাশিয়ার অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমান মিগ ২৯ ও এমআই ৩৫ গানশিপ ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে সেনাশক্তির বদলে বিমানশক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। যে কারণে মিয়ানমারের বিমানবাহিনীকে রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। বর্তমানে চীনের ওপর মিয়ানমার খুব একটা ভরসা রাখতে পারছে না, বিশেষ করে কারেন, কাচিন ও সান অঞ্চলের বিদ্রোহীদের প্রতি চীনের পরোক্ষ প্রভাবের কারণে। চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের অভিন্ন সীমান্তদৈর্ঘ্য ২ হাজার ১৯২ কিলোমিটার। বর্তমানে যে দুটি অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ হচ্ছে, সেই কাচিন ও সান রাজ্যের অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে চীনের সঙ্গে। এই রাজ্য দুটিতে একাধিক বিদ্রোহী গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের মুক্তাঞ্চল রয়েছে। সান রাজ্যে রয়েছে ইউনাইটেড ওয়াহ স্টেট আর্মি এবং তাদের দখলে রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা। 'পাঙ্গসাং' নামক চীন-মিয়ানমার (সান রাজ্য) সীমান্ত শহরটি ওই অঞ্চলের অঘোষিত রাজধানী হিসেবে পরিচিত (সূত্র: বার্টিন লিন্টার: গ্রেট গেম ইস্ট ইন্ডিয়া, চায়না অ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল ফর এশিয়াস মোস্ট ভোলাটাইল ফ্রন্টিয়ার)। এই ইউনাইটেড ওয়াহ স্টেট আর্মি শুধু ক্ষুদ্র অস্ত্রে সজ্জিত নয়, তাদের রয়েছে আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারসহ অন্যান্য ভারী অস্ত্র এবং একাধিক গোলন্দাজ বাহিনী।

এমন পরিস্থিতিতেও মিয়ানমার চীনের বলয়ের বাইরে যেতে পারছে না। খুব শিগগির পারবে বলেও মনে হয় না। তবে সামরিক বাহিনীতে চীনের প্রভাব কমাতে মিয়ানমার সামরিক সরঞ্জামের জন্য বিভিন্ন দেশের দ্বারস্থ হতে শুরু করেছে, যার মধ্যে সবার ওপরে রয়েছে রাশিয়া। হেলিকপ্টার, গানশিপ ও মিগ-২৯ কেনার কথা আগেই বলেছি। আরও বেশ কিছু মিগ-২৯ জঙ্গি বিমান কেনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিমানবাহিনীর সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাশিয়া মিয়ানমারের বাণিজ্যিক শহর ইয়াঙ্গুনে 'মিগ' কোম্পানির অফিস খুলেছে। মিয়ানমারের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়া ভূমিকা পালন করছে। ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় ৪ হাজার ৭০৫ জন ছাত্র উচ্চশিক্ষা শেষ করেছেন। এই ছাত্রদের মধ্যে ৭০০ ছাত্র পারমাণবিক বিদ্যায় পড়াশোনা করেছেন।

> ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তারা ভারত সফর করেছেন। রাশিয়া ও ভারত–এই দুই দেশই মিয়ানমারের সামরিক কর্মকর্তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতি যা-ই হোক, মিয়ানমার চীন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

বর্তমানে রাশিয়া শুধু অস্ত্রের সরবরাহ করছে না, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এবং বিশেষভাবে অর্থনৈতিক সহায়তা ও প্রযুক্তি রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরি করছে। ২০১৩ সালে পারমাণবিক চুল্লি তৈরির ব্যাপারে রাশিয়ার সঙ্গে মিয়ানমারের সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এর আওতায় দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির চুক্তি হয়ে গেছে। রাশিয়ার নজর রয়েছে মিয়ানমারের তেল ও গ্যাসক্ষেত্রগুলোর দিকে। রাশিয়ার সরকারি কোম্পানি 'গ্যাজপ্রম' অফিস খুলেছে ইয়াঙ্গুনে। গত মে মাসে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট হিতিন কেইও রাশিয়ায় দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে জ্বালানি তেল ও গ্যাস উত্তোলনে রাশিয়ার বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের আলোচনা করেছে। এ ক্ষেত্রে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট রাশিয়াকে সব ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তারা ভারত সফর করেছেন। রাশিয়া ও ভারত–এই দুই দেশই মিয়ানমারের সামরিক কর্মকর্তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতি যা-ই হোক, মিয়ানমার চীন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না। চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের দীর্ঘ সীমান্ত ও বিদ্রোহের কারণে ভূকৌশলগত এই নরম-গরম সম্পর্ক বজায় থাকবে বলেই মনে হয়।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার যে বর্তমান রোহিঙ্গা সংকটকে জাতীয় স্বার্থের বিবেচনায় ভারত, চীন বা রাশিয়া মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছে না। বিশেষ করে, রাখাইন ও উত্তর মিয়ানমারে ভূকৌশলগত গুরুত্ব ও বিশাল বিনিয়োগ নিয়ে প্রতিযোগিতার কারণে ভারত ও চীনের কাছে এই সংকটে বাংলাদেশের পক্ষ নেওয়ার চেয়ে মিয়ানমারের পক্ষ নেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য ও বিশ্লেষণে সেটাই দেখা যাচ্ছে। ভারতের একাধিক বিশ্লেষকও মনে করেন, বাংলাদেশের এ ক্ষেত্রে কিছু আশা করাও উচিত নয়।

রোহিঙ্গাদের সঙ্গে জঙ্গিদের যোগাযোগ অথবা আরসা জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছে–মিয়ানমারের এমন অবস্থানের সঙ্গে চীন প্রকাশ্যে সায় দেয়নি। কিন্তু এই অঞ্চলে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপস্থিতিকে চীন বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করে। 'উইঘুর' অঞ্চলে মুসলিম বিদ্রোহীদের দমাতে চীন এখনো হিমশিম খাচ্ছে। কাজেই ভবিষ্যতে কোনো সময়ে রাখাইনে কাচিন, কারেন অথবা ওয়াহ স্টেট আর্মির মতো শক্ত বিদ্রোহী গ্রুপ দাঁড়ালে তা চীনের স্বার্থপরিপন্থী হবে। অন্যদিকে ভারতের বহু রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ভূকৌশল বিশেষজ্ঞ মনে করেন, রাখাইনে রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি ভবিষ্যতে জঙ্গি তৎপরতার জন্য সহায়ক হলে তা ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে।

রোহিঙ্গা প্রশ্নে এই তিন দেশ যে বাংলাদেশের পাশে থেকে মিয়ানমারকে চাপ দেবে না, তা প্রায় নিশ্চিত। এরপরও রাখাইন অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়া এবং নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাংলাদেশের দাবির বিষয়ে অন্তত মধ্যস্থতার উদ্যোগে রাজি করাতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এই তিন দেশকে বুঝতে হবে যে একটি দুর্বল জনগোষ্ঠীকে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে নিশ্চি! হতে দেওয়া যায় না।

যাহোক, রোহিঙ্গা ইস্যু যেমন বাংলাদেশের জন্য সংকট সৃষ্টি করেছে, তেমনি মিয়ানমারকে ঘিরে এ অঞ্চলে বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বাড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মিয়ানমারের রাখাইন ও রোহিঙ্গা পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং তেমন কিছু হলে এর মাশুল গুনতে হবে বাংলাদেশকে।

এম সাখাওয়াত হোসেন: সাবেক নির্বাচন কমিশনার, কলাম লেখক ও পিএইচডি গবেষক।

অস্ত্র হাতে দুই ছাত্রলীগ নেতা ‘টার্গেট প্র্যাকটিস করি’

ঢাকা, ৪ অক্টোবর : ‘বন্দুক দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করি, বন্দুকের নিশানা এবার তুই’। বন্দুকসহ ফটোসেশন করে এমন প্রকাশ্য হুমকি সংবলিত ছবি নিজেদের ফেসবুকে আপলোড করেছেন বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীরা। এই ঘটনা নিয়ে বাবুগঞ্জ উপজেলায় তোলপাড় চলছে। প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনসহ রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা এটাকে অশনিসংকেত হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে আসন্ন ছাত্রলীগের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা এখন দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরাও প্রকাশ্য হুমকি হিসেবেই দেখছেন। এ ঘটনা নিয়ে উপজেলার সর্বত্র আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। জানা যায়, বাবুগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় চলতি বছরের শেষ দিকে সম্মেলন করার জন্য নির্দেশনা দেন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি।

বাবুগঞ্জে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে অর্ধডজনের বেশি প্রার্থী রয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সভাপতি প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস অপু এবং সম্পাদক প্রার্থী কাওসার মাহমুদ মুন্না। রোববার রাতে প্রসেনজিৎ দাস অপু এবং কাওসার মাহমুদ মুন্না বন্দুক হাতে নিশানায় তাক করে নিজেদের আলাদা আলাদা ছবি তোলেন। বন্দুক হাতে ওই ছবি তারা রোববার রাত ১১টা ২১ মিনিটে নিজেদের ফেসবুক ওয়ালে আপলোড করেন। ছবির সঙ্গে লেখেন ‘বন্দুক দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করি, বন্দুকের নিশানা এবার তুই’। প্রতিপক্ষকে এমন প্রকাশ্য হুমকি সংবলিত ওই লেখাসহ বন্দুক হাতে নিজেদের তিনটি ছবি কাওসার মাহমুদ মুন্না তার ওয়াল থেকে পোস্ট করে সেটা প্রসেনজিৎ দাস অপুকে ট্যাগ করেন। অপু ছাড়াও বন্দুক হাতে আলাদা আলাদা তিনজনের ছবিসহ ওই পোস্টটি যুবলীগ নেতা মিন্টু এবং সময়ের বার্তা কাওসার মাহমুদ নামে নিজের আরেকটি ফেসবুক আইডিতেও ট্যাগ করেন মুন্না। এদিকে রোববার রাতে আপলোড করা ওই ছবি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। সোমবার দিনভর ও মঙ্গলবার এ ঘটনাটি রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফেসবুকসহ সর্বত্র আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী একাধিক নেতা জানিয়েছেন, এ ঘটনায় অপু-মুন্না এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করেছে।

বাবুগঞ্জ ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতা মো. সোহেল আহমেদ এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, ছাত্রলীগ নামধারী কিছু সন্ত্রাসী আজ দলে বিভিন্ন পন্থায় অনুপ্রবেশ করে ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য ম্লান করার চেষ্টা করছে। ছাত্রলীগের কোনো আদর্শ এদের মাঝে নেই। এরা সুযোগ সন্ধানী হিসেবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অতিথি পাখির মতো ছাত্রলীগে প্রবেশ করে। এদের ব্যাপারে এখনি দলের হাইকমান্ড সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে এরা আওয়ামী লীগের জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে। আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতাও অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এদিকে এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত সভাপতি প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস অপু এবং সম্পাদক প্রার্থী কাওসার মাহমুদ মুন্না দাবি করেন, কাউকে হুমকি নয় বরং ইয়ার্কি করেই এমন ছবি ফেসবুকে দেয়া হয়েছে। তবে ‘বন্দুক দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করি, বন্দুকের নিশানা এবার তুই’-একথাটি কার বা কাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে এমন প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি অভিযুক্তরা।

ঢাকায় মিয়ানমার মন্ত্রীর নরম সুর

রোহিঙ্গা ফিরিয়ে নিতে রাজি, হবে ওয়ার্কিং গ্রুপ

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : আরাকানে নতুন করে রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞ শুরুর পর পাঁচ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও মিয়ানমার তাদের ‘জাতিগত নির্মূল অভিযান’ বন্ধ করেনি। বাংলাদেশমুখী রোহিঙ্গা স্রোতের তীব্রতা কমে এলেও আসা বন্ধ হয়নি।

বাংলাদেশের অব্যাহত চাপ ও আন্তর্জাতিক তীব্র নিন্দার মুখে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চির দপ্তরের একজন মন্ত্রী ঢাকায় এসে গত সোমবার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। বৈঠকে সু চির মন্ত্রীর সুর নরম হলেও সতর্ক ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে, রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করতে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে এবং এ মাসেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমার যাবেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, তবে অতীতে অনেক দর-কষাকষি শেষে স্মারক স্বাক্ষরের পরও মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা করেছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পাশাপাশি বৈশ্বিক পর্যায়ে কূটনৈতিক তৎপরতাও অব্যাহত রাখতে হবে বাংলাদেশকে। রোহিঙ্গা নিধন নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিরাজমান উদ্বেগটিকে কাজে লাগাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সসহ পশ্চিমা বিশ্ব যেহেতু এ বিষয়ে সোচ্চার রয়েছে, তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি চীন, রাশিয়া ও ভারতের সঙ্গেও আলোচনা চালাতে হবে। তখন মিয়ানমারের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে।

সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সকাল ১১টা থেকে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় বৈঠকের পর বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করেন সু চির মন্ত্রী ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই প্রতিনিধি।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের যাচাই-বাছাই করে ফেরত নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করতে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে রাজি হয় মিয়ানমার পক্ষ। রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের তরফে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করে তার খসড়া তুলে দেওয়া হয় সু চির মন্ত্রী টিন্ট সোয়ের হাতে। সোয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মতামত না দিয়ে নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানোর আশ্বাস দেন। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর চালানো গণহত্যার প্রেক্ষাপটে পাঁচ লাখের বেশি রোহিঙ্গার নতুন করে ঢুকে পড়া এবং আগে থেকে থাকা চার লাখ রোহিঙ্গার কারণে বাংলাদেশের উদ্বেগ ও সমস্যার কথাও শোনেন সোয়ে এবং তাদের ফেরত নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম শাহরিয়ার আলম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, পররাষ্ট্রসচিব শহীদুল হক ও স্বরাষ্ট্রসচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ) মোস্তাফা কামাল উদ্দীন।

নির্বাচন বন্ধ ২৭ বছর ধরে ডাকসু নির্বাচন কবে হবে?

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : সবাই চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন হোক। কিন্তু গত ২৭ বছরেও সেই নির্বাচন হয়নি। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং বড় দুটি ছাত্রসংগঠন–ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল দৃশ্যত এই নির্বাচনের বিরোধিতা করেনি। কিন্তু ওই নির্বাচন আয়োজনে চারটি পক্ষের কারোরই উদ্যোগ, আগ্রহ বা চাপ ছিল না।

এই দীর্ঘ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকদের পক্ষ থেকেও নির্বাচনের জোরালো দাবি ওঠেনি। অথচ এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি, সিন্ডিকেট সদস্য, ডিন, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংগঠনসহ সব সংগঠনের নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ কয়েকটি বাম ছাত্রসংগঠন নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে। এসব সংগঠন গত ১০ আগস্ট ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে। ছাত্রলীগ ওই আলোচনায় অংশ নেয়নি। উলটো এতে অংশ নিতে আসা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া দিয়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সরকার-সমর্থক ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে।

গত ৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন ইজ আ মাস্ট। নির্বাচন না হলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে শূন্যতার সৃষ্টি হবে।'

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার নতুন উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামানের সৌজন্য সাক্ষাতে ডাকসু নির্বাচনের প্রসঙ্গ ওঠে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আখতারুজ্জামান বলেন, 'গত সমাবর্তনে মহামান্য আচার্যই আমাদের ডাকসু নির্বাচনের বিষয়ে অনুশাসন দিয়েছিলেন। সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেছেন, নিরাপত্তা পরিস্থিতিসহ সব বিষয় বিবেচনা করে এটা অবশ্যই করা উচিত।'

আচার্য চাইলেও নির্বাচন হয় না কেন–এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মনে করে ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। অন্যদিকে ১৯৯০ সালের পর দুই দফা বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচনের বিষয়ে ততটা আগ্রহী ছিল না। তখন ছাত্রলীগ নির্বাচনের পরিবেশ না থাকার অভিযোগ তুলে ওই নির্বাচনে আগ্রহ দেখায়নি।

একইভাবে নব্বই-পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ তিন দফা ক্ষমতায় থাকলেও ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগের আগ্রহ দৃশ্যমান হয়নি। উলটো সংগঠনটির নেতারা বলছেন, ছাত্র সংসদের বিকল্প ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, 'আমরা ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নেওয়ার পরপরই সাধারণ শিক্ষার্থীদের খাবারের সমস্যা, যাতায়াত সমস্যাসহ সব বিষয়ে ডাকসুর ভূমিকা পালন করছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা ডাকসু নির্বাচন সব সময় চাই। কিন্তু এটা আমাদের আয়োজনের বিষয় নয়। প্রশাসন আয়োজন করলে আমরা তাতে অংশ নেব।'

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতা হলো সরকার চায় না বলেই ডাকসু নির্বাচন হয় না। সরকার ভাবে, নির্বাচন হলে ছাত্রদের মতামত তাদের পক্ষে না-ও যেতে পারে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা যায়, ডাকসুর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৪ সালে। ১৯৫৩ সালের আগ পর্যন্ত ডাকসুর সহসভাপতি মনোনয়ন করা হতো। ওই বছরই প্রথম নির্বাচন হয়। ১৯৭১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সাতবার ডাকসু নির্বাচন হয়। ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে ২০ ধারা অনুযায়ী, সিনেটের ১০৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি থাকার কথা, যাঁরা ডাকসুর মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। কিন্তু দিনের পর দিন নির্বাচন না হওয়ায় খণ্ডিত সিনেট নিয়েই সভা বসছে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের সময় প্রায় নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। কেবল ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৯-৭০ সালে নির্বাচন হয়নি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের শুরুতেই (১৯৭২-৭৩) ডাকসু নির্বাচন হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালেও নির্বাচন দেওয়া হয়েছিল, তবে সেটা পণ্ড হয়ে যায়। এরপর জিয়াউর রহমানের আমলে দুবার (১৯৭৯-৮০ ও ৮০-৮১), আবদুস সাত্তার সরকারের আমলে একবার (১৯৮২-৮৩) এবং এরশাদের আমলে দুবার (১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯০-৯১) ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। ১৯৯০ সালে এরশাদের স্বৈরশাসনের পতনের পর গত ২৭ বছরে আর এই ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়নি।

উচ্চ আদালতে দুটি রিট

ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশনা চেয়ে গত পাঁচ বছরে উচ্চ আদালতে পৃথক দুটি রিট আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু জবাব দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ২০১২ সালের ২১ মার্চ হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের

২৫ শিক্ষার্থী। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ওই বছরের ৮ এপ্রিল হাইকোর্ট রুল দেন।

সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ মুঠোফোনে বলেন, তিন বছর ধরে রুল শুনানির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রতিবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীরা শুনানিতে সময় নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ এখনো রুলের জবাব দেয়নি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন মাহবুবে আলম ও এ এফ এম মেসবাহউদ্দিন।

ডাকসুর (১৯৮৯-৯০) সাবেক ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. মুশতাক হোসেন এবং একজন শিক্ষার্থী গত ১৬ মার্চ হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন, যার ওপর ১৯ মার্চ হাইকোর্টে শুনানি হয়। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে সেদিনই আদালত রুল দেন।

রুলে নির্ধারিত সময়ে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে বলেন, এখনো রুলের জবাব হাতে আসেনি। অবকাশকালীন ছুটি শেষে বিষয়টি শুনানির জন্য আদালতে উপস্থাপন করা হবে।

রিটের বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টার কার্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার ফারহানা পারভীন বলেন, আদালতের নিয়ম অনুযায়ী রিট দুটির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ছয় উপাচার্যের মেয়াদ পার, নির্বাচন হয়নি

গত ২০ বছরে ছয়জন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে চার বছরের পূর্ণ মেয়াদ বা তার বেশি সময় ছিলেন এ কে আজাদ চৌধুরী, এস এম এ ফায়েজ এবং আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। আগের সাত বছরে তিনবার তফসিল ঘোষণা করেও নির্বাচন দেওয়া যায়নি। ফলে এই তিনজনসহ ছয়জনের কেউই ওই পথ মাড়াননি।

সদ্য সাবেক উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক ২০০৯ সালে নিয়োগ পাওয়ার পর গণমাধ্যমে ডাকসু নির্বাচনের কথা বললেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। সাড়ে আট বছরে একবারও নির্বাচনের উদ্যোগ নেননি। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বলেছেন, নির্বাচন দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হতে পারে।

ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৬ জুন। তখন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের রাষ্ট্রপতি। ১৯৯৮ সালে ডাকসুর কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। মাঝেমধ্যে ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা। সিনেটে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তাতে ফল হয়নি। ২০১২ সালে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, কালো পতাকা মিছিল এবং ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানান সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী অধিকার মঞ্চ' তৈরি করে লাগাতার কর্মসূচিও চলে বেশ কিছুদিন।

এরপর বিভিন্ন সময় ডাকসুর নির্বাচনের দাবি উঠলেও সেটা খুব জোরালো ছিল না। চলতি বছরের মাঝামাঝি থেকে এই দাবিটি আবার সামনে আসে। গত ২৯ জুলাই ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়া উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরপর ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতৃত্বে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা। গত ২৫ সেপ্টেম্বর নতুন উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামানকে স্মারকলিপি দিয়েছেন তাঁরা।

জানতে চাইলে মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যেসব কম্পোনেন্ট অংশ নেয়, তার মধ্যে ডাকসু খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অংশীজনের সঙ্গে এই নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১৯৯০ সালের নির্বাচনের পর ১৯৯১ সালের ১৮ জুন নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই সময় সহিংস ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা নির্বাচন বন্ধ করে দেন। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে পরপর দুবার উপাচার্য এমাজউদ্দীন আহমদ ডাকসুর তফসিল ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তখন ছাত্রলীগের বিরোধিতার কারণে নির্বাচন হয়নি। অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী উপাচার্য হওয়ার পর ১৯৯৬ সালে একাধিকবার ডাকসু নির্বাচনের সময়সীমার কথা জানিয়েছিলেন।

অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, সেই সময়কার বিরোধী ছাত্রসংগঠনসহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের অসহযোগিতার কারণে নির্বাচন দেওয়া যায়নি।

সর্বশেষ ২০০৫ সালের মে মাসে উপাচার্য এস এম এ ফায়েজ ওই বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের ঘোষণা দেন। তখন ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে একাধিকবার মিছিল, সমাবেশ ও উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেয়। কিন্তু বিরোধিতা করে ছাত্রলীগ।

নির্বাচন চায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধিত্বশীল সব ছাত্রসংগঠনই ডাকসু নির্বাচন চায়। দৃশ্যত এ নিয়ে কারও আপত্তি নেই। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুর রহমান বলেন, 'আমরা অবশ্যই চাই ডাকসুসহ সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হোক। ডাকসু নির্বাচনের বিষয়ে ছাত্রলীগ সাবেক উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছিল, বর্তমান উপাচার্যের সঙ্গেও বলবে।'

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজিব আহসান বলেন, 'শুধু ডাকসু নির্বাচন নয়, সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি আমরা অনেক দিন ধরে জানিয়ে আসছি।' তবে তাঁর মতে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পূর্বশর্তই হচ্ছে রাজনৈতিক সহাবস্থান, যা কোথাও এখন আর নেই।

ছাত্রলীগ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালে ডাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হয়েছিলেন তোফায়েল আহমেদ। তিনি এখন বাণিজ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য। তিনি বলেন, '২৭ বছরে ডাকসু নির্বাচন না হওয়াটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির কারখানা। ডাকসু থেকে বহু ছাত্রনেতা জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন। ডাকসুসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ কার্যকর না থাকায় বর্তমান ছাত্ররাজনীতি গৌরব হারিয়েছে।'

ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হতে পারে, এমন কথা বলে এই নির্বাচন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, অনতিবিলম্বে ডাকসুসহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়া উচিত।'

এনটিভি'তে ব্যতিক্রমী ইয়ুথ ডিবেইট শো 'পার্সপেক্টিভ'

সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের মতামত প্রদানে তরুণ প্রজন্মকে আগ্রহী করার লক্ষ্যে নতুন ইয়ুথ ডিবেইট শো 'পার্সপেক্টিভ' সম্প্রচার শুরু করেছে এনটিভি ইউরোপ। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠান প্রতি রোববার সকাল ১১টায় এনটিভি স্কাই চ্যানেল ৮৩৮ এ প্রচারিত হচ্ছে। এনটিভি ইউরোপের হেড অব প্রোগ্রাম রবিন হায়দার খানের প্রযোজনা ও ট্রান্সমিশন ইন চার্জ আরাফাত খানের সহযোগিতায় ব্যাতিক্রমী এই ইয়ুথ ডিবেইট শো উপস্থাপনা করেছেন চলতি বছরের জিসিএসই পরীক্ষায় কৃতীত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী নাহিয়ান পাশা। এনটিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসেইন ও ডিরেক্টর মোস্তফা সরোয়ার বাবুর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্মিত 'পার্সপেক্টিভ'র প্রতিটি এপিসোডে নির্ধারিত বিষয়ের পক্ষ-বিপক্ষে বিতর্কে অংশ নিয়েছেন ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৩ জনের দু'টি গ্রুপ। বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আরও তিনজন গুরুত্বপূর্ণ প্রফেশনাল। ৮ প্রিলিমিনারী, ৪ কোয়ার্টার ফাইনাল, ২ সেমি ফাইন্যাল এবং সর্বশেষ ১ ফাইনাল-সর্বমোট ১৫ পর্বে বিভক্ত এই ডিবেইট শো'তে বিজয়ী গ্রুপ ও সেরা বক্তাকে এনটিভি'র পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবেসার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এ ব্যাপারে এনটিভি'র সিইও সাবরিনা হোসেন বলেন, তরুণ প্রজন্ম আমাদের ভবিষ্যৎ। সমাজের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে তারুণ্যের সময় থেকেই তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হোক, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাদের কণ্ঠ হোক উচ্চকিত, এমনটিই আমরা চাই। এই ভাবনা থেকেই এনটিভি'র ইয়ুথ ডিবেইট শো 'পার্সপেক্টিভ'।

প্রতি রোববার সন্তানদের সাথে নিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানিয়ে এনটিভি ইউরোপের ডিরেক্টর মোস্তফা সরোয়ার বাবু বলেন, মালটিকালচারাল ব্রিটেনে মাথা উঁচু করে ঠিকে থাকতে হলে প্রতিটি সামাজিক ইস্যুতে উচ্চ কণ্ঠেই কথা বলতে হবে আমাদের সন্তানদের। তরুণ বয়স থেকেই তাদের মধ্যে যাতে সেই অভ্যাস গড়ে উঠে, 'পার্সপেক্টিভ' সেই চেষ্টারই একটি অংশ। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'কমিউনিটি হিরোজ'। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের কারামুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১০ম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাজ্য বিএনপির গ্রেটার সাসেক্স রিজওনের উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার ইস্ট সাসেক্সের রাজপুথ রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মুকিতের সভাপতিত্বে এবং কোষাধ্যক্ষ এমদাদ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবোর্ন কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার হারুন মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি গোলাম রাব্বানী সোহেল।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি আমির হোসেন তালুকদার, রব্বানী আহমেদ চৌধুরী, কাউন্সিলার গৌছ চৌধুরী, আজিম উদ্দিন চৌধুরী, রোমেল আহমেদ, সাজ্জাদ আহমেদ, রাজু আহমেদ, আমির হোসেন, হিফজুর রহমান প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন বর্তমান অবৈধ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক এক করে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলেছে। তাদের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বক্তারা বলেন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় ঐক্যমতের প্রয়োজন। বক্তারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের যে ভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করতেছে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। শেষে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দেশ নায়ক তারেক রহমনের সুস্বস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

Paying too much?

Example, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।

আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি। Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com

Serving for last 8 years

(We do not help CAB/TRADE Insurance)

TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

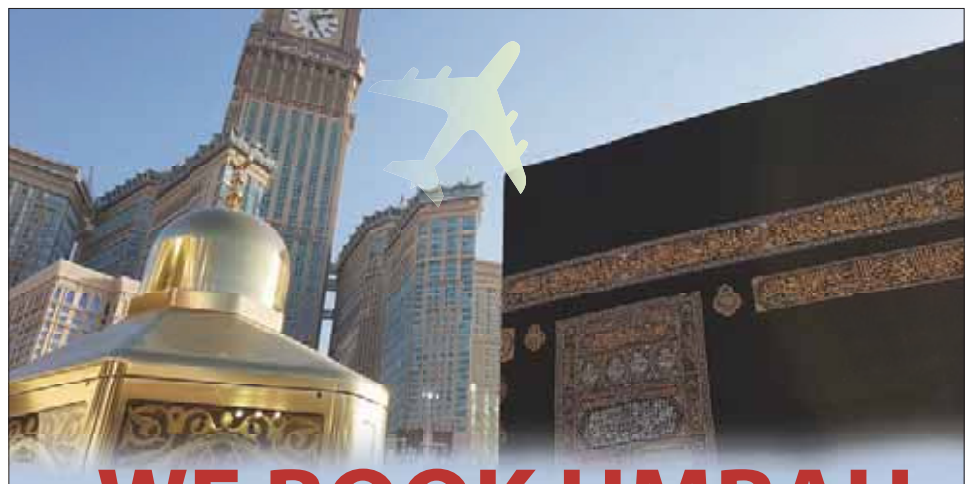

WE BOOK UMRAH
FULL PACKAGE

TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO

388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

সিলেট সদর এসোসিয়েশন (উত্তর) এর সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা

সিলেট সদর এসোসিয়েশন (উত্তর) এর প্রথম সম্মেলনকে সামনে রেখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের গ্লোব রোডের একটি অফিসে বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক ফয়জুল ইসলাম লস্করের সভাপতিত্বে এবং শাহিন আহমদ জয়েদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শাসুজ্জামান সাবুল, আব্দুস ছাত্তার, জামাল উদ্দিন, সেলিম খান, সেলিম হোসেন, আবু বকর ফয়েজি সুমন, বদরুল ইসলাম, এলাহি বখশ এনাম, আশরাফ চৌধুরী সিহাব, লাভলু লস্কর, জিয়ার আহমদ, আবরার বখশ বাচ্চু ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যম শীর্ষবিন্দু সম্পাদক সুমন আহমেদ।

সভায় বক্তরা আশা প্রকাশ করে বলেন, সিলেট সদর এসোসিয়েশন (উত্তর) দেশে-বিদেশে সিলেট সদরের বাসিন্দাদের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সভায় আগামী ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং সম্মেলনকে সফল করতে শামসুজ্জামান সাবুলকে প্রধান করে একটি কমিটি ও শাহিন আহমদ জয়েদকে নিয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটির সদস্যরা হলেন- আবু বকর ফয়েজি সুমন, মুর্শেদ, লাভলু, সেলিম, শিমুল চৌধুরী। অর্থ পরিষদের সদস্যরা হলেন- আব্দুস ছাত্তার, এলাহি বখশ এনাম, আব্দুল আহাদ বাবর ও টিপু আহমেদ। এছাড়া সুমন আহমেদকে প্রধান করে একটি প্রচার কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- জুবেদুর রশিদ ও সেলিম খান।

এদিকে সম্মেলনকে সামনে রেখে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেট সদর উত্তরের বাসিন্দাদের আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সদস্যপদ গ্রহনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে শাহিন আহমদ জয়েদ (০৭৯ ৩০৪৮ ৯১৮৭), পারিছ আহমদ(০৭৯ ৫৬১৫ ৪৪৮৯) ও সুমন আহমদের (০৭৯ ৫৭৯৪ ৮৪৪৬) সাথে যোগাযোগ করা যাবে। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রোহিঙ্গা জেনোসাইড নিয়ে পূর্ব লন্ডনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

'রোহিঙ্গা জার্নালের' উদ্যোগে ও 'লোনলি অরফানস চ্যারিটি'র সহায়তায় 'রোহিঙ্গা জেনোসাইডের' ওপর এক আলোচনা সভা গত ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ। তিনি বলেন, আরাকানের মুসলিমরা অত্যন্ত ধার্মিক। মহিলারা মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এলেও তাঁরা তাদের পর্দা রক্ষা করে চলেছেন যা অভাবনীয়। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের এই সংকটে বাংলাদেশের সেকুলার গোষ্ঠী আজ নীরবতা পালন করছে। কারণ আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমরা ধার্মিক মুসলিম।

সভায় বিশিষ্ট গবেষক ও ঐতিহাসিক ড. ফিরোজ মাহবুব কামাল বলেন, সমস্যা সমাধানের পথে প্রকৃত বাঁধা কী সেটা নির্ণয় করতে হবে। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ড. কামরুল হাসান আরাকান ও রোহিঙ্গাদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া বিশিষ্ট আইনজীবী লিয়াকত সরকার জেনোসাইডের স্তর নিয়ে আলোচনা করেন। মাওলানা আব্দুল হাই খান রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধানে তার দেওয়া সাত দফা কর্মপন্থা উপস্থাপন করেন।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, দারুল আরকাম ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুল মুনিম হামজা, ড. শাহাদাত হোসাইন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, ল্যান্সবারী এস্টেট মসজিদের ইমাম মাওলানা নুফায়েস আহমদ বরকতপুরী, ফরেস্ট গেইট মসজিদের ইমাম মাওলানা মাহফুজ আহমদ, কাউন্সিলর শাহ আলম ও গবেষক মোশতাক আহমদ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসের সভাপতি হাফিজ মাওলানা শামসুল হক, বাংলাদেশি মুসলিমস ইউকের সদস্য মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, লন্ডন দারুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ মাওলানা সালমান আহমদ, তরুণ আইনজীবী ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য তাওহিদুল ইসলাম, আল হামরা রেস্টুরেন্টের কর্ণধার শাওন আহমদ, সমাজসেবী সুলেমান আলী পীর, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বুলবুল আহমদ ও আমিনুর রশীদ, ফখরুল ইসলাম, মিলাদ মিয়া, আসাদ আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA

Travels ● Cargo ● Money Transfer ● Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES

- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES

- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Instant Cash Service
ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক

বারাকাহ সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
রাত ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস

SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM
*T&C Apply

barakah Whitechapel
131 Whitechapel Road
London E1 1DT, 020 7247 2119
(Oposite East London Masjid)

barakah Manor Park
425 High St North Manor Park
London E12 6TL, 020 8552 6067
(Oposite Baitur Rahman Masjid)

প্রতি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Taka Rate Line : 020 7247 0800

দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়ালফেয়ার ট্রাস্ট'র নির্বাচনে কালাম-জুনা-তহুর পরিষদ নির্বাচিত

দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়ালফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র আসন্ন দ্বিবার্ষিক নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সভাপতি প্রার্থী মুহাম্মদ আবুল কালাম (ঘর প্রতীক) ও চান্দ আলীর (গোলাপ ফুল প্রতীক) মধ্যে ট্রাস্টি মইজুল ইসলাম শাহজাহান, মুহিবুর রহমান লাভলু, সাইদুল আলম চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেনের মধ্যস্থতায় এক সমোঝতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০ সেপ্টেম্বর ব্রিকলেনের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে ট্রাস্টের বর্তমান সভাপতি মুহাম্মদ মফিদুল গনি মাহতাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংগঠনের সার্বিক কল্যাণ, ঐক্য ও সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে গোলাপ ফুল প্যানেলের একমাত্র প্রার্থী চান্দ আলী নির্বাচন থেকে সরে গিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর সভাপতি প্রার্থী মুহাম্মদ আবুল কালামকে সমর্থন করেন। এ সময় তিনি নির্বাচন কমিশন বরাবর নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর লিখিত বক্তব্য হস্তান্তর করেন।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান কবির উদ্দিন, সচিব সদরুজ্জামান খান, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিনের উপস্থিতিতে বৈঠকে কামাল-জুনা-তহুর পরিষদের বিপক্ষে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় কামাল-জুনা-তহুর পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হিসেবে ঘোষণা করেন।

এ সময় আসন্ন বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বৈঠকে উপস্থিত হলে তারাও নব-নির্বাচিত কমিটিকে স্বাগত জানান।

বৈঠকে বক্তব্য রাখেন আব্দুল আজিজ, অধ্যাপক মসুদ আহমেদ, গোলাম কিবরিয়া, নুর আলী, বদরুল ইসলাম, রবিন পাল, মিজানুর রহমান মীরু, তোফায়েল আহমেদ তোফা, রহুল আমিন দুলন, মসিউর রহমান মসনু, আবুল ফয়েজ, আনছার উদ্দিন, আনহার মিয়া, এম মানিক খান, বাহা উদ্দিন, শেখ নূরুল ইসলাম জিতু, ছহুল মুবিন, শেখ আবুল কালাম, আমরান আহমেদ, মোতাহির আলী, তাজির উদ্দিন মান্নান, আব্দুল জব্বার আহাদ, আছাব আলী, মোজাহিদ মিয়া প্রমুখ। বৈঠকে বক্তরা চান্দ আলীর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন এবং মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শেষে ভোজ সভার মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রোহিঙ্গা হত্যার প্রতিবাদে জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজিওনের প্রতিবাদ সভা

বার্মায় রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যার প্রতিবাদে গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল সাউথ ইস্ট রিজিওনের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৪ সেপ্টেম্বর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাউথ ইস্ট রিজিওনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করীম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন সংগঠনের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক কামরুল হাসান চৌধুরী।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কো-অর্ডিনেটর সাবেক কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এসএম আলাউদ্দিন আহম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় জয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারি এমএ আজিজ, সহ সভাপতি মৌলানা রফিক আহম্মদ রফিক, এমএ গফুর, সামসুল হোসেন, মামুনুর রশিদ, কোষাধ্যক্ষ সূফি সোহেল আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মালিক কুটি, মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার আশরাফুল আলম চৌধুরী, সহ কোষাধ্যক্ষ সম্পাদক আবুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ জিল্লুল হক, ইমিগ্রেশন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহমুদুল হক, প্রচার সম্পাদক আলাউর রহমান অলি, যুব সম্পাদক আজম আলী, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি আখলাকুর রহমান, সদস্য দেলওয়ার হোসেন, জগম্বর আলী প্রমুখ।

সভায় রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়। সেইসাথে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পাবলিক সেক্টরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী জানালেন মেয়র জন বিগস

পাবলিক সেক্টরে চাকরিজীবীদের ন্যায়সঙ্গত বেতনবৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগস।

সম্প্রতি কাউন্সিল অধিবেশনে পাবলিক সেক্টরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে স্থানীয় লেবার পার্টি উত্থাপিত মোশন পাশের পর মেয়র জন বিগস একথা বলেন।

মেয়র তার প্রতিক্রিয়ায় আরো বলেন স্কুল, হাসপাতালসহ বিভিন্ন পাবলিক সেক্টরের কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। মূল্যস্ফীতির তুলনায় তাদের বেতন পিছিয়ে পড়ায় তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের সাথে ক্রমাগত লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে চাকুরীদাতারা তাদের স্টাফ ধরে রাখতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিয়োগ দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

মেয়র বলেন, আমি বিশ্বাস করি পাবলিক সেক্টরের কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত বেতন বৃদ্ধির জন্য সরকারের উচ্চি ফান্ডের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন বাজেট কাটের কারনে বিপর্যস্থ কাউন্সিলের উপর তা চাপিয়ে দেয়া উচ্চি নয়।

উল্লেখ্য, ২০১০ সাল থেকে পাবলিক সেক্টরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি বন্ধ এবং ১% বেতন ক্যাপ করা রয়েছে। এর ফলে প্রকৃত অর্থে বেসিক বেতন ২১% কমেছে যা সাধারন মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার উপর প্রভাব ফেলছে।

কাউন্সিল অধিবেশনে পাশকৃত মোশনটিতে স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ যথাক্রমে ইউনিসন, জিএমবি এবং ইউনাইট সমর্থন প্রদান করে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ

TAJ ACCOUNTANTS

HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs

Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843

Our Popular Services

- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS

Mr. Abul Hyat Nurujjaman

E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk

We are registered licence holder in public practice

শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ব্রিকলেন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিলে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য সফররত প্রাণীসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীরপ্রতীক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী, দক্ষ ও সাহসী নেতৃত্বের গুণে দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। সমগ্র জাতি আজ জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে গর্বিত। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আজ বিশ্ব নন্দিত।

সভাপতির বক্তব্যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করে বলেন, মিয়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে শেখ হাসিনা নিজেকে অনন্য এবং মানবতার নেত্রী হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

মিলাদ মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শামসুদ্দিন আহমদ মাস্টার, হরমুজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক নঈম উদ্দীন রিয়াজ, মারুফ আহমদ চৌধুরী, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ মিয়া, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমদ, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক আসম মিসবাহ, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক সারব আলী, ইমিগ্রেশন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট এমএ করিম, লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল হক লালা মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক শায়েক আহমদ, লন্ডন আওয়ামী লীগ নেতা আশিকুল ইসলাম আশিক, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ খান, যুগ্ম সম্পাদক জামাল খান, যুক্তরাজ্য সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সায়েদ আহমদ সাদ, সহ সভাপতি আহবাব মিয়া, শ্রমিকলীগের আহ্বায়ক শামীম আহমদ, সদস্য সচিব এম ইকবাল হোসাইন, যুক্তরাজ্য কৃষকলীগের সভাপতি সৈয়দ তারেক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক এমএ আলী, তাঁতীলীগের সভাপতি এমএ সালাম, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সজীব ভূইয়া, সহ সভাপতি সারওয়ার কবির, যুগ্ম সম্পাদক শাহ ফয়েজ, প্রচার সম্পাদক আবুল ফয়েজ, আওয়ামী লীগ নেতা মজুমদার মিয়া, গোলাব আলী প্রমূখ।

মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। উল্লেখ্য, লাখ লাখ দুর্গত মানুষ বাংলাদেশ আসার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মদিনে কেক কেটে উৎসব না করতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পাত্রি আবশ্যক

বয়স ২৮। উচ্চতা ৬ ফুট। বৃটিশ-বাংলাদেশী মুসলিম পাত্রের জন্য পাত্রি আবশ্যক। পাত্রি বাংলাদেশী স্টুডেন্ট অথবা ভিজিটর হলেও চলবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: M.R. Chowdhury 07852 520 993

(WD:34-37)

KHATEEB & IMAAM VACANCY

Address: East End Islamic Centre, 98/104 Plashet Road Upton Park London E13 0RQ

The Position: Khateeb & Imaam

The Role: The successful candidate must be:

A Qualified Islamic Scholar (i.e. an 'Aalim & Hafizdh ul Quraan with excellent tajweed skills from a recognised traditional Islamic institute).

Able to converse fluently in English and Arabic Languages, with good social, management and communication skills.

Hard working, enthusiastic and use own initiative.

Able to work closely with the Masjid management and the local Muslim and non-Muslim community

Main Duties:

Sharing the leading of daily five times prayers

Sharing the Leading of Friday prayers and Arabic Khutbah, including the delivering of apurposeful, invigorating talk before hand to the diverse Muslim community.

Teaching at the evening Madrasah\Weekend Madrasah and providing a weekly lesson of choice for adults.

Sharing the Leading of Eid Sermons, Friday Khutbahs, Janazah, and Nikkah ceremonies.

Sharing the Leading of Taraweeh prayers in Ramadhaan if Hafidh ul Quraan

Delivering Regular lectures, youth programmes, women's programmes and counseling.

Liaising with statutory and non statutory bodies for the betterment of the Muslim and non Muslim community

Any other duties assigned to the employee reasonably by the management or by mutual agreement.

Salary – dependent on qualifications and level of experience

Only UK citizens will be considered.

For more information please contact: 07852 961439/ 07956 236644

Please email your CV to

eeislamiccentre@gmail.com

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
Secretary
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)
Chairman
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996, 07931 750 250
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893

■ Extension ■ Plumbing ■ Tiling
■ Loft Conversions ■ Kitchen Fittings
■ Major Redecorating
■ Restaurant Decorating

(12-cot.

পাত্রি আবশ্যক

বয়স ৩৫। উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। লন্ডনে রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্টে কর্মরত বৃটিশ পাত্রের জন্য পাত্রি আবশ্যক। পাত্রি বৃটিশ অথবা বাংলাদেশ থেকে আগত স্টুডেন্ট কিংবা ভিজিটর হলেও চলবে। তবে ভালো পরিবারের ধার্মিক ও সুশিক্ষিত হতে হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা পাত্রের অভিভাবকের সাথে নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

Contact: 07763 464 271 WD: 32-33

হবিগঞ্জ ইয়ুথ এসোসিয়েশন ইউকে'র নতুন কমিটি গঠিত

নিয়াজ মাহমুদ লিংকন সভাপতি, জাহাঙ্গীর আলম সাধারণ সম্পাদক

হবিগঞ্জ ইয়ুথ এসোসিয়েশন ইউকে'র নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ২ অক্টোবর সোমবার বিকেলে ইস্ট লন্ডনের ১১৯ নিউ রোডের একটি রেস্টুরেন্টে উপস্থিত আহ্বায়ক কমিটির সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে হবিগঞ্জ জেলা ফুটবল দলের সাবেক কৃতী খেলোয়াড় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্র চৌধুরী নিয়াজ মাহমুদ লিংকনকে সভাপতি ও সাবেক ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- শেখ আইয়ুব আলী সোহেল কোষাধ্যক্ষ, শামসুজ্জামান চৌধুরী ফয়সল, শাহ রাসেল ও আবীর আহমেদ চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক, ইনাম আহমেদ খান সজীব প্রচার সম্পাদক।

নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি চৌধুরী নিয়াজ মাহমুদ লিংকন ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম জানান, শীঘ্রই হবিগঞ্জ ইয়ুথ এসোসিয়েশন ইউকে'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রোহিঙ্গা সাপোর্ট গ্রুপ ইউকে'র ফান্ডরাইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত

মিয়ানমারের নির্যাতিত অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে 'রোহিঙ্গা সাপোর্ট গ্রুপ ইউকে'র উদ্যোগে গত ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এক ফান্ডরাইজিং ডিনারের আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও এলবি২৪ টিভির উপস্থাপক আলাউর রহমান খান শাহীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারি আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিসি চেম্বারস এন্ড কমার্স এর সাবেক সভাপতি শাহগির বখত ফারুক, ফান্ডরাইজ কমিটির কনভেনার সাংবাদিক ও কলামিস্ট সিদ্দিকুর রহমান নির্ঝর, কাউন্সিলার আয়শা চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সদস্য পলি রহমান, কবি হাফসা ইসলাম প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডনবিডিনিউজের স্পেশাল রিপোর্টার কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, কমিউনিটি নেতা শফিকুর রহমান, এলবি২৪ টিভির কর্ণধার শাহ ইউসুফ, হিউম্যান ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রতিনিধি খয়রুল শহীদ, বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরামের সভাপতি আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ, বিবিএসডি'র কনভেনার কাজী বাবর আহমদ, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, আজিজ হোসেইন অপু, রেডব্রিজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান লিটন, জালালাবাদ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি আশিকুর রহমান, স্কিল একাডেমির পরিচালক মাহবুব রহমান সজল, মহিব চৌধুরী প্রমূখ।

সংগৃহীত অর্থ চ্যারিটি সংস্থা হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় দেশে পাঠানো হবে এবং দুর্গত, অসহায় মানুষদের মধ্যে বণ্টন করা হবে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরাম, এলবি২৪টিভি, ভয়েস ফর জাস্টিস, বিবিএমডিএ, হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশন, রেডব্রিজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন ইউকে, কাভার ইনস্যুরেন্স ও স্কিল একাডেমিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। শেষে মিয়ানমার ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, নিরাপত্তা, ঐক্য ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন কে, এম আবু তাহের চৌধুরী।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তজম্মুল আলী স্যার স্মরণে মিলাদ মাহফিল ১০ অক্টোবর

বিশ্বনাথ উপজেলা সদরস্থ শত বছরের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ রামসুন্দর অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মরহুম তজম্মুল আলী হেড স্যার স্মরণে বিশ্বনাথ সদর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল আগামী ১০ অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেইন জামে মসজিদে বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত হবে।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে সংগঠনের সকল ট্রাস্টি, রামসুন্দর স্কুলের সাবেক ছাত্রছাত্রীসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকার আহবান জানানো হয়েছে। এদিকে মিলাদ পরবর্তীতে স্থানীয় মসলা রেস্টুরেন্টে সংগঠনের ট্রাস্টিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সবাইকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, সাধারণ সম্পাদক গোলজার আহমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আইনজীবী ফোরাম ইউকে'র উদ্যোগে 'মানবাধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ইউকে'র উদ্যোগে 'মানবাধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের মক্কা গ্রিল রেস্টুরেন্টে আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দী লিটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব ও বিএনপির প্রথম যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন। তিনি সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, দেশব্যাপী অনিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাস, অপরিপক্ষ ও অকার্যকর সংসদ, প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা, বেপরোয়া লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিকভাবে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে বাংলাদেশ সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মামুনুন মোর্শেদ, মুজিবুর রহমান মুজিব, ব্যারিস্টার আনোয়ার হোসাইন, ব্যারিস্টার আবু ইলিয়াস, ব্যারিস্টার তমিজ উদ্দিন, ব্যারিস্টার সোহরাব হোসেন, সলিসিটর একরামুল হক মজুমদার, ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান টিপু, এডভোকেট আবুল হাসনাত, এডভোকেট নাসের খান অপু, ব্যারিস্টার আল মামুন, এডভোকেট আবুল বাশার, এডভোকেট তানজির আল ওয়াহাব, এডভোকেট মাহবুবুল আলম তুহা, ব্যারিস্টার আশরাফ আরেফিন, ব্যারিস্টার সলিসিটর মুনসাত হাবিব চৌধুরী, এডভোকেট কামরুল হাসান, এডভোকেট মাহমুদুল্লা পিন্টু, এডভোকেট সুফিয়া পারভীন, কুমকুম আক্তার, ব্যারিস্টার জালাল উদ্দীন, এডভোকেট আবুল বাশার, সাহিদুর রহমান, ইফতেকার হাসানুজ্জাম রনি, ব্যারিস্টার মিজান, শাহ সামাদ আহমেদ, মাওলানা শামীম আহমেদ প্রমূখ।

আলোচনা সভায় আইনজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের হত্যা, গুম ও তাদের উপর হামলা-মামলার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

দারুল হাদিস লাতিফিয়ার টাইটেল জামাতের সবক প্রদান অনুষ্ঠিত

পূর্ব লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দারুল হাদিস লাতিফিয়ার টাইটেল জামাতের ১৩তম ব্যাচ'র সবক প্রদান অনুষ্ঠান গত ৩ সেপ্টেম্বর দারুল হাদিস লাতিফিয়ার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান চৌধুরীর পরিচালনায় সবক প্রদান অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা আনহার আহমাদ।

অনুষ্ঠানে সবক প্রদান করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল হাদিস আল্লামা হবিবুর রহমান। তিনি হাদিস পাঠের গুরুত্ব, ইতিহাস ও বাস্তব জীবনের ভূমিকা বিষয়ে সবক প্রদান করেন। এছাড়া সহিহ শুদ্ধ নিয়ত ও মানুষের প্রতি দয়াশীল হওয়ার জন্য তিনি সবাইকে আহ্বান জানান।

সবক প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র প্রেসিডেন্ট শায়খুল হাদিস আল্লামা আব্দুল জলিল, মাদ্রাসার প্রধান মুফতি মাওলানা মুফতি ইলিয়াছ হোসাইন, মুহাদ্দিস মাওলানা শিহাব উদ্দিন, মুহাদ্দিস মাওলানা নজরুল ইসলাম, মুহাদ্দিস মাওলানা আশরাফুর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল কাহহার, সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল, শিক্ষক মাওলানা মুশাররাফ হোসাইন, মাওলানা মারুফ আহমাদ, গভর্নিং বডির সদস্য মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, মাওলানা কয়েসুজ্জামান, পপলার সেন্ট্রাল মসজিদের খতিব হাফিজ আব্দুস শহিদ প্রমূখ।

উল্লেখ্য, দারুল হাদিস লাতিফিয়ায় সেকেন্ডারি স্কুল ও কলেজের পাশাপাশি চার বছরের দারসে নিজামি কোর্স চালু আছে। প্রতি বছর ছাত্ররা এখান থেকে কোর্স শেষ করে একেক জন যোগ্য আলেম হিসেবে বের হচ্ছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের রক্ষায় বৃটেন সম্ভাব্য সব কিছু করবে

মাধ্যমে এ সঙ্কটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বৃটেন।

বৃটেনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল বলেছেন, মিয়ানমারে ভয়াবহ সহিংসতার কারণে যেভাবে ৫ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা দেশ ছেড়েছেন তাতে আমি হতভম্ব। যারা এভাবে পালিয়ে এসেছেন তারা সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে আসতে পারেননি। নিরাপত্তার জন্য তারা ভয়াবহ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। এর ফলে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছেন। অনেকে হারিয়েছেন প্রিয়জনকে। যারা এখনও রাখাইনে অবস্থান করছেন তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিতে না দেয়ার অর্থ হলো তাদেরকে জীবন-মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া। বিরত থাকা জন্য আহ্বান জানানোর পরও অভিযুক্ত সেনারা থামছেনা এটা অসহনীয়। শরণার্থীদের নিরাপদে ফেরা নিশ্চিত করার দাবির প্রতিও তারা সাড়া দিচ্ছে না। এই সঙ্কটে এই সময়ে এই ভয়াবহ ট্রাজেডির শিকার মানুষগুলোকে রক্ষা করতে আন্তর্জাতিকভাবে পদক্ষেপ নিতে এবং সম্ভাব্য সব সহযোগিতা করতে সবটুকুই করবে বৃটেন। জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটির আবেদনে জনগণ পাউন্ডের পর পাউন্ড জমা দেবেন এবং সেই অর্থ আমরা বৃটিশ মানুষের সহায়তা দ্বিগুন করবো। আমরা সহায়তা করবো বাংলাদেশে ও মিয়ানমারে রয়ে যাওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষকে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বৃটিশ জনগণের ট্যাক্সের অর্থ থেকে এই মধ্যে এসব মানুষকে সহায়তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা হয়েছে। কক্সবাজারে জীবন রক্ষাকারী ত্রাণ বিতরণ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। এই সপ্তাহজুড়ে শরণার্থীদের মাঝে ১০ হাজার তাঁবু, ১০৫০০ ম্যাট ও ২০ হাজার কম্বল বিতরণ করবে বৃটিশ সরকারের অংশীদার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)। এরই মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে ২৬৩৫৫ জন মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬৫০০০ মানুষকে খাদ্য ও ৫০ হাজার মানুষকে এরই মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়েছে। যৌন সহিংসতা, পাচার ও অন্যান্য যেসব বিপদের মুখে রয়েছে শিশুরা এমন ৭৫০০ শিশুকে সেবা দেয়া হচ্ছে। ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বৃটিশ জনগণের দান করা প্রতি ৫ পাউন্ড দিয়ে একটি রোহিঙ্গা পরিবারের জন্য এক সপ্তাহের জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা যাবে। ১০০ পাউন্ডে দু'টি পরিবারের জন্য এক মাসের খাদ্য নিশ্চিত করা যাবে। প্রতি ৩০ পাউন্ডে একটি পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। এতে আরো বলা হয়, এসব সহায়তায় বৃটেনের জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ১৩টি দাতব্য সংস্থাকে একত্রিত করেছে। তারা হলো একশন এইড, এইজ ইন্টারন্যাশনাল, বৃটিশ রেড ক্রস, ক্যাফোড, কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, ক্রিশ্চিয়ান এইড, কনসার্ন ওয়ালর্ডওয়াইড, ইসলামিক রিলিফ ওয়ালর্ডওয়াইড, অক্সফাম, প্লান ইন্টারন্যাশনাল ইউকে, সেভ দ্য চিলড্রেন, টিয়ারফান্ড অ্যান্ড ওয়ালর্ড ওয়াইড, ভিশন। এসব সংস্থা দুর্ভোগে পড়া এসব রোহিঙ্গাকে সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে।

ওল্ডহ্যামে মুসলিম পরিবারের ঘরে শুকরের মাথা নিক্ষেপ

পরিবারের বিরুদ্ধে ঘৃনিত কাজ করা হয়েছে। যারা বহুদিন যাবত এসমাজে বসবাস করে আসছেন। তিনি বলেন, অপরাধীদের খুঁজে বের করতে সবরকম চেষ্টা করা হবে। তিনি কাউকে ভীত না হওয়ার আহবান জানান। এদিকে ঘটনার সময় বাড়ির মালিক আজম মাহমুদ এর স্ত্রী ও চার সন্তান ঘরে ছিলেন। যখন শুকরের মাথা নিক্ষেপ করা হয় তখন ছেলে হান্নাস ১৪, মেয়ে জায়না ১৬ লিভিং রুমে ছিলেন।

আজম মাহমুদ জানিয়েছেন, আমি জানিনা এটি বর্ণবাদী হামলা না ইসলাম বিদ্বেষী। আমার পরিবার এখনে প্রায় ২৯ বছর এবং আমরা বিগত ১১ বছর থেকে এই ঘরে বসবাস করছি। এর আগে এধরনের ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ তিন ঘন্টা পরে এলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। সকল অফিসার টোরি পার্টির কনফারেন্সে ছিলেন বলে তিনি জানান।

স্টক অন ট্রেন্টে অগ্নিকান্ড

আহতদের রয়েল স্টক হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। অগ্নিকান্ডের সময় ভবনের প্রথম তলা থেকে একজন লাফ দিয়ে পড়েন। ভবনের বাসিন্দাদের অস্থায়ী বাসস্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

স্টাফোর্ডশায়ার ফায়ার এন্ড রেসকিউ সার্ভিস জানিয়েছে সকল ফ্লাট তাল্লাশী করা হয়েছে এবং মালামাল বের করে আনা হয়েছে। কি কারণে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে।

যুবদল নেতা সোহালেহীন করিমসহ ৭ জনের কারাদণ্ড

তিনি আহ্বায়ক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ওই কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর যুক্তরাজ্য যুবদলের আর কোনো কমিটি হয়নি।

আসামিদের মধ্যে সোয়ালেহীন করিমসহ ৪জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। তাদের মধ্যে সোয়ালেহীন (৩৯) করিমকে ১ বছর এবং অন্য ৩ জনের মধ্যে শাহ হোসেন আলী (৪৫) ও মইনুল হোসেন (৪১)কে ৪ বছর করে এবং মনির হোসেন (২৫)কে ৮ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাকি তিন আসামির মধ্যে ডেভিড পেইজকে (৬০) ৭ বছর এবং একই বয়সী নেইল নিউব্যারিকে ৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পিটার (২৫) কোমাকে ১৫ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, এই চক্র ২০১৪ ও ২০১৫ সালে প্রতারণার মাধ্যমে মোট ৫ লাখ পাউন্ড (প্রায় ৫ কোটি টাকা) হাতিয়ে নেয়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, এ জালিয়াতচক্র পুলিশ পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে ফোন করে বলত- তাদের ব্যাংক একাউন্ট জালিয়াতরা টার্গেট করেছে। তাই তাদের ব্যাংকের সব অর্থ পুলিশ একাউন্টে ট্রান্সফার অথবা পুলিশ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নগদ হস্তান্তর করার জন্য।

ফোন পেয়ে আতঙ্কিত ভুক্তভোগীরা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুলিশে কল করতেন। জালিয়াত চক্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ পরিচয়ে কথা বলত। ভুক্তভোগীদের একজন এই চক্রের ফাঁদে পড়ে তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় ২ লাখ ৮৮ হাজার পাউন্ড খোয়ান। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে তারা মিথ্যা কথা বলে ব্লাকপুল, ডারহাম, ডরমেট ও ফেয়ারহামের বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে পাঁচ লাখ পাউন্ড হাতিয়ে নেয়।

সিপিএস'র আইনজীবী রবার্ট হাবিলসন বলেছেন, অপরাধীদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে এসব অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

২০১৯ সালের মার্চে ইইউ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যাবে যুক্তরাজ্য

সেটি একেবারে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রক্রিয়া শুধু প্রস্তাবিত সময়সীমার ক্ষেত্রে, যা আর্টিকেল ৫০-এর অধীনে একমত হওয়া সম্ভব। এই সময়সীমা কতদিন হবে তা নতুন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির জন্য প্রস্তুতি ও বাস্তায়নের ওপর নির্ভর করবে। এটি ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে। পুরো প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে দুই বছরের মতো সময় লাগতে পারে। থেরেসা মে ঘোষণা দেন, যুক্তরাজ্য ইইউ সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান জানাবে। অংশীদারিত্ব ও বন্ধুত্বের মনোভাব রাখবে।

ব্রেক্সিট আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যুক্তরাজ্যে থাকা ইইউ নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা। থেরেসা মে জানান, বিষয়টি ইউরোপিয়ান আদালতে রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট গণভোটের কথা তুলে ধরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানান, এর মধ্য দিয়ে জনগণ দেশের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ দাবি করেছে এবং কিভাবে গণতন্ত্র কাজ করে তার একটা নজির রেখেছে জনগণ।

এসিড হামলা প্রতিরোধে আসছে কঠোর আইন

জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে বেথনাল গ্রীন পুলিশ স্টেশনের খুব কাছে রোমান রোডে এসিড জাতীয় পদার্থে আরো দুই বাঙালি কিশোর গুরুতর আহত হন।

এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্থানীয় এক দোকানী বলেন, আমার দোকানে দুইজন বাঙালি কিশোর আসে ৭টার কিছুক্ষণ আগে। তারা এসে বলতে থাকে, আমরা এসিড আক্রান্ত হয়েছি, আমাদের শরীর পুড়ে যাচ্ছে, আমাদের পানি দাও। পরে তারা নিজেরাই শরীরে পানি ঢালতে থাকে। পরে আমি পুলিশ কল করলে ২০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, উভয় কিশোরের মুখ মারাত্মকভাবে ঝলসে গেছে। পুলিশ বলছে এসিড নয়, ব্লিজ জাতীয় কোনো পদার্থ হতে পারে। হামলাকারীদের ধরতে সহযোগিতা চেয়েছে পুলিশ।

এর আগে ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার নর্থ-ইস্ট লন্ডনে ৫ জনকে লক্ষ্য করে এসিড হামলা চালানো হয়। জুন মাসে পূর্ব লন্ডনের রাস্তায় গাড়ির জানালা দিয়ে এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বৃটিশ তরুণী রেশাম খান ও তার সহযাত্রী জামিল মুখতার। এপ্রিল মাসে শুধু ইস্ট লন্ডনে এসিড হামলায় অন্তত ২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে বিবিসি'র রিপোর্টে উলেখ করা হয়। বৃটেনের ন্যাশনাল পুলিশ চিফ কাউন্সিলের তথ্যে চলতি বছরে প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাজ্য এবং ওয়েলসে পৃথকভাবে ৪০০টি এসিড হামলার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব হামলায় অভিযুক্তদের অধিকাংশই তরুণ। তাদের বয়স ১৮ এর মধ্যে।

এসিডে বদলে গেছে মুসা মিয়ার চেহারা

এসিড হামলায় ২৩ বছর বয়সী মুসা মিয়ার চেহারা বদলে গেছে। গত মার্চে টাওয়ার হ্যামলেটসের ইস্ট ইন্ডিয়া ডকে মুসা মিয়ার উপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়। এসিড নিক্ষেপের সময় সঙ্গে তার এক বন্ধুও ছিলেন। এরপর প্রায় ৩ সপ্তাহের বেশি সময় তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। চ্যামসফোর্ড বার্ন ইউনিয়টে দুই দফা তাঁর স্কীনের অপারেশন করা হয়। প্রায় ১৫ শতাংশ ভিশন ক্ষমতা হারিয়েছে তার বাম চোখ।

মুসা মিয়া জানান, এসিডে তার মুখের বাম পাশ ঝলসে গিয়েছিল। তার চেহারা এমন হয়েছিল যে, তিনি নিজেকে নিজে দেখে ভয় পেতে পেতেন। এ জন্য হাসপাতালের রুমের সব গ্লাস কাপড় দিয়ে ডেকে রাখা হত, যাতে তিনি নিজের মুখে নিজে দেখতে না পারেন। এরপর প্রায় ৬ মাসের বেশি সময় তাকে ঘরে আটকে থাকতে হয়েছে।

মুসা মিয়ার উপর এসিড নিক্ষেপের অভিযোগে ২০ বছর বয়সী তরুণ এবং ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে অভিযুক্ত করেছে পুলিশ। তাদেরকে গত এপ্রিল মাসে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করা হয়। চলিত মাসে তাদেরকে স্নেয়ার্সব্রোক ক্রাউন কোর্টে হাজির করা হবে।

সরকারি হিসাবে, ২০১২ সালের পর থেকে ইংল্যান্ডে এসিড এবং এসিড জাতীয় হামলা দ্বিগুণ হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে এসিড হামলা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হিসাবে, ২০১৫ সালে লন্ডনে ২৬১টি এসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত বছর এটা বেড়ে ৪৫৮-তে দাঁড়িয়েছে।

নাটকীয় ছুটিতে প্রধান বিচারপতি

জানা গেছে, ছুটির ক্ষেত্রে অসুস্থতার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট খোলার ঠিক আগের দিন 'নজিরবিহীনভাবে' প্রধান বিচারপতি কেন দীর্ঘ ছুটিতে গেলেন তা নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট খোলার দিনে বিচারক ও আইনজীবীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের কথা ছিল প্রধান বিচারপতির। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি জয়নুল আবেদীন নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের বলেন, তারা শুনেছেন প্রধান বিচারপতি হঠাৎ করে ছুটির কথা জানিয়েছেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কোনো আমলেই আদালত খোলার প্রাক্কালে প্রধান বিচারপতির ছুটিতে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। অন্যদিকে, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, কোনো চাপে নয়, ব্যক্তিগত কারণে ছুটি নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। তবে প্রধান বিচারপতি কেন ছুটিতে গেলেন সে কারণ জানা নেই বলে মন্তব্য করেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

ওদিকে, সোমবার বিকাল থেকেই রাজধানীর হেয়ার রোডের প্রধান বিচারপতির বাসভবন ঘিরে ছিলো উৎসুক মানুষের ভিড়। মিডিয়াকর্মী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাদা পোশাকের সদস্যদের তৎপরতা ছিল বেশ। এক পর্যায়ে সাদা রঙের একটি গাড়িতে এসে হাজির হন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি জয়নুল আবেদিন ও সম্পাদক মাহবুব উদ্দিন খোকন। উদ্দেশ্য প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ। তবে নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াই ফিরে যান তারা। এসময় জয়নুল আবেদীন বলেন, দীর্ঘদিন পর সুপ্রিম কোর্ট খুলছে আগামীকাল মঙ্গলবার। কিন্তু হঠাৎ করে প্রধান বিচারপতি ছুটিতে চলে যাচ্ছেন। জাতি আজ উদ্বিগ্ন। দীর্ঘদিন ছুটি কাটিয়ে আবার কেন ছুটিতে।

চাপ দিয়ে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে 'প্রচণ্ড চাপ' প্রয়োগ করে একমাসের ছুটিতে যেতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন। তিনি জানান, প্রধান বিচারপতির এই ছুটির রহস্য জানা এবং তা জাতির সামনে প্রকাশের চেষ্টা করবে আইনজীবী সমিতি। মঙ্গলবার সকালে সুপ্রিম কোর্ট বার ভবনের তৃতীয় তলায় কনফারেন্স কক্ষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরি সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জয়নুল আবেদীন।

তিনি বলেন, আইনজীবী সমিতি মনে করে, তিনি (প্রধান বিচারপতি) যাতে একমাসের জন্য ছুটিতে চলে যান সেজন্য তার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতি জানে, সারা পৃথিবীর মানুষ জানে, একটি জাজমেন্টের পরে তাকে একটি রাজনৈতিক দল, সরকার বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করছিল। আমরা মনে করি, সেই চাপের অংশ হিসেবেই সোমবার তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

আদালতে ফিরিয়ে দিতে আইনজীবীদের বিক্ষোভ

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সুস্থ না অসুস্থ তার সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না তাকে জনসম্মুখে হাজির এবং আদালতে ফিরিয়ে দেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করছে সুপ্রিম কোর্টের সাধারণ আইনজীবীরা। বুধবার বেলা সোয়া ১টা থেকে আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতির কক্ষের সামনে প্রথমে প্রতিবাদ সভা করে। এরপর বার ভবনে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী আবেদ রাজার সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা শেষে আইনজীবী নেতা অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া, গাজী কামরুল ইসলাম সজল, গোলাম মোঃ চৌধুরী আলাল, শরীফ ইউ আহমেদসহ শতাধিক আইনজীবী বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন।

প্রতিবাদ সভায় সানাউল্লাহ মিয়া বলেন, আইনমন্ত্রী বলেছেন প্রধান বিচারপতি ক্যান্সারে আক্রান্ত। জনগণ যানতে চায় তিনি সুস্থ না অসুস্থ। তাকে জনসম্মুখে হাজির করা হোক।

আবেদ রাজা বলেন, এই প্রতিষ্ঠান (সুপ্রিম কোর্ট) নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের জনগণ উৎখাত করবে।

উল্লেখ্য, সোমবার প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা এক মাসের ছুটিতে যান। তার অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি আবদুল ওয়াহহাব মিঞাকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

গৃহবন্দি করার অভিযোগ মিথ্যা- মাহবুব

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে- বিএনপিপন্থি আইনজীবীদের এমন অভিযোগ সত্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, প্রধান বিচারপতির ছুটির ইস্যুতে একটি দল ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে।

মঙ্গলবার দুপুরে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা। তিনি বলেন, উনি (সুরেন্দ্র কুমার সিনহা) কী কারণ দেখিয়ে ছুটিতে গেছেন তা আইনমন্ত্রী বলেছেন। আর আমরা জানি, উনি ক্যান্সারের রোগী। আগেও উনার ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট হয়েছে। কাজেই এটা সম্পূর্ণ উনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারপরও একটি রাজনৈতিক দল এ নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। বিএনপির অভিযোগের বিষয়ে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এগুলোর কোনো সারবত্তা নেই, কোনো রকম বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। এগুলো গোচরে আনারই প্রয়োজন পড়ে না।

ছুটির আবেদনে যা বলা হয়েছে

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা এক মাসের ছুটি চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার আবেদনটি সংবাদ মাধ্যমের জন্য প্রকাশ করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

আজ সচিবালয়ে ব্রিফিংকালে আইনমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে লেখা প্রধান বিচারপতির ওই চিঠিটি প্রথমে পড়ে শোনান। পরে টিভি ক্যামেরার সামনে ওই চিঠি তিনি তুলে ধরেন এবং চিঠির ছবি তোলার অনুমতি দেন।

পরে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব আবু সালেহ শেখ মো. জহিরুল হকের হাত থেকে সাংবাদিকরা প্রধান বিচারপতির ছুটির আবেদনের ছবি তুলে নেন।

প্রধান বিচারপতির স্বাক্ষরে রাষ্ট্রপতি বরাবরে লেখা ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে এর আগে তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং গত বেশ কিছুদিন ধরেও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। বিশ্রামের জন্য ৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত ৩০ দিন তিনি ছুটি কাটাতে চান বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

নিজ দলেই চ্যালেঞ্জের মুখে মেয়র আরিফ

সিলেট, ৪ অক্টোবর : আগামী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে নিজ দলেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছেন সিলেটের বিএনপি দলীয় মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। প্রায় দুই মাস লন্ডন সফর শেষে সিলেটে ফিরেই আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র পদে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম। গত শনিবার রাতে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে মেয়র পদে এই প্রার্থিতা ঘোষণা করেন তিনি। এক এক করে সিলেট বিএনপির আরো কয়েকজন সিনিয়র নেতা প্রার্থিতা ঘোষণা করে ভোটযুদ্ধে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফলে গেলো সিটি নির্বাচনের মতো এবারও নিজ দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে আরিফুল হক চৌধুরীকে। যদিও মেয়র আরিফ বলয়ের নেতারা মনে করছেন- দলীয় চ্যালেঞ্জে খুব সহজে উতরে যাবেন আরিফুল। কারণ- বর্তমান মেয়রকে বসিয়ে নতুন কাউকে প্রার্থী দেবে না বিএনপি। এজন্য মেয়র আরিফের আত্মবিশ্বাসও এবার আরো বেশি। মেয়র পদে বিএনপির প্রার্থীর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। মেয়র আরিফ সহ এবার বিএনপি দলীয় ৬ প্রার্থীই নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন। তারা নিজেদের পক্ষে মাঠ গোছানোর কাজ চালাচ্ছেন। এর মধ্যে বেশ এগিয়ে আছেন মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন। তিনি গেলো বারও প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু দলীয় হাইকমান্ড আরিফুল হক চৌধুরীকে মনোনয়ন দেয়। পরে দলের সিদ্ধান্ত মেনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী সবাই আরিফুল হক চৌধুরীর পক্ষে মাঠে কাজ করে বিজয় সুনিশ্চিত করেন। সেক্ষেত্রে বিএনপির সিনিয়র নেতা হিসেবেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন

নাসিম হোসাইন। এবার নাসিম হোসাইন মহানগর বিএনপির সভাপতি হওয়ায় তৃণমূল বিএনপিতে তার রয়েছে আলাদা 'ইমেজ'। দলের সব শ্রেণির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তার রয়েছে নিয়মিত যোগাযোগ। সম্প্রতি বিএনপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচির অংশ হিসেবে গোটা নগরী চষে বেড়াচ্ছেন নাসিম হোসাইন। নাসিম হোসাইনও জানিয়েছেন- সিলেট বিএনপি এখন অনেক শক্তিশালী। তৃণমূলের চাহিদা বিবেচনা করেই তিনি এবার দলীয় ফোরামে প্রার্থিতা চাইবেন। অর্ধশতাধিক মামলা মাথায় নিয়ে লন্ডনে ফেরারি রয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক ও সিলেটের সভাপতি অ্যাডভোকেট সামসুজ্জামান জামান। জামান সিলেট বিএনপিতে তার আলাদা বলয় তৈরী করে 'ইমেজ' ধরে রেখেছেন। গত সিটি নির্বাচনে জামানও দলীয় ফোরামে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মনোনয়ন পাননি। এবার মেয়র হিসেবে আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে জামান বলয়ের সখ্য নেই আবার বিরোধও তেমন নেই। তবে- জামান এবার মেয়র পদে দলের কাছে প্রার্থিতা চাইবেন। ইতিমধ্যে জামানকে নিয়ে তার বলয়ের নেতারাও ছক সাজাতে শুরু করেছেন। তারা বলেন- বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেই জামান হুলিয়া মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে আসবেন। প্রয়োজনে কারাবন্দি থেকেও তিনি নির্বাচন করবেন। তবে- সব কিছু নির্ভর করবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর। এছাড়া প্রার্থী হতে চাইছেন সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম জালালী পংকি। গেলো সিটি নির্বাচনেও তিনি বিএনপির সমর্থন চেয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি থেকে তিনি সমর্থন না পাওয়ায় নির্বাচনে প্রার্থী হননি। গেলো সিটি নির্বাচনের পর থেকে আব্দুল কাইয়ুম জালালী পংকি প্রার্থী হওয়ার জন্য জোর লবিং চালাচ্ছেন। আর মহানগর বিএনপির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম শনিবার প্রার্থিতা ঘোষণা করলেন। এদিকে- মেয়র পদে এবার বিএনপির কাছে জোরেশোরে প্রার্থিতা দাবি করবেন সিলেট সিটি করপোরেশনের প্যানেল মেয়র-১ ও মহানগর বিএনপির সহ-সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী। কয়েস লোদী নির্বাচিত প্যানেল মেয়র হলেও বিএনপি দলীয় মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী তাকে দায়িত্ব পালন করতে দেননি। এ কারণে গত চার বছর ধরে আরিফের সঙ্গে তার বিরোধ অনেকটা প্রকাশ্য। একাধিকবারের কাউন্সিলর হিসেবে কয়েস লোদী দলীয় হাইকমান্ডের কাছে এবার মেয়র পদে লড়াই করার জন্য অনুমতি চাইবেন বলে জানান তার ঘনিষ্ঠজন। ইতিমধ্যে বিএনপির অভ্যন্তরেও তিনি এ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।

হবিগঞ্জে হত্যা মামলায় ৪ জনের ফাঁসি

সিলেট, ৪ অক্টোবর : আজমিরীগঞ্জে আলোচিত গৌরব চৌধুরী হত্যা মামলায় ৪ আসামিকে ফাঁসির আদেশ ও ৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেছেন আদালত। রায়ে আরো ২ জনকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ৩ জনকে ১ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২৪ আসামিকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মাফরোজা পারভীন এই রায় ঘোষণা করেন। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০০১ সালের ১০ই নভেম্বর মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে আসামিরা একই গ্রামের কৃষক গৌরব চৌধুরীকে পিটিয়ে হত্যা করে। ঘটনার পরদিন নিহত গৌরব চৌধুরীর বড় ভাই গৌরাঙ্গ চৌধুরী বাদী হয়ে ৩৩ জনের বিরুদ্ধে আজমিরীগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত করে ২০০২ সালের ২১শে এপ্রিল আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। আদালত ২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে গতকাল আসামীদের উপস্থিতিতে ৪ জনের ফাঁসি এবং ৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেন। ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- জিলুয়া (বৈঠাখালী) গ্রামের দিলীপ দাস, গৌর মোহন দাস, সমীর দাস ও তপু দাস।

সিলেটে ১২২৩ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

সিলেট, ৩ অক্টোবর : র‍্যাব'র একটি দল সিলেটের বিশ্বনাথে ১,২২৩ পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী রহমত আলী (৩২)কে আটক করেছে। শনিবার রাতে উপজেলার বাইপাস রোডের আবদুল হাসিম মোড়স্থ ছইদুর রহমান মার্কেটের সামনে থেকে তাকে আটক করে। সে উপজেলার হরিকলস (বিদায়সুল পানি) গ্রামের মাহমুদ আলীর পুত্র। জব্দকৃত ইয়াবার বাজার মূল্য ৬ লাখ ১১,৫০০ টাকা। রোববার সকালে র‍্যাব-৯'র এসআই মো. আল-ইমরান বাদী হয়ে রহমত আলীকে অভিযুক্ত করে মাদকদ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন। রহমত আলী দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে বলে র‍্যাব সূত্রে জানা গেছে। র‍্যাব'র সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আটককৃত রহমত আলী জিজ্ঞাসাবাদে ইয়াবা বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে বলেছে, সে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ইয়াবা ক্রয় করে সিলেট জেলা ও তার আশপাশের এলাকায় মাদকসেবীদের কাছে বিক্রি করে।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal
This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970
53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

সিলেটে রুহেল হত্যা

জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন সাইদ-সাঈফের

সিলেট, ৩ অক্টোবর : সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় রুহেল হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া সাঈদ ও সাঈফ দুই ভাই আদালতে দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে। তারা জানিয়েছে, পুলিশ তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে বক্তব্য দিতে বাধ্য করেছে। ১৬৪ ধারার জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদনের শুনানি শেষে আদালতের বিচারক উম্মে সরাবন তহুরা আবেদনটি নথিভুক্ত করার আদেশ দেন। এদিকে রুহেল হত্যাকাণ্ড নিয়ে এলাকায় তোলপাড় চলছে। হত্যাকাণ্ডটি পরিকল্পিত না চুরি ঘটনায় গণপিঠুনিতে হত্যা এ নিয়ে পুলিশ ধোঁয়াশার মধ্য রয়েছে। সুনামগঞ্জের হাজীপাড়া গ্রামে মৃত আবদুল সুবহানের ছেলে রুহেল মিয়া (৩২)। রুহেলের লাশ উদ্ধারের পর তার ভাই সুহেল মিয়া বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে মামলা করেন। মামলার এজাহারে রুহেল মিয়াকে 'সবজি ব্যবসায়ী' বলে উল্লেখ করেন তিনি। তবে পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। রুহেল মিয়ার বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জে ৫টি চুরির মামলা রয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, রুহেল মিয়া হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে মামলা হয়। তবে গত ১৩ই আগস্ট খালপাড় গ্রামের আশিক মিয়ার ছেলে সাঈদ ও সাঈফকে আটক করে পুলিশ। পরদিন তাদেরকে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেওয়ায় পুলিশ। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে ওই দুজন বলেন, গত ৫ই জুলাই রাতে তাহাজ্জুদের সময়ে তাদের বাবা আশিক মিয়া নামাজের জন্য মসজিদে গেলে দরজা খোলা পেয়ে এক চোর ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাদের ছোট ভাইয়ের মোবাইল চুরি করার সময় শব্দ হলে তারা জেগে ওঠেন। এ সময় তারা 'চোর চোর' বলে শোর-চিৎকার দিলে গ্রামের ও আশপাশের বাড়ির মানুষ এসে জড়ো হন। তখন সবাই ওই চোরকে ধরে গণপিটুনি দেয়। একপর্যায়ে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। খোঁজাখুঁজি করে চোরকে না পেয়ে সবাই বাড়িতে ফিরে যান। সকালে পুলিশ এসে সুরমা নদীর পাড় এলাকা থেকে একটি লাশ উদ্ধার করে। তখন জানা যায়, ওই লাশটি রাতের চোরের। এদিকে, গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর সিলেটের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আমলি আদালত-২ এ ১৪ই আগস্টের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করেন সাঈদ ও সাঈফ। আদালতে তাদের আবেদনে উল্লেখ করেন, 'গত ১৩ই আগস্ট বাড়ি থেকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে আমাদেরকে থানায় নিয়ে যায়। আমাদেরকে থানায় আনার কারণ জিজ্ঞেস করলে দক্ষিণ সুরমার পুলিশরা বলে, তোদের অনেক সম্পত্তি হয়েছে। আমাদের সন্দেহ, এলাকার কিছু বিরোধীপক্ষ দ্বারা আমাদের ধরে এনে মিথ্যাভাবে দক্ষিণ সুরমা থানার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পুলিশ সদস্যরা আমাদের অকথ্যভাবে গালাগালি করে এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে বলে, আমরা যদি তাদের কথা মতো আদালতে জবানবন্দি না দিই তবে আমাদেরকে ক্রসফায়ার করবে।' মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দক্ষিণ সুরমা থানায় এসআই রিপটন পুরকায়স্থ বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের জন্য মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। শিগগিরই চার্জশিট দাখিল করা হবে।

মৌলভীবাজারে বিএনপির বিক্ষোভ

সিলেট, ৩ অক্টোবর : স্বেচ্ছাসেবক দল মৌলভীবাজার জেলা শাখার আহ্বায়ক পৌর কাউন্সিলর স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। এই বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভিপি মিজানুর রহমান। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের সেন্ট্রাল রোড হামিদিয়া পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সমশেরনগর সড়কের রেজিয়া হোটেলের সম্মুখে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সমাবেশে জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহিতুর রহমান হেলালের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভিপি মিজানুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও পৌর কাউন্সিলর আলহাজ আয়াছ আহমদ, জেলা কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক আনকার আলী সোলেমান, জেলা বিএনপি নেতা শামসুল হক সামা, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক গাজী মারুফ, যুগ্ম আহ্বায়ক সেলিম মো. সালাহ উদ্দিন, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শেখ শামীম জাফর, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ নিশাত, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহমেদ আহাদ, শামীর হাবিব চৌধুরী রবিন প্রমুখ। এ সময় বক্তারা স্বাগত কিশোর দাস চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের উপর বর্বর হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে সন্ত্রাসী হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সুনামগঞ্জে যুবকের লাশ উদ্ধার

সিলেট, ১ অক্টোবর : সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় বাহার উদ্দিন (২৫) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার সদর ইউনিয়নের কান্দাপাড়া গ্রাম থেকে গতকাল বেলা ১১টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। বাহার উদ্দিন কান্দাপাড়া গ্রামের মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে। তবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। বাহারের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে পরিবারের সবার সঙ্গে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে ঘুমাতে যায় বাহার। সকালে তাকে ঘরে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করেন পরিবারের সদস্যরা। কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি। এক পর্যায়ে বাড়ির পেছনে গাছের ডালে গলায় রশি দিয়ে তার লাশ ঝুলে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন আত্মীয়রা। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।
ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা প্রাথমিকভাবে তা জানা যায়নি।

সব বাধা উপেক্ষা করে গণভোট

স্বাধীনতার পক্ষে ৯০ শতাংশ কাতালোনিয়াবাসী

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর : কাতালোনিয়া সরকার সোমবার জানিয়েছে, স্পেন থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে কাতালোনিয়ায় যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় সেখানের ৯০ শতাংশ জনগণ এর পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। স্বাধীনতার পক্ষে রায় পেয়ে রাষ্ট্র গঠনের অধিকার পেয়েছে বলে দাবি করেছেন আঞ্চলিক নেতা কার্লেস পুজদেমন। যদিও মাদ্রিদ এ গণভোটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রোববার স্পেনের পুলিশের ব্যাপক বাধা উপেক্ষা করে কাতালোনিয়ানরা স্বাধীনতার পক্ষে গণভোটে অংশ নেয়। এ সময় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশসহ কয়েক শ' আহত হয়। কাতালোনিয়ার গণভোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে।

এক সংবাদ সম্মেলনে এ আঞ্চলিক সরকারের মুখপাত্র জর্দি তুরুল জানান, 'একটি প্রজাতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে আপনি কাতালোনিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চান কিনা' এমন প্রশ্নে এ অঞ্চলের ২০ লাখ ২০ হাজার লোক 'হ্যাঁ' ভোট দেন। তিনি আরো জানান, মোট ২২ লাখ ৬০ হাজার লোক এ ভোটাভুটিতে অংশ নেন।

রোববার স্পেনীয় পুলিশের ব্যাপক বাধা সত্ত্বেও স্বায়ত্তশাসিত কাতালোনিয়ায় স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোটে অংশ নেয় কাতালানবাসীরা। কাতালান কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৪২ দশমিক তিন শতাংশ ভোট পড়েছে এবং ভোটারদের ৯০ শতাংশ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে বলে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভাষণে দাবি করেছেন পুজদেমন। ভাষণের সময় অন্য কাতালান নেতাদের পুজদেমনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তিনি বলেন, 'আশা ও দুর্ভোগের এই দিনগুলোতে কাতালুনিয়ার নাগরিকেরা প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার অর্জন করেছে।

আমার সরকার আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আজকের এই ভোটের ফলাফল কাতালান পার্লামেন্টে পাঠাবে যেন পার্লামেন্ট গণভোটের আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে। পার্লামেন্টেই আমাদের জনগণের সার্বভৌমত্ব বিরাজ করছে।'

এরপর থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) আর 'অন্যভাবে দেখা চালিয়ে যেতে' পারবে না বলে জানান তিনি।

স্পেনের সাংবিধানিক আদালত স্বাধীনতার প্রশ্নে কাতালোনিয়ার গণভোটকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পর ভোট বন্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছিল স্পেনীয় সরকার। গণভোট বন্ধের চেষ্টায় পুলিশের শক্তি প্রয়োগে সৃষ্ট সহিংসতায় প্রায় ৯০০ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কাতালোনিয়ার জরুরি বিভাগের কর্মকর্তারা।

পুলিশ কর্মকর্তারা কিছু মানুষকে ভোট দেয়া থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় এবং ভোটকেন্দ্র থেকে ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স জব্দ করে নিয়ে যায়। কাতালুনিয়া অঞ্চলের রাজধানী বার্সেলোনায় পুলিশ গণভোটপন্থীদের প্রতিরোধ দমনে লাঠিচার্জের পাশাপাশি রাবার বুলেটও নিক্ষেপ করে।

স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সহিংসতায় ১২ জন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন এবং তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার রাত ৮টায় ভোট গ্রহণ বন্ধ হওয়ার কিছুক্ষণ পর স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাখয় 'অবৈধ ভোটে অংশ নিয়ে কাতালানরা বোকা বনেছে' বলে মন্তব্য করেছেন। এর আগে পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করে পুজদেমন বলেছিলেন, 'স্প্যানিশ রাষ্ট্রের এই অন্যায় সহিংসতা কাতালান জনগণের ইচ্ছাকে দমাতে পারবে না।'

কাতালান স্পেনের একটি বিত্তশালী স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাজ্য। জনসংখ্যা ৭৫ লাখ। এর রাজধানী বার্সেলোনা। অঞ্চলটির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। পাঁচ বছর ধরেই স্বাধীনতার কথা উঠছে। তবে ২০১৫ সালে কাতালোনিয়া প্রাদেশিক পার্লামেন্ট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় সেখানকার স্বাধীনতাকামীরা। নির্বাচনের ওই ফলের মধ্য দিয়ে স্পেন থেকে পৃথক হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনের পথে একধাপ এগিয়ে যায় কাতালোনিয়া। গত জুনে কাতালোনিয়া কর্তৃপক্ষ ১ অক্টোবর গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেয়। তবে স্পেন সরকার এই ভোট বন্ধের অঙ্গীকার করে। দেশটির সর্বোচ্চ আদালতও এই ভোটকে অবৈধ ঘোষণা করে।

গাজায় ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর : হামাস ও ফাতাহ পার্টির মধ্যে বড় ধরনের সমঝোতা হওয়ার পর গত সোমবার পশ্চিমতীরভিত্তিক ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী গাজা উপত্যকায় এসেছেন। প্রায় এক দশক আগে দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হামাস এখানকার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর এই প্রথম এই ধরনের পদক্ষেপ দেখা গেল। হামাস গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছে, ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে তারা গাজার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রী রামি হামদাল্লাহর নেতৃত্বাধীন সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে। হামাসের এই সমঝোতার উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ২০১৪ সালে ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠা হলেও হামাস ও ফাতাহর মধ্যে দায়িত্ব নিয়ে বিরোধ থাকায় এ সরকার ২০ লাখ বাসিন্দার গাজায় কোনো কাজ করতে পারেনি। বিশ্লেষকদের মতে, দুই দলের মধ্যে বিরোধ কমে আসায় পাশ্চাত্য সমর্থিত প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের পক্ষে ইসরাইলের এই অভিযোগ খণ্ডন করা সহজ হবে যে, শান্তি আলোচনায় ফিলিস্তিনের কোনো বৈধ পক্ষ নেই। হামাসের এক পুলিশ এবং শত শত ফিলিস্তিনি নাগরিক ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানায়।

টিলারসনকে ট্রাম্প

উত্তর কোরিয়ার সাথে আলোচনা সময় নষ্ট

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসনকে বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার অর্থ হলো সময় নষ্ট করা। সে কারণে টিলারসনকে কর্মশক্তি অপচয় না করার পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প। এক টুইট বার্তায় তিনি এ কথা বলেন। ট্রাম্প বলেন, 'নিজের কর্মশক্তি সঞ্চয় করো রেক্স, আমরা যা করার তা করব।'

শনিবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন জানান, পরমাণু কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনার জন্য উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছে যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক সময়ে এই দুই দেশের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। যুক্তরাষ্ট্র চায় উত্তর কোরিয়া তার পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করুক। জাতিসঙ্ঘের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়া গত বেশ কিছুদিন ধরে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য তার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টদের অভিযুক্ত করে বলেছেন, তার প্রশাসন এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না। রোববার রাতে এক টুইটার বার্তায় ট্রাম্প বলেন, তিনি উত্তর কোরিয়াকে ছাড় দিতে মোটেই ইচ্ছুক নন। গত দুই দশক ধরে দেশটির উসকানিমূলক তৎপরতা উপেক্ষা করার নীতিতে কোনো কাজ হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন। সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর কোরিয়ার একের পর এক পরমাণু অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার প্রতিক্রিয়ায় দেশটির নেতা কিম জং-উনকে 'রকেট ম্যান' হিসেবে আখ্যাতি করেন ডোনালড ট্রাম্প। তিনি উত্তর কোরিয়াকে 'পুরোপুরি ধ্বংস' করে ফেলারও হুমকি দেন। গত মাসেই দেশটি ক্ষুদ্রতম হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। এই বোমা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর সংযুক্ত করা যাবে। তাদের এই পরীক্ষা সফল হয়েছে বলেও দাবি করেছে পিয়ংইয়ং। এই প্রেক্ষাপটে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। চীন সফরে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন টিলারসন। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে আলোচনার এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন নাও হতে পারে। তবে ট্রাম্প এমন মন্তব্য কেন করেছেন বা কী অর্থে বলেছেন সে বিষয়টি পরিষ্কার করেননি ট্রাম্প। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মন্তব্যের বিপরীতের ডোনালড ট্রাম্পের বক্তব্যের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা ও ট্রাম্পের মন্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেছে। গত অগাস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু হুমকি মোকাবেলা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত রয়েছে। তবে ট্রাম্পের এই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পরই প্রতিরক্ষামন্ত্রী দুই দেশের উত্তেজনা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেন এই বলে যে, কূটনৈতিক পদক্ষেপ সফল হতে চলেছে।

ইরানি সামরিক স্থাপনা যুক্তরাষ্ট্রকে দেখানোর কারণ নেই : রাশিয়া

দেশ ডেস্ক, ১ অক্টোবর : ইরানের সামরিক স্থাপনা পরিদর্শনের বিষয়ে মার্কিন চাপকে নাকচ করে দিয়েছে রাশিয়া। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পরিচালক মিখাইল উলিয়ানভ শুক্রবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের সামরিক স্থাপনা পরিদর্শনের সুযোগ দেয়ার কোনো কারণ নেই এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা বা আইএইএর কোনো আহ্বান জানানোরও দরকার হবে না।

জাতিসঙ্ঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি নিকি হ্যালি বৃহস্পতিবার ইরানের সামরিক স্থাপনা পরিদর্শনের বিষয়ে রাশিয়ার অবস্থানের সমালোচনা করেছেন। মিখাইল উলিয়ানভ সে সমালোচনাও নাকচ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইরানের সামরিক স্থাপনা পরিদর্শনে মার্কিন সরকারের এ দাবি অগভীর চিন্তার দৃষ্টান্ত।

রাশিয়ার এ কর্মকর্তা আরো বলেছেন, মার্কিন দাবির মাধ্যমে পরিষ্কার হয় যে, আমেরিকা ২০১৫ সালে সই হওয়া পরমাণু সমঝোতার অন্য পক্ষের ওপর নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

ইউরোপে বৃটিশদের নাগরিকত্বের আবেদন বেড়েছে কয়েকগুণ

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর : বৃটিশ জনগণের মধ্যে নতুন এক প্রবণতা শুরু হয়েছে। ব্রেক্সিট গণভোটের পর তা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। বৃটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়ে গণভোটে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকেই ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক বৃটিশ আবেদন করেছেন। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিই পাচ্ছে। অর্থাৎ তারা ব্রেক্সিট পরবর্তী বৃটেনে থাকতে চান না। তারা মুক্ত ইউরোপের নাগরিক হতে চান। এ জন্য আগের

তুলনায় এমন আবেদন এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনগুন, দ্বিগুন হয়েছে। যেসব দেশে এমন নাগরিকত্বের জন্য আবেদন বেশি পড়েছে তার মধ্যে রয়েছে আয়ারল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন, ডেনমার্ক ও পোল্যান্ড। শুধু গত এক বছরে ইউরোপের অন্য দেশে নাগরিকত্বের আবেদনকারী বৃটিশের সংখ্য বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় লাখে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে আয়ারল্যান্ডে আবেদনের সংখ্যা তিনগুন। আর স্পেন, সুইডেন, ডেনমার্ক ও পোল্যান্ডে আবেদন দ্বিগুন হয়েছে। অন্যদিকে ফ্রান্সে নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। এ খবর দিয়েছে লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এখনও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন ১০ লাখের মতো বৃটিশ। তাদেরকে ব্রেক্সিট পরবর্তী সময়ে সেখানে বৈধভাবে বসবাসের অনুমতি দেয়া হবে কিনা তা এখনও অনিশ্চিত। এর মধ্যেই এভাবে ইউরোপীয় দেশগুলোতে বৃটিশদের নাগরিকত্বের আবেদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়ারল্যান্ডে এ বছর জুন পর্যন্ত পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছেন ৬৪ হাজার ৪০০ বৃটিশ নাগরিক। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ২০৭। স্পেনে একই সময়ে আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ২৩০০। এ বছর তা দাঁড়ায় ৪৫৫৮। সুইডেনে আগের বছর ছিল ৯৬৯। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০২। পোল্যান্ডে আগের বছর ছিল ১৫২। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩২। আর ডেনমার্কে আগের বছর ছিল ২৮৯। এ বছর এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০৪। ২০১৫ সালে ফ্রান্সে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিলেন ৩৮৫ জন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০১৬ সালে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৩৬৩-এ। এ যাবত অর্থাৎ ব্রাসেলসের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক কর্তন হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ নাগরিকরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যেকোনো দেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারেন এবং কাজ করতে পারেন। কিন্তু বৃটেন একবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেলে তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন ব্রাসেলসের মন্ত্রীরা। তারা বলেছেন, এমন গ্যারান্টি বৃটিশ নাগরিকদের আর দেয়া হবে না। তবে যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিক, যারা বৃটেনে বসবাস করছেন, তাদেরকে যদি এমন অধিকার দেয়া হয় তাহলে তারা বৃটিশদের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। গত সপ্তাহে ফ্লোরেন্সে বক্তব্য রাখেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে।

এ সময় সেখানে বিপুল সংখ্যক বৃটিশ প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেন। তারা দাবি তোলেন ইউরোপে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে। এ সময় তাদের হাতে বিভিন্ন ব্যানার দেখা যায়। তার কোনোটিতে তেরেসা মে'র ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। তার ওপর ইংরেজিতে লেখা হয়েছে 'ডিনাইড এ ভয়েস'। আরেকটি ব্যানারে তাকে দেখানো হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাসপোর্ট আগুনে ধরে রেখেছেন।

উল্লেখ্য, ব্রেক্সিটের অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদেরকে বৃটেনে থাকার অধিকার দিতে রাজি হয়েছেন তেরেসা মে। তবে তা একটি শর্তাধীনে। তাহলো বৃটেনে অবস্থানকারী ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো সদস্য তার পরিবারের সদস্যদের ভবিষ্যতে অবাধে বৃটেনে আনতে পারবেন না। তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তারা। দু'পক্ষে এখন ব্রেক্সিট নিয়ে যে আলোচনা তাতে এই একটি পয়েন্টে আলোচনা থমকে আছে। এ ছাড়া আরো যেসব ইস্যু আছে তা হলো বৃটেনের সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সীমান্তের ভবিষ্যত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছেদ বিষয়য়ে বৃটেন কি পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে তার ওপর।

রোহিঙ্গাদের জাতিগত নিধন চলছেই

দেশ ডেস্ক, ১ অক্টোবর : ১৯৭০-এর দশক থেকে মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে জাতিগত নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। সেখানে বসবাসরত রোহিঙ্গদের ৮০ শতাংশের বেশি বসতভিটা ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্যানুযায়ী ১৯৭০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ১১ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম পালিয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ভারত, উপসাগরীয় এবং এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে।

ইউরোপীয় কমিশনের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের শুরুতে রাখাইন রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ। জাতিসঙ্ঘের সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে গত ২৫ আগস্ট নতুন করে জাতিগত নিধনযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর ৫ লাখ ১০ হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের তথ্যানুযায়ী রাখাইন রাজ্যে এখন মাত্র ৩ লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে। বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা ১৬ লাখ।

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, ১৯৭০ সালের পর ৮৪ শতাংশ বা ১৯ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। রাখাইনে এখন রয়েছেন মাত্র ১৬ শতাংশ রোহিঙ্গা। এই সংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, রোহিঙ্গা মুসলমানরা কী ভয়ানক জাতিগত নিধনের শিকার হয়েছেন। উদ্বাস্তুদের সাম্প্রতিক প্রবাহ শুরু হয়েছে রোহিঙ্গা গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী ও বৌদ্ধ মগদের নতুন অভিযানের ফলে, এতে নারী-শিশুসহ কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের বাড়িঘর লুট করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী জানিয়েছেন, প্রায় ৩ হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে। জাতিসঙ্ঘ বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হিসেবে রোহিঙ্গাদের উল্লেখ করেছে। ২০১২ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় কয়েকজন নিহত হওয়ার পর থেকে সহিংসতা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। মিয়ানমার ১৯৮২ সালে জাতীয়তা নিয়ে একটি আইন পাস করে যাতে রোহিঙ্গাদের দেশটির নাগরিক হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। শত শত বছর ধরে দেশটিতে বসবাসকারী রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব হরণের পর থেকেই তাদের সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে।

৪২ বছর পর চরম সত্যের মুখোমুখি এক মা

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর : ১৯৭৫ সালে মারা গিয়েছিল লিডিয়া রেইডের সদ্যোজাত সন্তান। নাম রেখেছিলেন গ্যারি। ৪২ বছর ধরে গ্যারির সমাধিতে রোজ যেতেন লিডিয়া। নিভৃতে বসে তার কথা ভাবতেন। ওর সুন্দর বাদামি চোখগুলো স্মৃতিতে ভাসতো। হঠাৎ করে চরম এক সত্যের মুখোমুখি হন লিডিয়া। যে কফিনে এত দিন তিনি ফুল দিয়ে আসছেন সেটিতে তার সন্তানের কোনো দেহাবশেষ নেই। বিক্ষিপ্ত, দিশেহারা লিডিয়া উত্তর খুঁজে ফেরেন, কেন এমন হলো? কোথায় তাঁর সন্তান?

ফেরা যাক পেছনে। স্কটল্যান্ডের লিডিয়া মাত্র ২৬ বছর বয়সেই তৃতীয়বারের মতো মা হন। গর্ভধারণের ৩৪ সপ্তাহে জটিলতা তৈরি হওয়ায় অস্ত্রোপচার করে বর করে আনা হয় শিশুটিকে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্ম নেওয়ায় শিশুটি অসুস্থ ছিল। তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়। জন্মের পর পর, লিডিয়াকে দেখতে দেওয়া হয়নি গ্যারিকে। তবে লিডিয়ার জোরাজুরিতে এক সময় গ্যারিকে দেখার সুযোগ দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

গ্যারি খুবই অসুস্থ ছিল। ওর অস্ত্রোপচার করা হয়। প্রতিদিন ওর শরীর থেকে টিস্যু সংগ্রহ করতেন চিকিৎসকেরা। আর ছোট্ট গ্যারির হাত আলতো করে ধরে তাঁকে আদর করতেন মা। এভাবেই চলছিল। একসময় গ্যারি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। লিডিয়াকে একদিন জানানো হয়, গ্যারি মারা গেছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান লিডিয়া। তবে তাঁর সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁকে দেখানো হচ্ছিল না মৃত শিশুটিকে। বহু অনুনয়ের পর যে শিশুটির মৃতদেহ দেখানো হয় লিডিয়ার মনে হয় সেটি গ্যারির নয়। কিন্তু সবাই মিলে তাঁকে বোঝান, তীব্র হতাশার কারণে দৃষ্টিভ্রম হয়েছে।

কেটে যায় অনেকদিন। শিশুর সমাধির পাশে রোজ যেতেন

লিডিয়া। কিন্তু মনে সন্দেহটি থেকেই গিয়েছিল। লিডিয়া শোনেন, ১৯৯৯ সালে যুক্তরাজ্যের হাসপাতালগুলোর অঙ্গ কেলেঙ্কারির ঘটনা। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের সম্মতি না নিয়ে গোপনে অঙ্গ কেটে রেখে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে যুক্তরাজ্যের হাসপাতালগুলোর ওপর। বিশেষ করে মৃত নবজাতকের ক্ষেত্রেই এমনটি বেশি ঘটে। তদন্তে বের হয়ে আসে লিভারপুলের 'অলড্যার হেই চিলড্রেন্স হসপিটালে' ময়নাতদন্তের সময় মৃত শিশুর শরীরের অংশ রেখে দেন ডাচ প্যাথলজিস্ট ডিক ভ্যান ভেলজেন। এই বিষয়ে শিশুদের পিতামাতাকে কিছুই জানানো হতো না। তদন্তে আরও বের হয়ে আসে, এমন ঘটনা ঘটছে যুক্তরাজ্যসহ স্কটল্যান্ডের বহু হাসপাতালে। মূলত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যই অভিভাবকের সম্মতি না নিয়ে শিশুদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শিশুর মৃতদেহ বিশেষ পদ্ধতিতে হাসপাতালে সংরক্ষণ করত কর্তৃপক্ষ। ।

২০০০ সালে স্কটল্যান্ডের হাসপাতালেও এমন ঘটনা ঘটেছে এই তথ্য ফাঁস হয়। লিডিয়ার মনে পড়ে সেই সময়ের কথা। যে শিশুর মৃতদেহ তিনি দেখেছিলেন সেটি গ্যারির ছিল না। লিডিয়ার সন্দেহ হয় সমাধিতে গ্যারির মৃতদেহ নেই। বহু আইনি প্রক্রিয়ার পর ৪২ বছর পর সমাধি থেকে তোলা হয় কফিন। কফিনটি খোলার পর তাঁর ভেতরে পাওয়া যায় শিশুর পোশাক, শুকনো ফুল। কিন্তু কোনো দেহাবশেষ নেই। লিডিয়া জানতে চান, 'তাহলে গ্যারি কোথায়? ওর ভাগ্যে কি জুটেছে?'

লিডিয়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন? কোনো সদুত্তর পান না। এরপর 'নিরাপরাধদের ন্যায়বিচার' (জাস্টিস ফর ইনোসেন্টস) ব্যানারে আন্দোলন গড়ে তোলেন লিডিয়া। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাঁকে আটকও করা হয়। অবশ্য মানবিকতার খাতিরে তাঁকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

এক পর্যায়ে বিষয়টি তদন্তে কমিটি গঠন করে স্কটিশ কর্তৃপক্ষ। তদন্ত কমিটি 'ম্যাকলিন রিপোর্ট' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, স্কটল্যান্ডের হাসপাতালগুলোতে এমন ছয় হাজার অঙ্গ রয়েছে। তবে এই প্রতিবেদন মেনে নেননি লিডিয়া। তাঁর মতে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

এ ঘটনার পর অনেক পিতামাতার কাছে সন্তানের অঙ্গ ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। অনেকেই আবার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তবে লিডিয়া খুঁজে পাননি গ্যারিকে। তিনি এখনো জানেন না বাদামি চোখের ছোট্ট নাড়ি ছেঁড়া ধন, তার ভাগ্যে কী জুটেছিল। (ওয়াশিংটন পোস্ট অবলম্বনে) সূত্র: প্রথম আলো

'যুক্তরাজ্যে আশ্রয় চাইছেন ইংলাক'

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর : থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রা যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার চেষ্টা করছেন। ইংলাকের দল ফেউ থাই পার্টির এক সূত্র সিএনএন'তে এ তথ্য দিয়েছে। গত বুধবার থাইল্যান্ডের সুপ্রিম কোর্ট ইংলাককে বিতর্কিত চাল ভর্তুকি কার্যক্রমে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে ৫ বছরের কারাদন্ড দেয়। প্রসঙ্গত, ওই চাল কর্মসূচীতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লোকসান হয়েছিল থাইল্যান্ডের। আদালতের রায়ের আগেই দেশ থেকে পালিয়ে যান ইংলাক। ফলে সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

২০১৪ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থাণে উৎখাত হন ইংলাক। ২০১৫ সালে দুর্নীতি মামলায় বিচার শুরু হওয়ার পর থেকে আদালতের অনুমতি ছাড়া থাইল্যান্ড ছাড়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তার ওপর। বিচারকাজ শুরু হওয়ার পর আদালতে জামানত হিসেবে জমা দেয়া ইংলাকের ৩ কোটি বাথ জব্ধ করা হয়েছে।

থাইল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রায়ুত চান বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইংলাক দুবাইতে আত্মগোপন করে আছেন। সেখানে তার ভাই ও অপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রাও স্বেচ্ছানির্বাসনে রয়েছেন। তবে, ফেউ থাই পার্টির এক সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছে, ইংলাক দু'সপ্তাহ আগে দুবাই ছেড়ে লন্ডন গেছেন।

ভিয়েতনামে ঋণ কেলেঙ্কারির দায়ে ব্যাংক ডিজির মৃত্যুদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ১ অক্টোবর : লাখ লাখ ডলার ঋণ দিয়ে সরকারি অর্থ অপচয় করার দায়ে ভিয়েতনামের শীর্ষস্থানীয় একটি ব্যাংকের সাবেক মহাপরিচালককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। ওসান ব্যাংকের সাবেক মহাপরিচালক নুয়েন সুন সন তহবিল তছরুপ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। একই অভিযোগে ব্যাংকটির আরো বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

নুয়েনের আইনজীবী রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। ওসান ব্যাংক আংশিকভাবে রাষ্ট্র মালিকানাধীন হওয়ায় নুয়েনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ আদালত সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। বিশ্বের যেসব দেশে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়ার হার বেশি ভিয়েতনাম সেগুলোর একটি। কিন্তু এত উচ্চপর্যায়ের একজন সাবেক কর্মকর্তাকে দুর্নীতির দায়ে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়ার ঘটনা সম্ভবত এটাই প্রথম।

মাত্র এক দিন আগে একই অভিযোগে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান হান ভান থামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে, যিনি ভিয়েতনামের সবচেয়ে ধনীদের একজন। গত শুক্রবার রায় ঘোষণার সময় বিচারপতি তুয়ং ভিয়েত তোয়ান বলেন, 'থাম এবং সনের আচরণ খুবই উদ্বেগজনক। তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা আইনের গুরুতর লঙ্ঘন করেছেন এবং জনগণের ক্ষোভের কারণ হয়েছেন। এর কঠোর শাস্তি প্রয়োজন।'

ওসান ব্যাংকের মোট ৫১ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রায় সাত কোটি মার্কিন ডলার বেহাত করার অভিযোগে এ মামলা হয়। এশিয়ার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি ভিয়েতনামে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হওয়ার পর ওসান ব্যাংকের কর্মকর্তাদের এ অর্থ কেলেঙ্কারী প্রশাসনের নজরে আসে। দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ভিয়েতনাম সরকার কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

৩০ বছর সেনাবাহিনীতে চাকরির পর সেনাসদস্যকে 'অবৈধ বাংলাদেশী' বলে নোটিশ

আসামে আতঙ্কে বাংলাভাষী মুসলমানেরা

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর : আসামের লাখ লাখ বাংলাভাষী মুসলিম আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করছে। যথাযথ তদন্ত না করেই তাদেরকে বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসী হিসেবে নোটিশ ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, পুলিশ এসব মানুষকে অবৈধ অভিবাসী বা বাংলাদেশী বলে রিপোর্ট করে দিচ্ছে! এমন অবস্থার শিকার হয়ে আসামের কমপক্ষে ছয়টি বন্দিশিবিরে আটকে আছেন সহস্রাধিক বাংলাভাষী মুসলিম।

সর্বশেষ এমন আচরণের শিকার হয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ৩০ বছরেরও বেশি জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও) পদে চাকরি করে অবসরে যাওয়া গৌহাটির বাসিন্দা মুহাম্মদ আজমল হক। তাকে 'অবৈধ বাংলাদেশী' বলে নোটিশ দেয়া হয়েছে। তিনি যে বাংলাদেশী নন এটি প্রমাণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে জেসিও পদে অবসরপ্রাপ্ত একজন কমিশন্ড অফিসার। গত ৩০ বছরের চাকরিজীবনে তাকে মোতায়েন করা হয়েছে সেকান্দারাবাদ, গুরদাসপুর, চন্ডিগড়, কোটা, তাওয়াং ও মিরাটে। কিন্তু আসাম সরকার বাংলাদেশের অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্তকরণে যে আদালত বসিয়েছে তারাই আসামের কামরূপের বাসিন্দা মুহাম্মদ আজমল হককে নোটিশ পাঠিয়েছে। তাকে বলা হয়েছে তাকে এখন প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি ভারতীয় নাগরিক।

আজমল গত বছর ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর লাভ করেছেন। আসামে বাংলাভাষীদের অহরহ যে এমন নোটিশ দেয়া হচ্ছে, এটি তারই একটি প্রমাণ। সেখানে বাংলাভাষী বলতে বোঝানো হচ্ছে বাংলাদেশী অভিবাসী। তারই শিকার হয়েছেন আজমল হক। এ নিয়ে ভারতীয় মিডিয়া গুরুত্ব দিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। আজমল হককে যে নোটিশ দেয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই তিনি ভারতে প্রবেশ করেছেন। আসাম চুক্তির অধীনে ওই তারিখের পর যারা ভারতে প্রবেশ করেছেন তারা ভারতীয় বৈধ নাগরিক বলে বিবেচ্য নন। তাই আজমল হককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন প্রমাণ করেন যে, তিনি একজন ভারতীয় বৈধ নাগরিক।

উল্লেখ্য, আজমল হকের বর্তমানে বয়স ৪৯ বছর। তিনি ১৯৮৬ সালে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে যোগ দেন। অবসরে যান গত বছর ৩০ সেপ্টেম্বর। এত লম্বা সময় ধরে দেশের সেবা করার পর তাকে এভাবে অপমানিত ও অপদস্থ হতে হবে তা তিনি কখনো কল্পনাও করেননি। আসামের মানবাধিকার আইনজীবীরাও বলছেন, সে রাজ্যে যে রকম ঢালাওভাবে বাংলাভাষী মুসলিমদের কাছে অবৈধ বিদেশী হিসেবে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে, আজমল হকও তার সাম্প্রতিকতম ভিকটিম এবং বাংলাদেশী খোঁজার এই হিড়িকে আসামে লাখ লাখ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে।

আজমল হক আসামের সেই লাখ লাখ বাঙালি মুসলিমের একজন যাদের অবৈধ বিদেশী বলে ঢালাও নোটিশ পাঠানো হচ্ছে আর ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে তাদের ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করতে হচ্ছে। এমন বহু কেস নিয়ে লড়ছেন রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার আইনজীবী আমন ওয়াদুদ। তিনি বলেন, কেউ আজমল হকের কাছে কোনো কাগজ বা নথিপত্র চায়নি। কোনো তদন্ত ছাড়াই বলে দেয়া হচ্ছে যে, তিনি নাকি ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ থেকে আসামে এসেছিলেন। আর এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আসামে লাখ লাখ লোক সম্পর্কে কোনো তদন্ত না করেই পুলিশ তাদের অবৈধ অভিবাসী বা বাংলাদেশী বলে রিপোর্ট করে দিচ্ছে!

ইতালিতে ব্র্যাক সাজন এক্সচেঞ্জের ৪ দিনব্যাপী রোড শো: প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া

লন্ডন, ৬ অক্টোবর ২০১৭: ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ইংল্যান্ডে সফলতার সাথে সেবা প্রদানের পাশাপাশি গ্রাহকদের ব্যাপক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে দুই বছর আগে ইউরোপের ইতালিতে তাদের সেবার পরিধি বিস্তৃত করে। অতি অল্প সময়ে ব্র্যাক সাজান, ইতালী প্রবাসীদের কাছে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। বর্তমানে ইতালীর প্রায় প্রতিটি শহরে রয়েছে এর কর্মক্রম।

'বৈধ পথে অর্থ পাঠান প্রিয়জনকে, আর অবদান রাখুন দেশের অর্থনীতিতে', এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এবং গ্রাহকের সেবার মানকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ গত ১৫, ১৬, ১৭ ও ২২ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে মিলান, ভেনিস, বলোনিয়া ও রাজধানী রোমে রোড শো'র আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আব্দুস সালাম প্রায় প্রতিটি রোডশোতে অংশ গ্রহন করেন।

মিলান রোড শো ঃ ১৫ সেপ্টম্বর ২০১৭ ইতালীর বাণিজ্যিক নগরী খ্যাত এবং দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তর জনবসতিপূর্ন শহর মিলানের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম রোড শো অনুষ্ঠিত হয়।

ভেনিস রোড শো : গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইতালীর জলনগরী অথবা স্বপ্ন নগরী খ্যাত ভেনিস এর স্থানীয় একটি হলে প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় রোড শো অনুষ্ঠিত হয়।

বলোনিয়া রোড শো : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইতালীর ঐতিহাসিক শহর বলোনিয়ার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় রোড শো।

রোম রোড শো ঃ ইতালীর রাজধানী রোমের একটি হলে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ রোড শো।

প্রতিটি রোড শো'তেই মধ্যমণি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিষ্ঠানের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা জনাব আব্দুস সালাম ব্যাক সাজন এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এ সময় তিনি বলেন, প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ বৈধ পথে স্বল্প সময়ে কম খরচে প্রিয়জনের কাছে প্রেরণই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও হবে

অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। প্রবাসীদের চাহিদাকে সামনে রেখে ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ লিমিটেড প্রাপকের একাউন্টে মাত্র ১০ মিনিটে অর্থ প্রেরণে সক্ষম। একসময় প্রাপকের একাউন্টে অর্থ প্রেরণে ৩-৪ দিন লেগে যেতো, কিন্তু ব্র্যাক সাজান একন মাত্র ১০ মিনিটে প্রিয়জনের কাছে অর্থ পৌছে দিচ্ছে। প্রবাসের মাটিতে বসে অভিবাসীরা এখন থেকে ব্র্যাক সাজান একচেঞ্জ এর মাধ্যমে হিসাব খোলা থেকে শুরু করে ফিক্সট ডিপোজিট করতে পারবেন। বিনোয়োগ করতে পারবেন অকর্ষনীয় লভ্যাংশে।

রোড শো'র প্রতিটি পর্বে ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ ইতালী শাখার লিগ্যাল এডমিনিস্ট্রেটর জামান কামরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে ও রিলেশনশীপ ম্যানেজার মোহাম্দ আল আমীন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাপর্বে অংশগ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির ইতালী শাখার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ মশিয়ার রহমান, রিলেশনশীপ ম্যানেজার আল আমীন মোহাম্মদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

এ সময় আলোচকরা বলেন, একজন প্রবাসী যখন তার কষ্টার্জিত অর্থ প্রিয়জনকে পাঠান, তখন দ্রুততার সাথে অর্থ প্রাপ্তির জন্য তাকে পিন নাম্বারে অর্থ পাঠাতে হয়, কিন্তু পিন নাম্বারে অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁকে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এতে করে প্রাপককে অনেক সময় অপচয় করে, বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। তারই সাথে নগদ অর্থ গ্রহণের ফলে ভোক্তার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই বিষয়টি বিবেচনা করে ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ মাত্র ১০ মিনিটে সুবিধাভোগীর একাউন্টে অর্থ জমা করে থাকে। এতে করে ভোক্তার সময় এবং ঝুঁকি দুটোই শূন্যের কোঠায় চলে আসে। যেসকল প্রবাসী এতোদিন নিজস্ব একাউন্ট না থাকার কারণে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করেছেন, ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জ সেই সমস্যা চাহিদার কথা চিন্তা করে প্রবাসী একাউন্ট এর ব্যবস্থা করেছে। এখন থেকে ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রবাসে বসে একাউন্ট খুলতে পারবেন। এছাড়াও রয়েছে ব্যাক সাজান এক্সচেঞ্জের জনপ্রিয় বিকাশ সুবিধা।

এ সময় আলোচকরা আরো বলেন, বৈধ পথে অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে একজন রেমিটার যেমন উপকৃত হন, তেমনি রেমিটেন্স হয় সমৃদ্ধ। বৈধ চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ করলে তার রেকর্ড সরকারী নথিপত্রে থাকে। এই অর্থ দিয়ে একজন রেমিটার যখন যেকোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করেন তখন তা হয় আয়করমুক্ত। কিন্তু অসাধু উপায়ে অর্থ প্রেরণ করলে তা আয়করমুক্ত হতে পারে না, বিপরীতে রেমিটারকে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। যা কিনা অনেক প্রবাসীর জন্য নানা ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রোড শো'র প্রতিটি পর্বে প্রতিষ্ঠানটির সিইও জনাব আব্দুস সালাম গ্রাহক এবং এজেন্টদের সরাসরি প্রশ্নের জবাব দেন। এ সময় গ্রাহক ও এজেন্টরা প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধারকে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি ব্র্যাক সাজান এক্সচেঞ্জের সেবার মান উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

গ্রাহক ও এজেন্টদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠি এসব রোড শো গোটা ইউরোপে ব্যাপাক সাড়া জাগিয়েছে। বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণে উৎসাহ যুগিয়েছে প্রবাসীদের মনে।

উল্লেখ্য, রোড শো গুলোতে ইউরোপের বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকেরা অংশগ্রহণ করেন।

ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের টিকিট হাতে...

তৌশিকুর রহমান

দৃশ্যগুলো অনেকটা স্বপ্নের মতো!

উপস্থাপকের আমন্ত্রণে মঞ্চে উঠলেন ইউনিলিভারের প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা লিনা নায়ার। সঙ্গে অলাভজনক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ওয়ান ইয়াং ওয়া!'-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা কেট রবার্টসন ও সানসিল্কের গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনাপ কুটলে ওজেকান।

খানিকটা সময় নিয়ে লিনা ঘোষণা করলেন, 'দিস ইয়ারস ফিউচার লিডারস লিগ চ্যাম্পিয়ন...বাংলাদেশ!'

২৯টি দেশের শ খানেক তরুণসহ লন্ডনের মিলেনিয়াম গ্লস্টারশায়ার হোটেলের বলরুমে অতিথিরা দাঁড়িয়ে গেলেন। পড়ল তুমুল করতালি। মুখ ঘুরিয়ে সবাই তখন দেখছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) ২০তম ব্যাচের তিন ছাত্রকে–আয়মান সাদিক, সাজিদ আলম ও ইশমাম চৌধুরী।

বিজয়ীত্রয়ী তখন ভাবছেন, তিনজন একসঙ্গে একই স্বপ্ন দেখবেন সেটা তো সম্ভব না। অতএব ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়, সত্যি! মঞ্চে যখন পা রেখেছেন, সাজিদ আলমের পকেটে থাকা ছোট্ট বাংলাদেশের পতাকাটা ততক্ষণে হাতে উঠে এসেছে। ঝকঝকে সোনালি রঙের চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটার সঙ্গে পতাকাটাও মেলে ধরলেন তাঁরা।

শিরোপা হাতে একটা সেলফি তো না তুললেই নয়!কেমন লাগছিল সেই মুহূর্তে? 'সত্যি কথা বলতে প্রথম থেকে আমাদের দল অত গুরুত্ব পায়নি। অনেকে বাংলাদেশের নাম জানত না, কেউ কেউ ঠিকমতো "বাংলাদেশ" উচ্চারণও করতে পারছিল না। কিন্তু ঘোষণাটা যখন এল, সবাই দাঁড়িয়ে "বাংলাদেশ, বাংলাদেশ" বলে চিয়ার করছিল। সেই স্মৃতি কোনো দিনও ভোলার মতো না।' স্বস্তিমাখা কণ্ঠে বলছিলেন বিজয়ী দলের সদস্য আয়মান সাদিক।

এর আগে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাঁদের। গত বছর অক্টোবরে আয়োজিত 'বিজমায়েস্ট্রো ২০১৫'-তে দেশের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৯টি দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তবেই পেয়েছিলেন ফিউচার লিডারস লিগে অংশ নেওয়ার সুযোগ। আয়োজক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনিলিভার। ব্যবসায়িক উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের চলমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই প্রতিযোগিতায়। ইউনিলিভারের ব্যবসায়িক কার্যক্রম আছে যেসব দেশে, সেসব দেশের তরুণদেরই তারা আহ্বান জানায় এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য। সব পর্ব পেরিয়ে অবশেষে ১০ থেকে ১৩ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে হয়ে যাওয়া 'ফিউচার লিডারস লিগ'-এর চ্যাম্পিয়নের ট্রফি উঠল বাংলাদেশের তিন তরুণের হাতে।

কী ছিল এবারের সমস্যা, যার সমাধান দিয়ে মিলল এই সাফল্য? ইশমাম জানাচ্ছিলেন সে কথা। 'দুই ধাপে হয়েছিল এবারের প্রতিযোগিতা। প্রথমে সেমিফাইনাল রাউন্ড, যেখান থেকে সেরা ১০টি দল উন্নীত হয় ফাইনাল রাউন্ডে। দুই রাউন্ডের জন্যই ছিল আলাদা আলাদা সমস্যা।'

সেরা দশে উঠে এক কঠিন 'জটে' পড়ে গিয়েছিলেন ইশমামরা। শ্যাম্পুর সঙ্গে যে কন্ডিশনার পাওয়া যায়, সেটা মূলত চুলের জট ছাড়াতে উপকারী। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কীভাবে কন্ডিশনারের জনপ্রিয়তা বাড়ানো যায়, সেটাই ছিল তাঁদের চ্যালেঞ্জ। আয়মান বলেন, 'আমরা হিসাব করে দেখলাম, একজন নারী যদি প্রতিদিন পাঁচ মিনিট চুলের জট ছাড়াতে ব্যয় করেন, তাহলে এই জটেই কাটবে তাঁর জীবনের মোট ৮২ দিন। তাহলে এক কন্ডিশনার ব্যবহারই একজন নারীর জীবনে ৮২টা দিন যোগ করতে পারে!' এই চমকপ্রদ ভাবনাকে কেন্দ্র করেই 'ক্যাম্পেইন' সাজিয়েছিলেন আয়মানরা। ঠিক করেছিলেন তাঁদের প্রচারণার স্লোগান, 'আনট্যাঙ্গেল ইয়োর হেয়ার, আনট্যাঙ্গেল ইয়োর লাইফ'। বিস্তারিত হিসাবনিকাশ, পরিকল্পনা, বিপণন ব্যবস্থা–সবকিছুই দেখাতে হয়েছিল তাঁদের পরিবেশনায়। আর এসব কিছুরই বিচার-বিবেচনা শেষে বিজয়ী নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা। জয়ী হওয়ার সুবাদে আসন্ন 'ওয়ান ইয়াং ওয়া!' সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন এই তিন তরুণ। যেখানে প্রতিবছর বিশ্বের উদীয়মান ও প্রতিষ্ঠিত নেতারা অংশ নেন।

তিনজনই আইবিএ থেকে সদ্য পড়াশোনার পাট চুকিয়েছেন। ইশমাম ও সাজিদ কাজ করছেন দুটি বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে। অন্যদিকে আয়মানের ধ্যানজ্ঞান তাঁর অনলাইন স্কুলভিত্তিক ওয়েবসাইট–টেন মিনিট স্কুল। 'ফিউচার লিডারস লিগ'-এর চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তো পাওয়া হলো, এবার ভবিষ্যৎকে নেতৃত্ব দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন তাঁরা।

পরিবেশ রক্ষার সেনানীরা

ম্যানিলার সোফিটেল হোটেলে আয়োজিত এবারের ৩১তম 'ক্লাইমেট রিয়েলিটি লিডারশিপ' প্রশিক্ষণের আয়োজনে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের জন্য। প্রকল্প পরিচালক মারিও মলিনার স্বাগত বক্তব্য শেষে হলো অপেক্ষার অবসান। আমাদের অবাক করে দিয়ে শান্তিতে নোবেলজয়ী আল গোরের বক্তব্যে বারবার এল বাংলাদেশ ও বাংলাদেশে সৌরশক্তির অবাধ ব্যবহার প্রসঙ্গ। গর্বে বুকটা ভরে গেল, যখন বাংলাদেশ নিয়ে ভীষণ আশাবাদী আল গোর আমাদের দেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বোচ্চ সৌরশক্তি ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন।

এবারের আসরের মূল স্লোগান ছিল, 'এখানেই শেষ নয়'। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আমার আল গোরকে সরাসরি প্রশ্ন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। জানতে চাইলাম, 'কীভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসাধারণ কম খরচে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে পারে?' উত্তরে তিনি তরুণ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও আমাদের দেশের নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের উদাহরণ সম্মেলনে উপস্থিত সবার সামনে বিশদ আকারে তুলে ধরেন। ভিন দেশের মাটিতে, সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে নিজের মাতৃভূমির এমন পরিচয় নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

'কয়লাজাত দ্রব্যকে না বলুন, নবায়নযোগ্য শক্তিকে হ্যাঁ বলুন' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে 'ক্লাইমেট রিয়েলিটি লিডারশিপ কোর' সংস্থার আয়োজনে গত ১৪ থেকে ১৬ মার্চ ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে হয়েছিল এই আয়োজন। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান পরিবেশ রক্ষায় নেতৃত্ব তৈরির আন্দোলনে নামা আমেরিকান–আল গোর। তাঁর নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তিন দিনের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ। এবারের সম্মেলনে অংশগ্রহণ ছিল প্রায় ৬০টি দেশের বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী, পরিবেশ রক্ষাকর্মী ও বিশেষজ্ঞসহ সাত শর বেশি প্রশিক্ষণার্থীর। এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া যে, ম্যানিলার প্রশিক্ষণে সর্বকনিষ্ঠ 'মেন্টর' হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাই আমি। প্রশিক্ষিত প্রায় ৮ হাজার ৫০০ ক্লাইমেট লিডারের মধ্যে বাছাই করে সারা বিশ্ব থেকে ১০ জন ও ফিলিপাইন থেকে ২০ জনকে নির্বাচিত করা হয় এবারের প্রশিক্ষণে।

এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্যই হলো কার্যকরী নেতা তৈরি করা। এমন নেতা, যিনি কাজ করবেন পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষার্থে, কাজ করবেন পরিবেশের বিপর্যয় রোধে, একই সঙ্গে অপরকে অনুপ্রাণিত করবেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জানতে ও সচেতন হতে। সমগ্র বিশ্বে এই সংস্থার অধীনে বর্তমানে প্রায় শতাধিক দেশের ৯ হাজার ২০০ 'ক্লাইমেট লিডার' রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে কাজ করে যাচ্ছেন।

এবারের সম্মেলনে আমি ছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুহা তাবিল, 'ব্লাস্ট'-এর কর্মরত হাবিবা ইসলাম, গ্রেস্টোনের লিগ্যাল অ্যাডভাইজর মো. শাখাওয়াত এবং 'পপি' প্রোগ্রাম ম্যানেজার শরিফ আলম। আমি ছাড়াও বাংলাদেশের দিপু হক মেন্টরের দায়িত্ব পালন করেন।

১৬ মার্চ প্রশিক্ষণের শেষ দিন আল গোর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আবেগময় একটি ঘটনার মাধ্যমে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর শেষ উক্তি ছিল, 'আশা হারিয়ো না, যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' কিসের যুদ্ধ? যুদ্ধটা মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার, লাখো অসহায় দুর্যোগপ্রবণ মানুষের বেঁচে থাকার!

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ আল-এহসান, খুলনা

প্রতিদিন সকাল আটটায় শুরু হয় ক্লাস। টানা ক্লাস শেষে দুপুর থেকে 'ল্যাব'। মাঝে সময় পাওয়া যায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা। এ সময়ে অনেকে লাইব্রেরির পড়াশোনা সেরে নেন। কারও কারও জমে আড্ডা। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ–সব উঠে আসে এই আড্ডায়।

তবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) শিক্ষার্থীদের মূল আনন্দ-উচ্ছ্বাস হলকেন্দ্রিক। জানালেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আসিবুল ইসলাম। তিনি অমর একুশে হলের বাসিন্দা। বলছিলেন, 'যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়তাম, বড় ভাইদের মুখে শুনেছি, সব "সুখ" বাঁ পাশে আর "বিপদ" হলো ডানে। প্রথম প্রথম না বুঝলেও পরে বুঝেছি। ক্যাম্পাসে ঢোকার পথে বাঁ পাশে পড়ে সব হল আর ডান পাশে আছে একাডেমিক ভবনগুলো!'

পড়ালেখাকে 'বিপদ' মনে হওয়া তো ছাত্রজীবনেরই অংশ। 'বিপদ' পেরিয়ে দেশে-বিদেশে ভালো অবস্থানে আছেন কুয়েট থেকে পাশ?করা বহু প্রকৌশলী। বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন রোবোটিকস, প্রোগ্রামিংয়ের মতো প্রতিযোগিতায়। গবেষণা, আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন কেউ কেউ। এসবের ফাঁকে তাঁদের ক্যাম্পাস জীবন সম্পর্কে জানতেই হাজির হয়েছিলাম ১৮ এপ্রিল।

একুশে হলের আরাফাত রহমান, ফোয়াদ হাসান, ড. এম এ রশিদ হলের মো. হানিফ আলী, মুবিন হাসান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের মাহবুব রনি, ইমাম উল ফেরদৌসসহ অনেকের সঙ্গে কুয়েট ক্যানটিনে স্বপ্ন নিয়ে'র আড্ডাটা তখন জমে উঠেছে। জানালেন, কুয়েটে ছেলেদের ছয়টি ও মেয়েদের একটি হল আছে। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী পাচ্ছেন আবাসন-সুবিধা।

প্রায় সাড়ে ১৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাঙ্গণের যেদিকেই চোখ যাবে শুধুই সবুজ আর সবুজ। মাঝ বরাবর চলে গেছে কংক্রিটের রাস্তা। এসব দেখেই তো কুয়েটের প্রেমে পড়েছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফাইদিন এহসান। তিনি বলেন, 'ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেই পরিবারকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, যদি কুয়েটে সুযোগ পাই তাহলে এখানেই ভর্তি হব। আরও দুই-তিন জায়গায় সুযোগ পেলেও সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করিনি। রাতের কুয়েট আরও সুন্দর। শীতকালে ফুলের সমারোহ সৌন্দর্য আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।'

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) খুলনাকে উন্নীত করা হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাঁচটি বিভাগের অধীনে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার হাজারের বেশি।

শেষ বর্ষে পড়ুয়া ছাত্রী নুসরাত শারমিন বলছিলেন, 'ঢাকা থেকে খুলনায় পড়তে এসেছি। প্রথম প্রথম সমস্যা হলেও এখন ক্যাম্পাসের প্রেমে পড়ে গেছি। কিছুদিন পর ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভাবতেই মন খারাপ হয়।'

মন খারাপ হবে না-ইবা কেন? এই কয় বছরে কত স্মৃতি জমা হয়েছে তাঁদের ঝুলিতে! তড়িৎ এবং ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শেষ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী মুবিন হাসান গল্পে গল্পে জানালেন তাঁদের হলজীবনের নুডলস রান্না করার কাহিনি। পরীক্ষা শেষে হলের বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন নুডলস খাবেন। সেই অনুযায়ী সবার কাছ থেকে ৫০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হলো। কেনাও হলো নুডলস ও ডিম। জোগাড় হলো রান্নার সরঞ্জাম। কিন্তু রান্না করবেন কে? শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে একজন। একজন অন্তত রান্না করতে পারেন জেনে সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। শুরু হলো রান্না। তা-ও প্রেশারকুকারে! রান্না শেষে নুডলস খাবেন কী, সবাই মিলে 'ভিরমি' খাওয়ার জোগাড়! প্লেটের বস্তুটি নুডলস, খিচুড়ি না অন্য কিছু–সেটাই হয়ে গিয়েছিল গবেষণার বিষয়। চোখ বুজে খাওয়া শেষে সবাই অবশ্য রাঁধুনির পিঠ চাপড়ে দিতে ভোলেননি। হলের প্রতিদিনের একঘেয়ে খাবার থেকে মুক্তি পেতে শিক্ষার্থীরা মাস শেষের বিশেষ নৈশভোজের অপেক্ষায় থাকেন, এক ফাঁকে জানান আরাফাত হোসেন।

রাজনৈতিক গোলযোগ, মিটিং মিছিলের তোড়জোড় কুয়েটে খুব একটা নেই। তবে হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে রাতের বেলা মিছিল একটা হয় বটে। যন্ত্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী উল্লাস জানালেন সেই মিছিলের খবর। 'কারও জন্মদিন থাকলে আমরা তাঁকে ধরে নিয়ে যাই দোকানে। বেচারার টাকা শেষ না হওয়া খাওয়া দাওয়া চলে। এরপর রাতে ওই বন্ধুকে নিয়ে মিছিল বের হয়।'

মেয়েদের হলের আনন্দ-উচ্ছ্বাসগুলোর কথা বললেন শর্মিলা রাইসা নামের এক শিক্ষার্থী। শুরুতে গণরুমের মেঝেতে গাদাগাদি করে ৩০ জন একসঙ্গে থাকতেন। ওই সময় যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়েছিল, তাঁরাই এখন 'বেস্ট ফ্রেন্ড'।

কুয়েটে বর্তমানে আছেন প্রায় ২৯০ জন শিক্ষক। শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে জানালেন মাহবুব রনি। বলছিলেন, 'ক্লাসের পাশাপাশি পড়াশোনার সব ক্ষেত্রে স্যাররা সহযোগিতা করেন। উচ্চশিক্ষা থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরণেও আমাদের পরামর্শ দেন।'

শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে

মোহাম্মদ আলমগীর

উপাচার্য, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে আমাদের এখানে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের আওতায় শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ৩০০ ঘণ্টার একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা 'আইসিটি ইঞ্জিনিয়ারিং' পরীক্ষায় অংশ নেয়। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বিশ্বের যেকোনো দেশে প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণায় অংশ নিতে পারে।

কুয়েট ক্যাম্পাসে রাজনীতির চর্চা থাকলেও কোনো সংঘাত নেই। নেই কোনো সেশনজট। চার বছরের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করতে পারে। এমনকি এ বছর এক মাস আগেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ ছাড়া আমাদের ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ডিবেটিং সোসাইটি, আবৃত্তি সংগঠন, ফিল্ম সোসাইটি, ফটোগ্রাফিক সোসাইটি নিয়মিতই কোনো না কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

উৎসব

ধুন্ধুমার উটের লড়াই

উটের নাম শুনলে সৌদি আরব, মিসর বা আরব আমিরাতের কথা মাথায় এলেও উটের কুস্তি কিন্তু এ দেশগুলোর কোনোটায়ই হয় না। ধুন্ধুমার এ লড়াই দেখতে হলে যেতে হবে তুরস্কে।

দেশটির প্রায় আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য এটি। ওই সময়কার যাযাবর তুর্কিরা চালু করেছিল এ খেলা। শীত আর বসন্তকালজুড়ে প্রায় ৩০টি আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাছাই করা হয় সেরা লড়াকু উট। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আসর সেলকুক ক্যামেল রেসলিং ফেস্টিভাল। অনুষ্ঠিত হয় সেলকুক শহরে। সেখানে হাজির হয় ১৫০ থেকে ২০০ উট। দর্শকও থাকে হাজার বিশেক।

এবার আসা যাক লড়াইয়ের ময়দানে। আপাতদৃষ্টে শান্তশিষ্ট উট আচমকা কুস্তি শুরু করে কেন? উত্তর লুকিয়ে আছে বিবর্তনে। তাতে বলা আছে, ক্ষমতাবানের জয়! দুই উটের সামনে আনা হয় আরেক রূপবতী স্ত্রী উট। তাকে পাওয়ার তাড়নায়ই দুই পুরুষ উট শুরু করে কুস্তি। বিশেষ করে উট যখন প্রজনন ঋতুতে থাকে, লড়াইটা হয় তখনই। এ জন্য লড়াইয়ের আগে স্ত্রী উটদের নিয়ে একটা ছোটখাটো সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়।

লড়াই শুরু হতেই দুই উট গলা আর শরীর দিয়ে একে-অপরকে কুপোকাত করার চেষ্টা করতে থাকে। লম্বা গলা ও পায়ের কারণে লড়াইটা রক্তারক্তি পর্যায়ে যায় না। তবে ১০ মিনিটের এ কুস্তি যতক্ষণ চলতে থাকে, ততক্ষণ উটগুলো ঘিরে রাখে তাদের মালিকরা। কুস্তিতে যেন কোনো প্রাণী গুরুতর জখম না হয় তাই এ নিরাপত্তা। জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয় দুভাবে। কোনো উট ভয়ে পালিয়ে গেলে সে হারবে। আবার কোনো উট প্রতিপক্ষকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারলেও জয়ী ঘোষণা করা হবে তাকে। বিজয়ী উটের জন্য পুরস্কার তো আছেই, বাজারে তার দামও হয়ে যায় চড়া। কুস্তিতে জিতলেই সে উটের দাম স্থানীয় বাজারে কমপক্ষে ১৬ লাখ টাকা হয়ে যায়। তবে এর জন্য খাটনিও কম নেই। উটগুলোকে নিজের পরিবারের সদস্যের মতোই যত্নআত্তি করে মালিকরা। আর কুস্তির জন্য ওদের শরীরটাকে ছোট থাকতেই গড়েপিটে নিতে হয়।

তুরস্ক কিন্তু বেশ উৎসবপ্রেমী জাতি। উটের কুস্তি শুধু উটে সীমাবদ্ধ থাকে না। রাত-দিন চলতে থাকে বাদ্যবাজনা। তাতে আবার ভিনদেশি পর্যটকরাও অংশ নেয় সমানতালে। ময়দানের আশপাশেই রান্না হয় ঐতিহ্যবাহী খাবার। যে তালিকায় আছে কোফতা, কাবাব, বিশেষ ধরনের স্যান্ডউইচ ও অতিকায় রুটি। আরেক মজার বিষয় হলো, পর্যটকদের দেখলেই উটের মালিকরা চায়, তারা যেন উটের সঙ্গে একখানা করে ছবি তোলে। কেউ কেউ আবার পর্যটকদের গালে মেখে দিতে চান তাদের উটের থুথু। কারণ ওটা নাকি ত্বকের জন্য বেশ উপকারী! পর্যটকরাও আবার এক কাঠি সরেস। তারা উ!া মালিককেই বলেন, আগে তুমি মেখে দেখাও!

ধ্রুব নীল

সিঁড়ি

বাদাব-ই-সুরত

পাহাড়ের মাথা থেকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিঁড়ি বা সোপান। তার ওপর দিয়ে বইছে গরম পানির প্রাকৃতিক ঝরনা।

হঠাৎ করে দেখলে বোঝার উপায় নেই, প্রাকৃতিকভাবেই সিঁড়িগুলোর জন্ম। আর এগুলোর এমন বর্ণিল হয়ে ওঠার পেছনেও মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। বাদাব-ই-সুরত নামের প্রকৃতির এমনই এক বিস্ময়ের অবস্থান উত্তর ইরানের মাজানদারান প্রদেশে। সারি শহর থেকে দক্ষিণে ৯৫ কিলোমিটার গেলে তবেই দেখা মিলবে বাদাব-ই-সুরতের। এর পাথরের সোপানগুলো সৃষ্টির পেছনে মূলত রয়েছে দুটি গরম পানির ঝরনার খনিজ আর চুনাপাথর। ঝরনা দুটি আবার প্রাকৃতিকভাবেই একটি থেকে অন্যটি আলাদা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ৮৪০ মিটার উচ্চতায় পর্বতের গায়ে অবস্থান এদের। প্রথম ঝরনা থেকে লবণাক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে একটি ডোবা। রোগ থেকে মুক্তির ভেষজ পথ্য হিসেবে এই পানির বেশ কদর রয়েছে। বিশেষ করে বাতরোগ উপশমে সুনাম আছে। এ ছাড়া চর্মরোগ সারিয়ে তুলতেও নাকি এটি বেশ কার্যকর। দ্বিতীয় ঝরনাটির পানি কমলা রঙের এবং স্বাদে টক। পর্যটকরা চাইলে বাদাব-ই-সুরতের পাথরের সোপান ও ঝরনায় হাইকিং করতে পারেন। চারপাশের অপরূপ দৃশ্য দেখার পাশাপাশি গরম পানির ঝরনা দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন। পর্যটকরা ঝরনার ধারে-কাছে নির্ভয়ে ক্যাম্পিং করেও থাকতে পারেন।

চুনাপাথর আর খনিজ পানির মিশ্রণে সৃষ্টি হওয়া এমন সিঁড়ির অস্তিত্ব বাদাব-ই-সুরত ছাড়া আরো দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকার ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ম্যামথ গরম পানির ঝরনা এমনই একটি উদাহরণ। এর বাইরে চীনের হুয়াংলং ও তুরস্কের পামুকালের নামও আসবে। তবে পানির রঙের দিক থেকে বাদাব-ই-সুরতের সঙ্গে অন্য ঝরনাগুলোর পার্থক্য চোখে পড়ে। ম্যামথ, হুয়াংলং ও পামুকালের পানির রং মূলত সাদা ও নীল।

কমলাযুদ্ধ!

শুরুটা কিন্তু মোটেও উৎসবমুখর ছিল না। বহুকাল আগের কথা।

সালটা ১১৯৪। ইতিহাসবিদরা যত দূর জানেন, তখন ইতালিতে ছিল অত্যাচারী ডিউক গুইডো তৃতীয়র আমল। একপর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে জনরোষ ওঠে তুঙ্গে। ওঠার কারণও আছে বটে। অনেক ক্রূর আইন জারি করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে একটি হলো, শহরে কোনো তরুণীর বিয়ে হলেও তাকে প্রথম রাত কাটাতে হবে গুইডোর কাছে। তো ওই বছরের একদিন বিয়ে হয় ইভরিয়া শহরের তরুণী ভায়োলেত্তার। সম্রাটের আদেশমতো তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো প্রাসাদে। ভায়োলেত্তা আবার বেজায় সাহসী। মনে মনে ফন্দি আঁটে সে। সম্রাটের শয়নকক্ষে যাওয়ার পরই মওকা খুঁজতে থাকে। পেয়েও যায়! এক কোপে ফেলে দেয় গুইডোর মুণ্ডু। খবরটা বাইরে ছড়াতেই জনগণের মধ্যে দেখা দেয় উৎসবমুখর এক যুদ্ধের আমেজ। মুহূর্তে প্রাসাদ ঘিরে ফেলে জনতা। গুঁড়িয়ে দেয় রাজত্বের নিশান। ভায়োলেত্তা তাদের কাছে হয়ে ওঠে প্রতিবাদের প্রতীক। সেই ভায়োলেত্তার সৌজন্যেই তারা শুরু করে আজব এক উৎসব। একদল সাজে সম্রাটের বাহিনী, আরেকদল প্রতিবাদকারী। এরপর শুরু হয় গোলা ছোড়াছুড়ি। অবশ্য ওই গোলা বারুদ বা পাথরের নয়, ছিল শিম, আপেলসহ নানা ধরনের ফল আর সবজি! ১৯০০ সালের দিকে এসে পাকাপোক্ত হয়, অন্য কিছু নয়, ছোড়া হবে কমলা।

সেই থেকে ইতালির ইভরিয়ায় প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারির শেষ দিককার রবি, সোম ও মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় এই কমলাযুদ্ধ। মঙ্গলবার এক সুবিশাল প্রতীকী শেষকৃত্য আয়োজনের ভেতর দিয়ে শেষ হয় উৎসব।

এখন অবশ্য দুটি-তিনটি নয়, ৯টি বাহিনী সাজানো হয় কমলাযুদ্ধের জন্য। প্রত্যেকের আছে আলাদা যুদ্ধের সাজ। আগের সেনাদের মতো বর্ম আর বিশেষ ধরনের হেলমেটও পরতে হয়। কমলার আঘাত তো আর একেবারে ফেলনা নয়। তিন দিনের এ 'যুদ্ধে' নষ্ট হয় প্রায় আড়াই লাখ কেজি কমলা! উৎসবের আগেই উৎসব কমিটি শয়ে শয়ে কমলার বাক্স এনে হাজির করে নগরীর ফুটপাতের মোড়ে মোড়ে। কমলা ছোড়া তো আছেই, সঙ্গে খানাপিনা আর কুচকাওয়াজটাও বাদ যায় না। পরের কয়েকটা দিন অবশ্য নগরের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নাভিশ্বাস ওঠে কমলা পরিষ্কার করতে গিয়ে। -**নূসরাত জাহান নিশা**

শপিংয়ে বিষ!

শাহাদাত ফাহিম

জনাব আলাভোলা সাহেব মার্কেটের সিঁড়ির নিচে লেপ্টে বসে কপাল থাপড়িয়ে বিলাপ করে কেঁদে যাচ্ছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। কাঁদছেন আর আক্ষেপ করে বলছেন, 'গতবার কী ভুলটাই না করলাম!'

দৃশ্য দেখে জড়ো হওয়া ক্রেতারা জানতে চাইলেন, 'গতবার কী ধরনের ভুল করেছেন?' উত্তরে তিনি কান্নারত অবস্থায় যা জানালেন, তার তর্জমা এমন, গতবারও তার স্ত্রী এবারের মতো করে একটি টালি খাতা তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, এই খাতা পুরোটাই ঈদ-শপিংয়ের ফর্দ। এখানে যা যা লেখা রয়েছে, তার সবই যেন বাসায় আসে এবং কোনো আইটেমই যেন বাদ না পড়ে যায়। বাদ পড়লে তাকেও বাসায় থাকার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ বাসাটি তার হলেও তিনি বাসায় থাকার যোগ্যতা হারাবেন।

স্ত্রীর হুমকি মোতাবেক তিনি টালি খাতাটি বগলদাবা করে মার্কেটে গিয়েছিলেন। গিয়ে খাতা দেখে দেখে এক-একটি করে পণ্যের দাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। তবে যতবার পণ্যের দাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, ততবারই তিনি তৎক্ষণাৎ বুকে থুথু ছিটিয়েছিলেন। কারণ একেকটি পণ্যের যা দাম, তাতে ভীতসন্ত্রস্ত বুকে থুথু দেওয়া ছাড়া তখন আর করার কিছুই ছিল না। এভাবে থুথু ছিটাতে ছিটাতে যখন তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তখন তার দমটাও কেমন যেন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ভাবলেন, যাক, এই সুযোগে দম বন্ধই হয়ে যাক। তাহলে তিনি বড় বাঁচাই বাঁচতে পারবেন। কারণ এই ফর্দ মতো ক্রয়ের সামর্থ্য তার নেই। সামর্থ্যহীন আলাভোলা সাহেব বিপদের মাইনকা চিপা থেকে উদ্ধারের কোনো পথ আবিষ্কার করতে না পেরে শেষমেশ রওনা দিলেন বিষ বিক্রেতার দোকানে। কিন্তু বিধিবাম। বিষের দাম সম্পর্কে তার যে ধারণা ছিল, বাস্তবে তার আটগুণ বেশি দাম। তিনি ভাবলেন সামান্য জান কোরবানের জন্য এত দাম দিয়ে বিষ কেনার মানে হয় না। ফলে বিষ আর কিনলেন না তিনি।

ঘটনার পর এই ঈদ পর্যন্ত তিনি এক মহূর্তের জন্যও তার বাসায় ঢুকতে পারলেন না। বাসায় ঢোকার জন্য ব্যাকুল আলাভোলাকে এই ঈদে তার স্ত্রী গত ঈদের মতোই একটি টালি খাতা পাঠিয়ে দিল। আর শর্ত দিয়ে জানাল যে, বাসায় ঢুকতে চাইলে যেন তালিকার পণ্যগুলো নিয়ে হাজির হন। ব্যাকুল আলাভোলা বাধ্য হয়ে রাজি হলেন। গিয়ে পৌঁছেন শপিংমলে। টালি খাতার প্রথম পণ্যটির দাম জিজ্ঞেস করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় প্রথম আসমানের পুরোটি একসঙ্গে ভেঙে পড়ে। দোকান পরিবর্তন করে দ্বিতীয় পণ্যটির দাম জানতে চাইলেন। আর এবার ভেঙে পড়ে দ্বিতীয় আসমানটি। এভাবে সাতটি আসমানই এক-এক করে তার ছোট্ট মাথায় ভেঙে পড়ে। অবশেষে বাসায় প্রবেশের আশা বাদ দিয়ে রওনা হলেন গতবারের সেই বিষের দোকানের দিকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বিষের যে দাম শুনেছেন, তাতে ভেঙে পড়ার জন্য আসমান আর না থাকায় পায়ের নিচের জমিন সরে যেতে থাকে। গতবার যে দামে ক্রেতা বিষ বিক্রি করতে চেয়েছিল এবার সেই দামে কিনতে চেয়েও পেলেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি উপায়ন্তর না পেয়ে মার্কেটের সিঁড়ির নিচে বিলাপ করে চলেছেন। বলছেন, গতবার বিষ না কিনে মস্ত ভুলটাই করলেন জনাব আলাভোলা।

কারাগার

কারাগার না পাঁচ তারকা হোটেল!

ছোট্ট সবুজ লনের পরেই এক সুদৃশ্য কংক্রিটের বি।ং। সামনের পুরোটাই কাচ দিয়ে ঘেরা।

দেখলে মনে হবে নির্ঘাত বড় কোনো কম্পানির অফিস। কিংবা বড় কোনো লাইব্রেরিও মনে হতে পারে। কিন্তু ওটা একটা জেলখানা। নাম জাস্টিস সেন্টার লিবেন। অস্ট্রিয়ার স্টিরিয়া অঞ্চলের লিবেন শহরে অবস্থিত বলে নামের শেষে লিবেন জুড়ে গেছে। আসল নাম জাস্টিস সেন্টার, অস্ট্রিয়ান ভাষায় জাস্টিজেনট্রাম। বাংলায় বলা যায়, ন্যায়বিচারকেন্দ্র। কিন্তু ওই কারাগারে আসলে কতটুকু ন্যায়বিচার হচ্ছে, সেটি এক প্রশ্ন বটে। কারাগারের বিষয়টিই তো হলো যে অপরাধ করেছে, তাকে শাস্তি হিসেবে আটকে রাখা। যাতে বন্দিদশায় থেকে উপলব্ধি করতে পারে, সে যেটা করেছিল ভুল করেছিল। কিন্তু লিবেনের এই জাস্টিস সেন্টারে গিয়ে উ!া মনে হতে পারে, অপরাধ করে ভালোই হয়েছে। নইলে কি আর মুফতে এমন আরামদায়ক জায়গায় থাকা যেত!

হ্যাঁ, ঘটনাটি আসলেই সে রকম। লিবেনের এই জাস্টিস সেন্টারকে জেলখানা না বলে বলা উচিত একটা বিলাসবহুল হোটেল। কোন সুবিধাটি নেই এখানে! প্রত্যেক কয়েদির জন্য আলাদা আলাদা ঘর আছে। তাও ঘিঞ্জি ও স্যাঁতসেঁতে নয়। প্রতিটি ঘরে প্রচুর প্রাকৃতিক আলো আসার ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে আছে লাগোয়া বারান্দা। প্রতিটি কামরায় নিজে নিজে রান্না করার সুবন্দোবস্ত আছে। এমনকি কয়েদিদের

অতিথি এলে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করার জন্য বসার আলাদা জায়গাও আছে। প্রতিটি ঘরে টিভিও আছে। জেলখানাটিতে কয়েদিদের জন্য জিম আর স্পোর্টস সেন্টারও আছে।

জেলখানাটির নকশা করেন জোসেফ হোহেনসিন। বানানো শেষ হয় ২০০৪ সালের নভেম্বরে। বেশ বড় হলেও এখানে জায়গা হয় মাত্র ২০৫ জন কয়েদির। এত অল্পজনের জন্য এত বড় আর এত সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন কারাগার অস্ট্রিয়ার সরকার কেন বানাতে গেল, সেও এক প্রশ্ন বটে। তবে সেটা খুব বড় রহস্য মনে হবে না, যখন জানবেন পৃথিবীর সবচেয়ে কম অপরাধপ্রবণ দেশগুলোর একটি এই অস্ট্রিয়া। সরকারও তাই অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার বদলে তাদের শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিতেই বেশি আগ্রহী। সে জন্যই এমন আরামদায়ক জেলখানার বন্দোবস্ত করা।

সব মিলিয়ে জেলখানাটিকে আগামী দিনের কারাগারের প্রতিনিধি বলেই মনে করা হয়। ধরে নেওয়া হয়, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সব কারাগারই জাস্টিস সেন্টার লিবেনের মতো করে গড়ে তোলা হবে। তবে বিপক্ষেও মত আছে। কারণটিও সহজ, অপরাধ করে যদি এমন আরামের জীবন যাপন করা যায়, তাহলে তো বরং মানুষ অপরাধ করতে আরো উৎসাহিতই হবে। -*নাবীল অনুসূর্য*

বাবার পায়ে ছেলের দৌড়

১০ জানুয়ারি ১৯৬২। ডিক হয়েট ভীষণ উত্তেজিত।

তিনি বাবা হতে চলেছেন। আনন্দে কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। একটু পরে অবশ্য তাঁর সব আনন্দ উবে গেল। ডাক্তাররা জানালেন, তাঁর ছেলে হয়েছে বটে, কিন্তু অবস্থা সুবিধার নয়। নাড়ি নাকি ঘাড়ের কাছে পেঁচিয়ে গিয়েছিল। ফলে মস্তিষ্কে ঠিকমতো অক্সিজেন সরবরাহ হয়নি। এতে মস্তিষ্ক ঠিকঠাক মতো মাংসপেশিগুলোর কাছে বার্তা পাঠাতে পারছে না। তাই ছেলেটিও হাত-পা নাড়াতে পারছে না।

এই রোগের নাম সেরিব্রাল পালসি। এই রোগে রোগীর যে অঙ্গ নাড়ানোর ক্ষমতা চলে যাবে, তা সারা জীবনের জন্যই যাবে। আর তাঁদের ছেলে তো শরীরের কোনো অঙ্গই নাড়াতে পারে না। এমনকি কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। ডাক্তাররা তাই তাকে বাসায় না রেখে পাকাপাকিভাবে কোনো বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ডিক তেমনটা ভাবছিলেন না। ঠিক করলেন, তাকে বাসায়ই রাখবেন। তাঁদের ছেলেকে তাঁরাই মানুষ করবেন। স্ত্রী জুডিও তাতে সায় দিলেন। বাবার সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম রাখা হলো রিক। রিচার্ড ইউজিন হয়েট ওরফে ডিকের ছেলে রিচার্ড ইউজিন হয়েট জুনিয়র ওরফে রিক।

রিক কোনো সাড়াশব্দ করতে পারত না বটে, তবে চোখের মণিটা নাড়াতে পারত। আর দু-এক দিন যেতে না যেতেই ডিক খেয়াল করলেন, রিক কিন্তু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা দিন মা-বাবাকে দেখার চেষ্টা করে। মানে ওর মস্তিষ্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চালাতে পারে না বটে, কিন্তু কাজ করে ঠিকই। অর্থাৎ রিককে কিছুটা হলেও সুস্থ করে তোলা সম্ভব। ব্যস, শুরু হয়ে গেল বাবার সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রামে তাঁর সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন জুডি।

প্রথম প্রথম অবশ্য ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর ছিল। রিক তো কিছুই করতে পারে না। ওর যা বলার, সব বলে শুধু দুই চোখ দিয়ে। তা দিয়েই ডিক আর জুডিকে সব বুঝে নিতে হয়। তবে চেষ্টা করে করে তাঁরা রিককে বর্ণমালা শিখিয়ে ফেললেন। তারপর একটা একটা করে শিখিয়ে ফেললেন অনেক শব্দ। তাতে অবশ্য খুব যে লাভ হলো, তা নয়। কারণ বলা-লেখা তো দূরে থাক, রিক যদি একটি কাগজ নিয়ে তাতে একটি শব্দ দেখাতে চায়, সেটিও ওর জন্য খুবই কঠিন একটি কাজ। তার সমাধান করতে তাঁরা এবার টাফটস ইউনিভার্সিটির কিছু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য নিলেন। ১৯৭২ সালে রিকের জন্য বিশেষভাবে বানানো হলো একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ কম্পিউটার। খরচ পড়ল প্রায় পাঁচ হাজার ডলার। সে কম্পিউটার জুড়ে দেওয়া হলো রিকের হুইলচেয়ারে। ওর হাতটা যেখানে থাকে, সেখানে একটা হেডপিসের মতো অংশ আছে। সেটি দিয়ে সে বিভিন্ন বর্ণ সিলেক্ট করতে পারে। সেগুলো দিয়ে বানাতে পারবে শব্দ। তারপর বাক্য। সেই কম্পিউটার দিয়ে ও প্রথম যে শব্দ উচ্চারণ করল, সেটি সবাইকে রীতিমতো চমকে দিল। হয়েটদের বাসা বোস্টনে। বোস্টনের হকি দলের নাম বোস্টন ব্রুইন্স। আর রিক সব বাদ দিয়ে প্রথমেই বলে বসল 'গো ব্রুইন্স'। মানে নিজে নড়াচড়া করতে না পারলে কী হবে, খেলাধুলার প্রতি রিকের ভীষণ আগ্রহ।

এভাবে রিক কথাবার্তা বলা শিখল। তারপর শুরু হলো ওর বাবার সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়। রিককে একটা স্বাভাবিক সামাজিক জীবন দেওয়া। বছর তিনেক সংগ্রাম করার পর তিনি রিককে একটা পাবলিক স্কুলে ভর্তি করাতে পারলেন। আর রিকও তাঁকে হতাশ করেনি। স্কুল পেরিয়ে, হাই স্কুল পেরিয়ে ভর্তি হন বিশ্ববিদ্যালয়েও। ১৯৯৩ সালে রিক বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেন। আর এর বছর দুই পরে ১৯৯৫ সালে মার্কিন বিমানবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেন ডিক। অবশ্য এর অনেক আগেই ডিকের আসল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। শুরুটা হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। সে বছর এক মার্কিন খেলোয়াড় প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সাহায্যার্থে একটি চ্যারিটি দৌড়ের আয়োজন করা হয়। ছোট দৌড়, মাত্র পাঁচ মাইল। রিক বাবার কাছে আবদার করে বসল, সেও এই দৌড়ে অংশ নিতে চায়।

কিন্তু সে কী করে সম্ভব? রিক তো পা নাড়াতেই পারে না। তবে ডিক কিন্তু একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেললেন। রিক দৌড়াতে পারে না তো কী হয়েছে, ডিক তো দৌড়াতে পারেন। যথাসময়ে তিনি রিককে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন। তারপর সবাই যখন নিজেদের পায়ে দৌড়াতে শুরু করল, রিক দৌড় শুরু করল তার বাবার পা দিয়ে। তার বাবাই তাকে হুইলচেয়ার ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিতে লাগলেন। সবার বিপুল উৎসাহের মধ্য দিয়ে তারা পাঁচ মাইল পাড়িও দিলেন। এমনকি একজনকে পেছনেও ফেললেন বাপ-বেটা। তবে এগুলো কোনোটিই নয়, ডিকের মন খুশিতে ভরে উঠল দৌড় শেষে রিকের কথা শুনে, 'বাবা, যখন দৌড়াচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল আমি প্রতিবন্ধী নই।'

ব্যস, এতেই পাং! গেল সব। ডিক বুঝে গেলেন, ছেলের জন্য তাঁকে কী করতে হবে। এর পর থেকে এই বাপ-বেটা জুটি বেঁধে একের পর এক প্রতিযোগিতায় দৌড়াতে লাগলেন। শুধু দৌড়ই নয়, তাঁরা ডুয়েথলন (দুটি রেসে অংশ নেওয়া)-ট্রায়াথলনে (তিনটি রেসে অংশ নেওয়া) অংশ নিতে লাগলেন। মানে ডিক শুধু রিকের হুইলচেয়ার ঠেলে ঠেলে দৌড়েই ক্ষান্ত দিলেন না, ডুয়েথলন-ট্রায়াথলনে নৌকাবাইচ আর সাইকেল রেসও করতে লাগলেন। ডিক নৌকাবাইচের সময় রিককে নৌকায় চড়িয়ে একাই নৌকা বেয়ে যান। আবার সাইকেল রেসের জন্য বানিয়ে নিলেন দুই সিটের একটি বিশেষ সাইকেল। যেটিতে রিককে সামনে চড়িয়ে পেছন থেকে ডিক একাই সাইকেল চালান। এমনকি এভাবে ডিক ছেলেকে নিয়ে মোট ছয়টি আয়রনম্যান ট্রায়াথলনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ১৯৯২ সালে ছেলেকে নিয়ে পুরো আমেরিকা ঘুরে এসেছেন দৌড়ে আর বাইক চালিয়ে। মাত্র ৪৫ দিনে পাড়ি দিয়েছেন তিন হাজার ৭৩৫ মাইল পথ।

এ পর্যন্ত বাপ-বেটা এক হাজারেরও বেশি প্রতিযোগিতায় দৌড়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে রিকের সবচেয়ে পছন্দ বোস্টন ম্যারাথন। তাঁরা প্রতিবছরই মহা উৎসাহে বোস্টন ম্যারাথনে দৌড়ান। ২০০৯ বোস্টন ম্যারাথন ছিল তাঁদের হাজারতম প্রতিযোগিতা। এখন অবশ্য ডিকের বয়স হয়ে গেছে। আগের মতো আর রিককে নিয়ে এত লম্বা পথ দৌড়াতে পারেন না। ২০১৪ বোস্টন ম্যারাথন দিয়ে তাই তিনি লম্বা দৌড়ের ইতি টেনেছেন। এখন বড় দৈর্ঘ্যের দৌড়ে রিককে ঠেলার কাজ করে হয়েট ফাউন্ডেশন বোস্টন ম্যারাথন টিমের আরেক সদস্য ব্রায়ান লিওন্স। তবে ছেলের সঙ্গে দৌড়ানো এখনো একেবারে ছেড়ে দেননি ডিক। এখনো তিনি রিককে নিয়ে ছোটখাটো দৌড়ে অংশ নেন। আর ছেড়ে দেবেনই বা কেন, তাঁর ছেলের যে এটা খুবই পছন্দ। এতটাই যে রিককে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমাকে যদি শুধু একটা কাজের সুযোগ দেওয়া হয়, তুমি কী করবে? সে চোখ বন্ধ করে উত্তর দিয়েছিল, 'বাবাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাব।'

একজন বাবার জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে!

নাবীল অনুসূর্য

আমার বাবার চিঠি

ছোটবেলায় অরুচি বলে আমার মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল, ফলে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি ছিল আমার তীব্র অনীহা। আম্মা প্লেটে ভাত নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার পাশে বসে থাকতেন আর ক্ষ্যাপা গলায় ঘর কাঁপিয়ে বলতেন 'খা খা। নয়তো গলা টিপে মেরে ফেলব।' আম্মার সেই ভয়ঙ্কর বাণী কানে প্রবেশ করলেও স্বভাবজাতভাবে আমার গলা দিয়ে খাবার নামত না। অথচ চকলেট, আচার, বুট-বাদাম কিংবা আইসক্রিম সাবাড় করে ফেলতাম চোখের পলকে। কিন্তু ভাতের সঙ্গে শাক-সবজিসহ পুষ্টিকর খাবারে আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না বলে শরীরখানা দিন দিন হয়ে উঠত কঙ্কালসার। পুষ্টিহীনতায় ভুগতে ভুগতে আমার হাত পা এতটাই চিকনা লিকলিকে হয়ে যেত যে আড়ালে থেকে দুষ্ট ছেলেরা আমাকে 'টেলি সামাদ' বলে ক্ষ্যাপাত। টেলি সামাদ কী জিনিস, তখনো জানতাম না। অনেকদিন পর জেনেছি টেলি সামাদ নামে একজন কৌতুক অভিনেতা আছেন, যার শরীর অবিকল আমার মতো।

আব্বা তখন প্রবাসী। খালাদের কাছে শুনেছি আব্বা আমাকে ভীষণ আদর করতেন। খালাদের সেসব কথা শতভাগ তখন সত্য মনে হতো, যখন একমাস পর পর আম্মার কাছে আসা আব্বার চিঠিতে আমার কথাই বেশি লেখা থাকত। আমাকে যেন পুরোপুরি মাতৃস্নেহ ঢেলে দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে আব্বার তার দীর্ঘ চিঠির লাইনে লাইনে আম্মাকে আকুল আহ্বান করতেন।

একদিন বিকেলে আম্মা আমাকে নতুন জামা পরিয়ে দিলেন। পাশাপাশি আমার সাজসজ্জার বাহার দেখে বুঝলাম আমরা কোথাও যাচ্ছি। আম্মা নিজেও আলমারিতে তুলে রাখা নকশী শাড়িটি পরে আর মুখে ভারী মেকআপ মাখতে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে উৎসবের মতো লাগল। আমরা কোথাও যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি?

আম্মা বললেন, 'আমরা স্টুডিওতে যাচ্ছি ছবি তুলতে। তোর বাবা তোর ছবি চেয়েছেন। এখনি আমরা আমিশাপাড়া ঝুমকা স্টুডিওতে যাব।'

সেদিনই জানলাম 'স্টুডিও' বলে এই পৃথিবীতে কিছু একটা আছে, যেখানে ছবি তোলা হয়। বিকেল বেলা আম্মা আমাকে নিয়ে স্টুডিওতে গেলেন এবং আমরা মা ছেলে মিলে অনেকগুলো ছবি তুললাম।

সপ্তাহ খানেক পর সে চিঠি খামে ভরে ডাক যোগে আব্বার কাছে প্রবাসে পাঠানো হল। তার কয়েকদিন পর আব্বার জবাব এলো। আব্বার সে চিঠি পড়ে আম্মার কোনো এক অজানা কারণে আমাকে বেশ মারধর করতে লাগলেন। এক প্লেট ভাত আর শাক-সবজি এনে বললেন–'আজ থেকে তিন বেলা

এগুলো খাবি। নয় তো গলা টিপে...।' কথা শেষ না করেই আম্মা কষে এক চড় বসিয়ে দিলেন আমার গালে। আমাকে অকারণে কেন মারা হচ্ছে, জানলাম না। অবাক হলাম।

সেই রহস্য উদঘাটন হলো অনেকদিন পর। ততদিনে আমি বিদ্যা পাঠে মনোযোগী হতে হতে বাংলা রিডিং পড়া শিখে গেছি। আম্মা সেদিন কেন আমায় এভাবে মেরেছেন, সেটা জানাতে ছোট খালা বললেন, 'তোমার বাবার চিঠিটা পড়ো।'

প্রবাসে আব্বার কাছে আমার ছবি পাঠানোর পর যে জবাব পত্র এলো, সেখানে আব্বা লিখেছেন–'শাহনাজ, আমি বড়ই কষ্ট পাইলাম আমার ছেলের ছবিগুলি দেখিয়া। আমার ছেলের শরীরের এ হাল করিয়াছ কেন? মনে হচ্ছে ওর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তোমার গাইড একেবারে নেই। গায়ে তো ওর হাড্ডি ছাড়া একখণ্ড মাংসও নেই। আমি ধারণা করিতে পারি গায়ের শার্ট খুললে এই ছেলের হাড্ডিগুলি গুনিয়া শেষ করিতে এক মিনিটও লাগিবে না। শরমে আমি আমার ছেলের ছবি কলিগদেরকে দেখাইতে পারিতেছি না। আমি যে এত টাকা পাঠাই, তা দিয়া কী করো? বাজারে কী হরলিক্সের ঘাটতি দেখা দিয়াছে? অন্যদিকে তোমার ছবি দেখিয়া মনে হইল তুমি আমার ছেলের পিছনে টাকা খরচ না করিয়া নিজের জন্য বিউটি পার্লারে সব টাকা খরচ করো। তোমার মুখের মেকআপ আর সাজসজ্জা সেটা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া ছাড়ে। না খাইয়ে খাইয়ে আমার ছেলেকে বানাইছ টেলি সামাদ আর পার্লারে গিয়া তুমি হইছ শ্রীদেবী। না, আর টাকা পাঠাইব না।'

আব্বার চিঠিখানা পড়ে বুঝলাম সেদিন আম্মা কেন আমাকে এত মেরেছেন! অথচ আমার শারীরিক অবনতিতে যে আম্মার কোনো দোষ নেই, সেটা আব্বা কতদিনে বুঝলেন কে জানে।

- জোবায়ের রাজু, আমিশাপাড়া, নোয়াখালী।

বাপ-ছেলে

রুবেল কান্তি নাথ

বাবা ও ছেলের মজার কাণ্ডকারখানারই সমাবেশ করা হয়েছে এখানে–

■ পরীক্ষার আগের দিন বাবা ছেলেকে বলছিল, 'কী পড়ছিস এত মন দিয়ে?'
ছেলে বলল, 'বান্ধবীর এসএমএস!'

■ এক ছেলে ক্লাসে গল্প করছিল, 'আমার বাবা এত লম্বা যে, ফ্লোরে দাঁড়িয়ে সিলিং ফ্যান হাত দিয়ে থামিয়ে দিতে পারেন।'
আরেক ছেলে বলল, 'আমার বাবা তোর বাপের মতোই লম্বা, তবে অত খচ্চর না!'

■ এক ছেলের বাবা দৌড়াতে দৌড়াতে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলল, 'ডাক্তার সাহেব, আমার ছেলেটা বুলেট খেয়ে ফেলেছে।'
ডাক্তার বললেন, 'অসুবিধা নেই। তবে সাবধান, দেখবেন কেউ যেন ট্রিগার টিপে না দেয়!'

■ বাবা-মা ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তাই তিন বছরের ছেলেটার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন।
তিনটি জিনিস টেবিলের উপর রাখলেন। টাকা, ধর্মগ্রন্থ ও মদের বোতল। এবং স্থির করলেন, ছেলে যদি টাকা ধরে, তাহলে

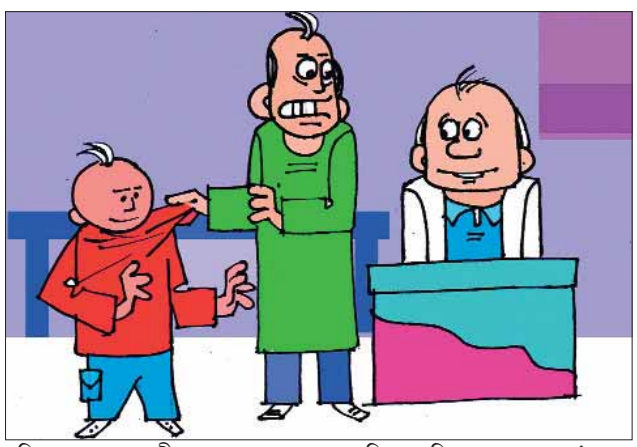

ভবিষ্যতে তার ব্যবসায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।
যদি ধর্মগ্রন্থ ধরে, তাহলে ধার্মিক হবে।
যদি মদ ধরে, তাহলে ছেলে রসাতলে যাবে।
জিনিস তিনটি টেবিলে রেখে ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া হলো।
আশ্চর্য! ছেলে একই সঙ্গে তিনটি জিনিসই ধরল।
ছেলের বাবা চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'যা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম তাই-ই হয়েছে। ছেলে রাজনীতিবিদ হবে!'

■ এক ভদ্রলোক তার কলেজপড়ুয়া ছেলের জন্য পরামর্শ চাইতে গেছেন পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে। অনেক কথার পর ভদ্রলোক বললেন, 'ছেলেকে আর কতদিন পর বিয়ে করাতে পারব?'
'পরিপূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ছেলেকে বিয়ে করাবেন না,' পণ্ডিত মশাই উত্তর দিলেন।
ভদ্রলোক বললেন, 'পরিপূর্ণ জ্ঞান হলে কি ছেলে বিয়ে করতে চাইবে?'

■ এক যুবক ছেলে তার দাদুকে জিজ্ঞেস করল, 'দেখো তো, ভোটার হওয়া যায় আঠারো বছর হলে। অথচ বিয়ে করতে বয়স লাগে একুশ বছর। বিয়ের বয়সটাও তো আঠারো হতে পারত?'
দাদু বললেন, 'সরকার ঠিক কাজটাই করেছে। কারণ সরকার জানে দেশ চালানোর চেয়ে বউ চালানো অনেক কঠিন। তাই ওটা একটু পরে হলেই ভালো হয়!'

ঠাট্টার বয়স ৪০০

ঠাট্টা নিয়ে কথা হচ্ছিল কতিপয় ঠাট্টাপড়ুয়াদের মধ্যে। আমি বললাম, 'যাই বলিস তোরা, ঠাট্টা কিন্তু অন্যরকম এক উচ্চতায় চলে গেছে।'

একজন বলল, 'ঠাট্টা তো অনেকদিন ধরেই অন্যরকম উচ্চতায় অবস্থান করছে। এটা নতুন করে বলার কিছু নেই।'

আমি অবাক হলাম, 'ঠাট্টা অনেকদিন ধরে অন্যরকম উচ্চতায় অবস্থান করছে মানে?'

সে বলল, 'ঠাট্টার অফিস ১২তলায়, এটা তো নতুন খবর না। আমার জানামতে বাংলাদেশের ফান ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একমাত্র ঠাট্টার অফিসই ১২তলায়। তো যে ম্যাগাজিনের অফিস এত উপরে, সেটি অন্যরকম এক উচ্চতায় অবস্থান করবে, এটা তো বলাই বাহুল্য।'

আমি বললাম, 'আমি শুধু অফিসের উচ্চতার কথাই বলছি না রে পাগলা। ঠাট্টা অন্যভাবেও অন্যরকম উচ্চতায় চলে গেছে।'

প্রশ্ন এলো, 'কীভাবে?'

আমি বললাম, 'কীভাবে আবার! আমাদের প্রিয় শহর, প্রাণের শহর হলো এই ঢাকা। কাকতালীয় এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, ঢাকা শহরের বয়স যা, তার সঙ্গে মিলে গেছে একমাত্র ঠাট্টার বয়স। অর্থাৎ রাজধানী ঢাকার বয়সও ৪০০, ফান ম্যাগাজিন ঠাট্টার বয়সও ৪০০।'

এবার একজন বলল, 'ভাগ্য ভালো, ফানম্যাগাজিনদের মধ্যে বিয়ের প্রবণতাটা নেই। যদি বিয়ের প্রবণতা থাকত, তাহলে ঠাট্টার জন্য কনে খুঁজে পাওয়াটা দুষ্কর হয়ে যেত। কেন দুষ্কর হয়ে যেত জানেন? এমন প্রবীণের হাতে কেউ কনে তুলে দিত না।'

এখন যার কথা বলব, তিনি এমনিতে ঠাট্টা পড়েন না। তবে খোঁজখবর রাখেন। পেশায় তিনি একজন ডাক্তার। পেশাগত কারণেই তার মেজাজ-মর্জি খুব গুরুগম্ভীর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো কারণে তাকে বেশ হাসিখুশি অবস্থায় পাওয়া গেল।

কথায় কথায় তিনি বললেন, 'আপনাদের ঠাট্টার ব্যাপারে আমি যতটুকু খোঁজখবর পেলাম, তাতে তো আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী ধরনের দায়িত্ব বলেন তো!'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'না, তেমন কিছু না। ডাক্তার হিসেবে আমি নরমালি যেটা করি, সব রোগীর প্রেসক্রিপশনেই কিছু পথ্য লিখে দিই। বিশেষ করে কোন ওষুধ কয়বেলা খেতে হবে, সেটা তো অবশ্যই লিখতে হয়, লিখি। তো আজকাল পানসে মুখের কিছু রোগী দেখলেই মানে যাদের মুখে হাসির চি! ও দেখা যায় না, তাদের প্রেসক্রিপশনে 'প্যারাসিটামল দুই বেলা' লিখি বা না লিখি অবশ্যই এই কথাটা লিখি, 'ঠাট্টা দুইবেলা।' ঠিক আছে না?'

গেঁটেবাত থেকে মুক্তি পেতে

ঢাকা, ১২ জুন : হঠাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলে তীব্র ব্যথা, আঙুলের গোড়া ফুলে যাওয়া, লাল ও গরম হয়ে যাওয়া গাউট বা ইউরেট ক্রিস্টাল প্রদাহজনিত গেঁটেবাতের লক্ষণ। খাদ্যের পিউরিন বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে ইউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয় যা রক্তে মিশে অবশেষে প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই ইউরিক অ্যাসিড দেহে অতিরিক্ত তৈরি হলে বা কিডনির অকার্যকারিতার কারণে শরীর থেকে বের হতে না পারলে তা রক্তে জমা হতে থাকে। একপর্যায়ে সন্ধির ভেতর ইউরেট ক্রিস্টাল তৈরি হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করে ও বাত হয়। তবে খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপনে কিছুটা পরিবর্তন এনে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে গেঁটেবাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন তরলজাতীয় খাবার বেশি গ্রহণ করতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে অ্যালকোহল, মুরগির চামড়া, মগজ, গিলা, কলিজা, চর্বিযুক্ত গরু-ছাগলের গোশত, হাঁসের গোশত ইত্যাদি। খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে মাছের মাথা, চিংড়ি, কাঁকড়া, মসুর ডাল, অড়হর ডাল, টিনজাত খাবার এবং টমেটোর সস। আমিষ গ্রহণ করতে হবে পরিমাণ মতো, কমও নয় আবার বেশিও নয়। ওজনাধিক্য থাকলে তা ডায়েটের মাধ্যমে কমিয়ে আনতে হবে। ইন্টারনেট।

হেলথ টিপস : চিকুনগুনিয়ার ব্যথায় কী করবেন

ঢাকা, ১৮ জুন : চিকুনগুনিয়া নামক ভাইরাস জ্বরের ব্যাপক প্রকোপ দেখা যাচ্ছে এবার। ভাইরাসজনিত এই জ্বরটি প্রাণঘাতী না হলেও এই রোগে আক্রান্তরা তীব্র থেকে তীব্রতর অস্থিসন্ধি বা জয়েন্ট ব্যথায় ভুগে থাকেন। সাধারণত এই জ্বর দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে গেলেও সন্ধির ব্যথা মাসব্যাপী রোগীকে কষ্ট দিতে থাকে। তাই ব্যথার কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে কিছু পদপে নেয়া যেতে পারে : ১. আক্রান্ত জয়েন্টে বরফ সেঁক দিলে তা খুব ভালো ফল দেয়। একটা তোয়ালো বা নরম কাপড়ে বরফকুচি নিয়ে ব্যথার স্থানে ৩ থেকে ৫ মিনিট ধরে রাখুন। এভাবে ১০-১৫ মিনিট বরফ সেঁক দেয়া যেতে পারে। এতে প্রদাহ কমে ব্যথা কমে আসবে। সরাসরি বরফ লাগাবেন না, এতে কো! বার্ন হতে পারে। ২. ব্যথার স্থানে তিলের তেল দিয়ে হালকা মাসাজ করা যেতে পারে। মাসাজের ফলে ওই স্থানের রক্ত চলাচল বেড়ে ব্যথা কমবে। তবে অধিকহারে ও দীর্ঘ সময় মাসাজ করা ঠিক নয়। এর ফলে জয়েন্টের টিস্যু তিগ্রস্ত হতে পারে। ৩. অনেক চিকিৎসক এক গ্লাস দুধে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে দিনে দুইবার খেতে বলেন। হলুদের প্রদাহবিরোধী উপাদান চিকুনগুনিয়াজনিত ব্যথা কমাতে সাহায্য করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ৪. যেকোনো প্রদাহজনিত ব্যথা নিরাময়ে ফিজিওথেরাপি ব্যথানাশক বা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। ইলেকট্রোথেরাপি ও ওয়াক্সথেরাপি এই ধরনের ব্যথা কমাতে খুব কার্যকর। তবে চিকিৎসা নির্ভর করবে রোগীর বর্তমান অবস্থার ওপর। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া জরুরি।

চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখুন। টবে ছাদে জলছাদে বা কোনো পাত্রে পানি জমতে দেবেন না। মশারি ব্যবহার করুণ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ডা: মোহাম্মদ আলী, পেইন ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ। হাসনা হেনা পেইন এন্ড ফিজিওথেরাপি রিসার্চ সেন্টার (এইচপিআরসি), বাড়ি-১, শায়েস্তা খান রোড, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭২৫৫৫৪৪৪, ০১৭৩২৭৬২৩৩৩।

সাঁতরে বেড়াচ্ছে পেঁচা

ঢাকা, ১৯ জুন : পানিতে বেমালুম সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে একটি পেঁচা। পাখনা নেড়ে সাঁতার কেটে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। না, কোনো বানানো গল্প নয়। একেবারে সত্যি ঘটনা।

আর এই ঘটনার ভিডিওটি ইতোমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আমেরিকার ফেস ক্যানিয়নে পওয়েল লেকে বেড়াতে গিয়ে এক পর্যটক দেখতে পেয়েছিলেন এই অদ্ভুত দৃশ্য। কালবিলম্ব না করে ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দী করে নিয়েছিলেন তিনি। ভালো করেও উড়তে শেখেনি ছোট্ট একটি পেঁচা। কিন্তু ওড়ার চেষ্টা করতে গিয়েই বাধল বিপত্তি। উড়তে গিয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছিল সে। আর পড়ামাত্রই পালক ভিজে ভারী হয়ে যায় নিশাচর প্রাণীটির। কিভাবে উঠবে? সাঁতার ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অতএব বুকে ভর করে ভেজা ডানা ঝাঁপটে দিব্যি সাঁতরে পার হলো নালা। ডেরিক জাক নামে এক ব্যক্তি ও তার বন্ধুরা মিলে পানিতে পেঁচার সাঁতার কাটার ভিডিওটি ইউটিউবে আপলোড করেছিলেন। এরপর থেকেই নেট দুনিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল ভিডিওটি। ইতোমধ্যে দুই লাখেরও বেশি মানুষ ভিডিওটি দেখে ফেলেছেন।

যেখানে মানুষ বেশি দিন বাঁচে

ঢাকা, ১৫ জুন : ইতালির উত্তরে পাহাড়ঘেরা গার্ডা হ্রদ এখন নানা দেশের পর্যটকের কাছে বড় আকর্ষণ। অথচ এক সময় এমনটা ছিল না। বংশগত বিশেষ জিনের কারণে এখানকার অনেক মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

গার্ডা লেকের আয়তন ৩৭০ বর্গকিলোমিটার। এখানকার অন্যতম পরিচিত শহরের নাম লিমোনে সুল গার্ডা। গত শতাব্দীর বিশের দশক পর্যন্ত শুধু নৌকায় চেপে জেলেদের এ গ্রামে যাওয়া যেত। এখন যাতায়াতের অনেক সুবিধা হয়েছে।

লিমোনে শহরের বয়স্ক অনেক মানুষ এখানে পর্যটকের প্রথম ঢলের কথা এখনো মনে করতে পারে। তাদের কাছেই জানা যায়, ১৯৩২ সালে মুসোলিনি যখন গার্ডেসেনা নামে পাড়ের রাস্তা তৈরি করিয়েছিলেন তখনই পর্যটনের উন্নতি শুরু হয়। আগে যেখানে লেবুর বাগান ছিল সেখানে হোটেল তৈরি শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে।

লিমোনে সুল গার্ডা নাকি পৃথিবীর উত্তরতম প্রান্ত। এখানে লেবু জন্মায়। কিছু প্রাচীন লেবুগাছের ঝোপ এখনো দেখা যায়। লেবু ছাড়াও এখানের আকর্ষণ হ্রদের মাছ। ভোর থেকেই নানা রকমের মাছ ধরা হয়। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষে স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিশেষ এক জিন শনাক্ত করা হয় যা তাদের দীর্ঘ আয়ুর কারণ।

গার্ডা লেকের উত্তর প্রান্তে অতিথিরা আজ আর শুধু তরুণ ইতালীয়দের টানে আসে না। বিশেষ ধরনের বাতাসের কারণে হ্রদটি সার্ফার ও নৌকাচালকদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। ক্যাবল কারে চেপে লেকের অপর প্রান্তে মন্টে বালডো পাহাড়ে চলে যাওয়া যায়। বছরে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ রিজ বা ঢাল দেখতে আসে। বাতাস কাজে লাগিয়ে অনেকে প্যারাগ্লাইডিং করে। পর্যটকের সুবিধায় এখানে রয়েছে ক্যাবল কার কোম্পানি। এ ক্যাবল কার ইউরোপের অন্যতম সুন্দর গার্ডা লেক থেকে এক হাজার ৮০০ মিটার উঁচুতে মন্টে বাল্দোয় যায়। সেখানে রয়েছে মন্টে বাল্দোর ইউরোপীয় বাগান। মন্টে বাল্দো পাহাড়ের পাদদেশে মালচেসিনে শহর। লিমোনে সুল গার্ডার পরেই উত্তর পাড়ের অন্যতম পরিচিত শহর। মধ্যযুগীয় ছোট্ট শহরটিকে 'গার্ডা লেকের মুক্তো' বলা হয়।

বিখ্যাত জার্মান কবি ও সাহিত্যিক ইয়োহান ভল্ফগাং ফন গ্যেটে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই তার ইতালি ভ্রমণ বইয়ে শহরটিকে অমর করে দিয়েছেন। মালচেসিনে শহরের মাঝে চতুর্দশ শতাব্দীর স্কালিগার কেল্লায় গোটা এলাকার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জার্মান পর্যটক হিসেবে সেখানে গ্যোটের জন্য আলাদা ফলক শোভা পাচ্ছে। গ্যোটের ভ্রমণ সম্পর্কে জানা যায়, তখন ক্যামেরা ছিল না। তাই তিনি এঁকেছেন, স্কেচ তৈরি করেছেন।

লোকে ভেবেছিল, তিনি একজন গুপ্তচর এবং তাকে কেল্লার কারাগারে পুরে দিতে চেয়েছিল। মালচেসিনে শহরের একজন মানুষ জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট শহরে এক রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ করেছিলেন। তিনিই লোকজনকে জানান, গ্যোটে অত্যন্ত বিখ্যাত এক কবি। তখন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। মালচেসিনে শহরের সন্ধ্যা নামলে এক জাদুময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এর টানেই শত শত বছর ধরে মানুষ এখানে আসছে।

নির্বাচনে হারার জন্য লড়েন তিনি

ঢাকা, ১৮ জুন : হেরেই গড়তে চান রেকর্ড তিনি। ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি হতে না হতেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কে পদ্মরাজন। কোনো আশা নেই– ভালো করেই জানেন। জেনেশুনেই হারের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে জানানো হয়, অদ্ভুত স্বভাবের এই ব্যক্তির বাড়ি তামিলনাড়ুতে। তিনি নিজের নামের আগে 'ডা:' লেখেন। তবে উপাধিটি স্বঘোষিত।

পদ্মরাজনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ১৮০ বারের মতো ভোটে দাঁড়িয়েছেন। যথারীতি প্রতিবার হেরেছেন। আর এই হার দিয়েই বিখ্যাত হতে চান তিনি। গড়তে চান বিশ্বরেকর্ড।

গণমাধ্যমের তথ্য, প্রণব মুখার্জি ও এ পি জে আবদুল কালামের মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়েছিলেন পদ্মরাজন। তবে তা খারিজ হয়েছে। তিনি লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যসভা নির্বাচনে মনমোহন সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন। জয়ললিতার বিরুদ্ধে বহুবার লড়েছেন। এসব ক্ষেত্রে কখনো তার মনোনয়ন খারিজ কিংবা জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন মনোনয়নপত্র জমাদানের বিষয়ে পদ্মরাজন বলেন, 'জানি, এবারো জিতব না। ত্রিশ বছর ধরে লড়ছি, শুধুই হারার জন্য।' ভোটে ব্যর্থতার জন্য পদ্মরাজনের নাম তিন তিনবার লিমকা বুকস অব রেকর্ডে উঠেছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের নাম তোলা তার এখনকার ল্য। ইন্টারনেট।

কাশি বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম

ঢাকা, ১৫ জুন : জীবনে বিরক্তিকর কাশির অভিজ্ঞতা সবার জীবনেই আছে। মাঝে মধ্যে এমন অবস্থা হয় যেন কাশি শুরু হলে বন্ধ হতে চায় না। ঠিক যেন যক্ষা হয়েছে। কাশি মূলত শ্বাসনালীর প্রদাহের এবং ফুসফুসে জীবাণুর প্রবেশ ঘটলেই হয়ে থাকে। ছোট-বড় সবার জন্য এটি প্রযোজ্য। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় কাশি হয় যা আপনাকে অনেক বড় বিপদে ফেলার মতো অবস্থা। অনেক কাশির ওষুধ খেয়েও কোনো কাজ হয় না। এমন অবস্থায় খুব সহজেই পারেন কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে ভালো থাকতে।

খুব বেশি কাশি শুরু হলে আপনি সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন করুন। শুয়ে থাকলে বসে পড়ুন। আর বসে থাকলে দাঁড়িয়ে যান। অতিরিক্ত কাশির সময় পানি পান আপনাকে আরাম দিতে পারে। সাথে সাথে কাশি বন্ধ হয়ে যাবে। লং (লবঙ্গ) আপনার কণ্ঠনালীকে পরিষ্কার করে কাশি থেকে মুক্তি দিতে পারে তাৎণিক। লবঙ্গ মুখে রাখলে এক প্রকার পদার্থ নিঃসরণ হয়, যা শান্তি নিশ্চিত করে। আদাও এই রকম অবস্থাতে আপনাকে শান্তি দিতে পারে। এটা পরীতি পদ্ধতি যা অত্যন্ত ফলদায়ক। বুক ফুলিয়ে দম নিয়ে আস্তে আস্তে দম ছাড়ুন, তা আপনাকে খুব ভালো শারীরিক ও মানুসিক প্রশান্তি দেবে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে খুব সহজে এবং খুব অল্প সময়ে বিরক্তিকর কাশি থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

সবচেয়ে বয়স্ক গ্রহ বৃহস্পতি!

ঢাকা, ২০ জুন : সৌর মণ্ডলের সব থেকে প্রাচীন গ্রহ বৃহস্পতি। নতুন সমীায় এই তথ্যই জানিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরি এবং জার্মানির মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। রিপোর্টে তারা বলেছেন, সূর্য তৈরি হওয়ার মাত্র ১০ লাখ বছর পরই অস্তিত্বে এসেছিল তার পরিবারের প্রথম সদস্য বৃহস্পতি। যার অর্থ, পৃথিবীর থেকে বৃহস্পতির ৫ কোটি বছর বড়।

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পৃথিবীতে ছিটকে পড়ে গ্রহাণুর অংশ বা আইসোটোপস পরীক্ষা করেই তারা বৃহত্তম গ্রহের বয়স সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন। কারণ মঙ্গল বা চাঁদের মতো বৃহস্পতির কোনো পাথর বা মাটির টুকরো নেই পৃথিবীতে। ধূমকেতু ও গ্রহাণুগুলি দুই ধরনের মেঘে জন্মেছিল। এই দুই ধরনের মেঘের গ্যাস বা ধূলিকণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সৌর মণ্ডল তৈরি হওয়ার পর ১০ থেকে প্রায় ৪০ লাখ বছর পর্যন্ত এই দু'টি মেঘের স্তর ভিন্নই ছিল।

বিজ্ঞানীরা আরো জানাচ্ছেন, দুই ধরনের গ্রহাণু এবং সূর্যের চার দিকে ঘুরতে থাকা ধূলিকণা থেকেই সম্ভবত জন্ম হয়েছিল বৃহস্পতির। বৃহস্পতির শক্ত এবং দুর্ভেদ্য আস্তরণ তৈরি হয় সৌর নেবুলা গ্যাস মিলিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই। গ্রহ তৈরি হওয়ার পর তার মাধ্যাকর্ষণের ফলে গ্রহাণুগুলো যখন পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ছিটকে যেতে থাকে, তখনই সম্ভবত কয়েকটি টুকরো পৃথিবীতে এসে পড়েছিল বলে মনে করছেন গবেষকেরা। ইন্টারনেট

শিশু হঠাৎ ব্যথা পেলে করণীয়

ঢাকা, ২০ জুন : শিশুরা সারাক্ষণ এটা ওটা নিয়ে খেলায় ব্যস্ত থাকে। এতে করে হাতে পায়ে তারা হঠাৎ ব্যথা বা চোট পেতে পারে। ত্বকের কোনো অংশ হয়তো ছিলে গিয়ে লাল বা নীল হয়ে যেতে পারে। কখনোবা ফুলে বা থেঁতলে যেতে পারে। এ রকম অবস্থায় করণীয়টা হলো অযথা হইচই বা রাগারাগি না করা, ঘাবড়িয়ে না যাওয়া। মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে। দেখতে হবে হাড় ভেঙে গেছে কিনা। হাড় ভেঙে গেলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর যদি হাড় না ভাঙ্গ এবং ত্বকের ওপরের স্তর ছিলে গিয়ে থাকে তাহলে আঘাতের স্থানটা পরিষ্কার হাতে হালকাভাবে সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে যাতে ময়লা, ধুলা, বালু লেগে না থাকে। এবার আলতো করে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম লাগিয়ে দিতে হবে। ব্যাস এতেই যথেষ্ট। স্পিরিট বা ডেটল জাতীয় কিছু দেয়া ঠিক নয়। এতে জ্বালা পোড়া বেড়ে যায়। যদি ত স্থানটি পরিষ্কার থাকে এবং রক্তপাত না হয় তাহলে জায়গাটা ওভাবেই রেখে দেয়া ভালো। শুধু স্থানটিতে ময়লা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে পরিষ্কার গজ বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ড্রেসিং করে দিতে হবে। দু-এক দিন পর তটা কালো বা বাদামি আবরণে ঢেকে যাবে। এই আবরণ টেনে তোলার দরকার নেই। এটা এক সময় এমনিতেই ঝরে যাবে এবং ভেতরে নতুন ত্বক দেখা যাবে। আঘাতের কারণে ত্বকের নিচে রক্তরণ হলে জায়গাটা লাল বা নীলচে হয়ে যায়। এমনটা হলে একটা পরিষ্কার কাপড়ে বরফ পেঁচিয়ে চেপে ধরে রাখতে হবে। তারপর চাপ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে। আহত স্থানটি বিশ্রামে রাখতে হবে। ব্যথা হলে ডাক্তারের পরামর্শে প্যারাসিটামল খাওয়ানো যেতে পারে। ইন্টারনেট।

গাড়ি নিয়ে দোকানে প্রবেশ

ঢাকা, ১৬ জুন : সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি দোকানে ক্রেতা সরাসরি গাড়ি ঢুকিয়ে ফেলেছেন। বিক্রেতা প্রথমে চালককে গাড়িটি বের করার অনুরোধ করেন। পরে ক্রেতার নির্দেশ অনুযায়ী কিছু পণ্য নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে যান। এরপর পণ্যগুলো ক্রেতাকে দিয়ে দাম নিয়ে গাড়িটি বের হতে সাহায্য করেন।

দোকানে থাকা সিসি ক্যামেরায় পুরো বিষয়টি ধরা পড়ে। চীনের পিপলস ডেইলি ফেসবুক পাতায় ওই ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়। পরে জানানো হয়, ক্রেতার এতই তাড়া ছিল যে, দোকানের সামনে গাড়ি পার্কিংয়ের সময়ও তার ছিল না। তাই সরাসরি তিনি গাড়ি নিয়ে দোকানে প্রবেশ করেন।

চীনের পূর্বাঞ্চলীয় জেনঝিয়াংয়ে ওই ভিডিওটি ফেসবুকে প্রকাশ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অর্ধলাধিক মানুষ তা দেখে ফেলেন। কিন্তু কী কিনতে এতটা তাড়া ছিল গাড়িচালকের? এক প্যাকেট চিপস আর এক বোতল ইয়োগার্ট... ক্রেতাও বটে! ইন্টারনেট।

০.০০০৪% মানুষের রক্ত ওএইচ গ্রুপ!

ঢাকা, ১৬ জুন : একটি বিশেষ রক্তের গ্রুপের নাম 'ওএইচ'। বিরল এ রক্তের গ্রুপের মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম। বিশ্বে এ ব্লাড গ্রুপের অধিকারী ব্যক্তির শতকরা পরিমাণ ০.০০০৪ শতাংশ। বোঝা-ই যাচ্ছে, এ বিশেষ গ্রুপের রক্ত জোগাড় করা কী কঠিন কাজ। মুম্বাইয়ে (পূর্বতন বম্বে) ১৯৫২ সালে প্রথম এক ব্যক্তির রক্ত পরীা করে এ বিশেষ গ্রুপের সন্ধান মেলে। তাই এর আরেক নাম বম্বে ব্লাড গ্রুপ। ডাক্তারি ভাষায় 'ওএইচ' গ্রুপ। ভারতে ৪০০ জনের এ বিশেষ গ্রুপের রক্ত।

বিরল এবিও গ্রুপের এ রক্ত প্রথম পাওয়া যায় মুম্বাইয়ে। ইউরোপ ও জাপানের কিছু মানুষের রক্তে এ বিশেষ গ্রুপের সন্ধান মিলেছে। এ ছাড়া পূর্ব ভারতে এ গ্রুপের রক্ত পাওয়া গেছে। বম্বে ব্লাড গ্রুপে 'এইচ' অ্যান্টিজেন থাকে না, 'এ', 'বি', 'এবি', 'আই', 'ও' গ্রুপের রক্তে যা থাকে। যেহেতু বিরল গ্রুপ, রক্ত জোগাড় করতে না পারলে চিকিৎসা ব্যাহত হয়। সারা বিশ্বে মাত্র ০.০০০৪ শতাংশ ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রতি ১০ লাখে চারজনের এ রক্তের গ্রুপ। ইন্টারনেট।

ড. আবুল কালাম আজাদ
প্রিন্সিপাল
দারুল উলুম বার্মিংহ্যাম ইসলামিক হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ

প্রশ্নঃ যদি কেউ অনলাইনে অথবা অন্য কোন হুজুরের কাছ থেকে কুরআন পড়া শিখে এরপর তিনি কুরআন শরীফ পড়ান এবং সেখান থেকে টাকা নেন, সেটা জায়েয হবে কি-না? বিস্তারিত দলীল দিয়ে আলোচনা করার অনুরোধ রইলো।

উত্তরঃ সুন্দর প্রশ্নের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। এখন হলো অনলাইনের যুগ। ফলে শিক্ষা-দীক্ষাও বহুলাংশেই অনলাইনে চলে গেছে। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের মতো বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এখন অনেক কোর্স অনলাইনে করার সুযোগ দিচ্ছে ও সার্টিফিকেট দিচ্ছে। অনলাইনেও এখন ইসলামের বহু কিছু শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একেকটা কোর্সের একেক রকম ধরণ। এখন কেউ যদি কোন ধরণের শিক্ষক ছাড়াই ইউটিউবের মাধ্যমে নিজে নিজেই শেখেন এবং কোন ধরণের শিক্ষকের সাহায্য না নেন এবং কোন শিক্ষক তাকে কোন ধরণের সনদ বা অনুমতি না দেন, সে ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষক হওয়াটা প্রশ্নবোধক। কারণ যিনি শিখেছেন তিনি কিভাবে জানলেন যে তার পড়া সহীহ হয়েছে? নিজের ভুল অনেক সময় নিজে বুঝা যায় না। আর কেউ যদি নিজের ভুলটা অন্যকে দিয়ে সংশোধন না করিয়ে নেন বা যাচাই করে নেন সে ক্ষেত্রে নিজের ভুলটা রয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আর কেউ যদি নিজের ভুল থাকা সত্ত্বেও অন্যকে তেমন ভুল শিখান তাহলে যিনি ভুল শেখাচ্ছেন তিনি এই ভুলের জন্যে গুনাহগার হবেন। কারণ তিনি ইচ্ছা করে জেনেশুনে নিজেও গুনাহের ভাগী হচ্ছেন এবং আরেকজনকেও গুনাহের শামিল করছেন। কিন্তু যদি কেউ চেষ্টা করার পরও ভয়েস বা ভাষাগত কারণে কিছু ভুলে রয়ে যায় এবং চেষ্টা করেও তা সংশোধন করতে পারে না, পড়তে কষ্ট হয়, তারপরও পড়ে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন তার দুইটা সাওয়াব হবে। মুসলিম শরীফে মা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন যে কুরআনের পারদর্শী হবে সম্মানিত পবিত্র দূতদের সাথে। আর যিনি কুরআন পড়েন কুতিকুতি করে ও কষ্ট করে তার জন্যে দুইটা সাওয়াব।

এ জন্য, যিনি নিজে অনলাইনে কুরআন শিখেছেন তিনি যদি কোন শিক্ষক ছাড়াই শিখে থাকেন বা কোন শিক্ষকের ইজাযত (অনুমতি) ছাড়াই পড়াতে থাকেন তাহলে সেটা ঠিক হবে না। কারণ এখানে ভুল হলে সমূহ গোনাহের ভাগী হয়ে যেতে পারেন। আর কুরআন শিক্ষা দিয়ে টাকা নেওয়া জায়েয আছে, যদি টাকার উদ্দেশ্যেই না পড়িয়ে থাকেন। এখানে যদি তার প্রধান নিয়ত থাকে কুরআন শিখানো, টাকা নেওয়া নয়, কিন্তু লোকে টাকা দেন, তাই সেটা নির্দিষ্ট বেতন হিসাবে অথবা হাদিয়া বা উপঢৌকন হিসাবে দেন সেটা নেওয়া জায়েয হবে।

মনে রাখতে হবে যে ইবাদত হয় দুই ধরণের; নিজের একান্ত ইবাদত যাতে অন্যের উপকার হয়না, শুধু নিজের ইবাদত হয়, যেমন সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা, নিজে নিজে কুরআন পড়া। এই সমস্ত ইবাদত করে কোন বিনিময় বা টাকা নেওয়া যায় না।

আর কুরআন শিক্ষা দিয়ে টাকা নেওয়া জায়েয আছে, যদি টাকার উদ্দেশ্যেই না পড়িয়ে থাকেন। এখানে যদি তার প্রধান নিয়ত থাকে কুরআন শিখানো, টাকা নেওয়া নয়, কিন্তু লোকে টাকা দেন, তাই সেটা নির্দিষ্ট বেতন হিসাবে অথবা হাদিয়া বা উপঢৌকন হিসাবে দেন সেটা নেওয়া জায়েয হবে।

কিন্তু যদি এমন কোন ইবাদত হয় যা দ্বারা অন্যের উপকার হয়, সেখানে প্রয়োজনে বিনিময় (হাদিয়া বা বেতন) নেওয়া যায় বলে অধিকাংশ ইমাম মনে করেন। সৌদি ফাতওয়া কাউন্সিলের এক ফাতওয়াতে (১৫/৯৬) বলা হয় যে কুরআন শিক্ষা দিয়ে বেতন নেওয়া যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) একজনকে বিয়ে দেন মোহর ছাড়াই এই শর্তে যে, সে তার স্ত্রীকে কুরআন শিক্ষা দিবে।

এরপর কিছু সাহাবী সূরা ফাতিহা দিয়ে রুকইয়া করে হাদিয়া নিয়েছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ (স) আর অনুমোদন দিয়েছিলেন, নিজেও সেই বিনিময় থেকে খেয়েছিলেন। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত সহীহ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ইন্না আহাক্কা মা আখাযতুম আলাইহি আজরান কিতাবুল্লাহি- তার মানে হলো তোমরা যার ওপর (বিনিময় বা বেতন) নেওয়ার হকদার হয়েছ তা হলো আল্লাহর কিতাব।

ইমাম নববী বলেছেন (১৪/১৮৮) যে কুরআন শিখিয়ে টাকা নেওয়া যাবে এই মত হলো ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর ও অনেকের।

যদিও প্রচীন হানাফীদের মত হলো- কুরআন শিক্ষা দিয়ে টাকা নেওয়া যাবে না। কিন্তু বহুকাল থেকেই হানাফীরাও কুরআন শিক্ষা দিয়ে বেতন ও টাকা নেওয়াকে জায়েয মনে করেছেন।

প্রশ্নঃ মহররম মাসের কী কী ফজিলত আছে জানতে চাই।

উত্তরঃ মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটা হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন যে, রমাজনের পর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহাররম। তার মানে হলো রমজানের পর এই মাসের মর্যদা অনেক বেশি। বিশেষ করে সিয়াম পালনের জন্যে।

হুসাইন (রা) ও তার পরিবারবর্গের প্রায় ১২জন এই মাসের ১০ তারিখে শাহাদত বরণের কারণে এই দিনটা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে একটা অত্যন্ত বেদনাময় কালো দিন হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এর আগেও এই মাসের গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দিয়েছেন।

এই মাসে সিয়াম পালন ছাড়া এর বিশেষ কোন ফজিলত আছে বলে সহীহ হাদিস আছে বলে আমার জানা নেই। আমরা সুন্নীরা সিয়াম করি ও দোয়া করি। এর বাইরে অন্য কিছু করা আসলে সহীহ আমলের মধ্যে পড়ে না। যারা হোসাইন (রাঃ) ও পরিবারের শাহাদতের জন্যে নিজেদের গায়ের রক্ত বিলিয়ে দেন, তাদেরকে বলি- হোসাইন (রাঃ) বাবা আলী (রাঃ) কেও তো শহীদ করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা সেটা পালন করেন না কেন? হাসান (রাঃ) কেও তো শহীদ করা হয়েছিলো। কিন্তু তার শাহাদতকেও তারা এভাবে পালন করেন না কেন? শহীদদের জন্যে আমরা দোয়া করি। এর বাইরে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা ইসলামের পরিপন্থী।

মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh
65 New Road, London E1 1HH. Email: kalamahsan@hotmail.com

পবিত্র আশুরার তাৎপর্য

মাওলানা শাহ্ আবদুস সাত্তার

আশুরা আরবি শব্দ, যার অর্থ দশম। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামদের মতে মহররম মাসের দশ তারিখে আল্লাহ তায়াল তাঁর দশজন প্রিয় পয়গম্বরকে দশটি অনুগ্রহ দান করেছিলেন, এ কারণেই এর নামকরণ হয়েছে আশুরা।

বর্তমানে আশুরার গুরুত্ব কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসেন (রা) এর শাহাদত বরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হলেও ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র আশুরার অসংখ্য তাৎপর্যময় ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন- এই পৃথিবীর সৃষ্টি ও হযরত আইউব (আ) এর কঠিন পীড়া থেকে মুক্তি, হযরত ঈসা (আ) এর আসমানে জীবিতাবস্থায় উত্থিত হওয়া এবং হযরত নূহ (আ) এর নৌকা ঝড়-তুফানের কবল থেকে মুক্তি পাওয়াসহ অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মহররমের দশ তারিখ অর্থাৎ ইয়াওমে আশুরা একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন হিসেবে অবিস্মরণীয় ও মহিমান্বিত। সর্বোপরি এই পৃথিবীর মহাপ্রলয় বা কেয়ামত মহররমের দশ তারিখে ঘটবে বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত রাসূলে করিম (স) এ দিনটিকে উদযাপন করতেন অত্যন্ত মর্যাদার সাথে। এই দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে তিনি আদেশ করেছেন। নিজেও রোজা রাখতেন। ইহুদিরা তাদের অন্যান্য উৎসবের ন্যায় আশুরার দিনটিও পালন করতো এবং রোজা রাখতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণনা মতে, নবী করিম (স) ইহুদিদেরকে আশুরার দিনে রোজা পালন করতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী উদ্দেশ্যে তোমরা এই রোজা রাখছো? তারা জবাবে বললো: দিনটি অত্যন্ত বরকতের। আল্লাহ পাক বনি ইসরাইলকে এই দিনে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দেন।

ইবাদত বন্দেগির জন্য এ মুবারক আশুরার দিনটি আরও ফজিলতপূর্ণ। হযরত নবী করিম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। আশুরার দিন রোজা রাখা হযরত আদম (আ) ও অন্যান্য নবী পয়গম্বরদের ওপর ফরজ ছিল। এই পবিত্র দিনে দুই হাজার পয়গম্বর জন্ম গ্রহণ করেন এবং এই মহান দিনে তাদের ফরিয়াদ ও আল্লাহ পাক কবুল করে নেন। পবিত্র হাদিস শরিফে আরো উল্লেখ রয়েছে, যে ব্যক্তি আশুরার রাতে খাঁটি অন্তরে নফল নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ পাক তার সমুদয় গুনাহ মাফ এবং অশেষ রহমত বর্ষণ করবেন। দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ আপদ, রোগ-শোক এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত রাখবেন। রুজি-রোজগার বৃদ্ধি করবেন এবং মহান দিনে তার ফরিয়াদও আল্লাহ পাক কবুল করে নেবেন। বিশেষত এই মর্যাদাপূর্ণ দিনে যেহেতু পয়গম্বরবৃন্দ পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে বিশেষ রহমত ও দয়া লাভ করেছিলেন, অনেক মুসিবত থেকে মুক্তি পেয়েছেন, সেহেতু কারবালার জন্য দিনটি শুধু শোকের নয় বরং কৃতজ্ঞতারও।

লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ সীরাত মিশন, ঢাকা

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
০৬ অক্টোবর	শুক্রবার	৫:৩৮	০৭:০৭	১২:৫৪	৪:৩৩	৬:৩০	০৭:৪৯
০৭ অক্টোবর	শনিবার	৫:৩৯	০৭:০৮	১২:৫৩	৪:৩১	৬:২৭	০৭:৪৮
০৮ অক্টোবর	রবিবার	৫:৪০	০৭:১০	১২:৫৩	৪:২৯	৬:২৫	০৭:৪৬
০৯ অক্টোবর	সোমবার	৫:৪২	০৭:১২	১২:৫২	৪:২৭	৬:২৩	০৭:৪৪
১০ অক্টোবর	মঙ্গলবার	৫:৪৩	০৭:১৩	১২:৫২	৪:২৫	৬:২১	০৭:৪২
১১ অক্টোবর	বুধবার	৫:৪৪	০৭:১৫	১২:৫২	৪:২৩	৬:১৯	০৭:৪০
১২ অক্টোবর	বৃহস্পতিবার	৫:৪৬	০৭:১৭	১২:৫২	৪:২১	৬:১৬	০৭:৩৭

ম্যাচের আগে মৃত্যুদণ্ড, মাঠে সবজি এবং...

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : ফুটবল মাঠে এমন অবিশ্বাস্য কিছু ঘটনা ঘটেছে, শুনলে চমকে যেতে হয়। এমন কিছু ঘটনা নিয়ে এই বিশেষ প্রতিবেদন–

ম্যাচের আগে মৃত্যুদণ্ড!

আফগানিস্তানে নব্বইয়ের দশকে তালেবান শাসন চলাকালীন এটা ছিল একেবারেই প্রাত্যহিক ঘটনা। কাবুলের গাজি স্টেডিয়ামকে ব্যবহার করা হয়েছে জল্লাদখানা হিসেবে। ম্যাচের আগে কার্যকর করা হতো মৃত্যুদণ্ড। কিংবা গ্যালারির দর্শকদের সামনেই অত্যাচার করা হতো ধৃত মানুষকে। পাথর ছুড়ে মারা, শিরশ্ছেদ কিংবা হাত-পা কেটে পঙ্গু করে দেওয়ার মতো ঘটনাও তখন একেবারেই স্বাভাবিক ছিল। আফগানদের মতে, গাজি স্টেডিয়ামের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তখন ঘাস বেড়ে উঠতে পারেনি, কারণ প্রায় সব সময়ই ঘাস ছিল রক্তে-রঞ্জিত!

দর্শক যখন গোলরক্ষক

১৯৪৫ সালে হোয়াইট হার্ট লেনে প্রীতি ম্যাচে ডায়নামো মস্কোর মুখোমুখি হয়েছিল আর্সেনাল। ম্যাচ শুরুর পর গাঢ় ঘন কুয়াশার কারণে খেলা বন্ধের পক্ষে ছিল দুই দলই। কিন্তু রেফারি রাজি হননি। অগত্যা নিজেদের মতো করে খেলতে শুরু করে আর্সেনাল ও মস্কো। ম্যাচের একপর্যায়ে ডায়নামো মস্কো বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামালেও যাঁর বদলি হিসেবে নামাচ্ছে তাঁকে তুলছে না! এভাবে রাশিয়ান ক্লাবটির দলে একসঙ্গে খেলেছে ১৫ জন! আর্সেনালও কম যায়নি। ইংলিশ ক্লাবটি মাঠে ফেরত পাঠায় লাল কার্ড দেখা খেলোয়াড়কে! ঘন কুয়াশার কারণে রেফারি এসবের কিছুই দেখতে পাননি।

কিন্তু দর্শকদের চোখ এড়ায়নি। আর্সেনালের গোলরক্ষক দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে নিজ গোলপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আহত হলে তাঁর বদলে গোলপোস্ট সামলেছিলেন এক গানার সমর্থক!

মাঠে শাকসবজি নিষিদ্ধ

চেলসির একনিষ্ঠ ভক্তরা একসময় 'সেলেরি' নামে এক ধরনের শাক নিয়ে মাঠে ঢুকতেন খেলা দেখতে। প্রিয় দলটির জন্য 'সেলেরি' নামের একটি গান গাওয়ার সময় তাঁরা উঁচিয়ে ধরতেন এসব শাকসবজি, এমনকি অনেকে মাঠেও ছুড়ে মারতেন! ২০০৭ সালে এক বিবৃতির মাধ্যমে চেলসি জানিয়ে দেয়, মাঠে শাকসবজি নিয়ে আর কোনো দর্শক ঢুকতে পারবে না। আইন অমান্য করলে চেলসির খেলা দেখা থেকে আজীবন নিষিদ্ধ হতে হবে এবং সেটা হবে অপরাধের সমতুল্য, যা পুলিশের খাতায়ও নথিবদ্ধ থাকবে।

একবার না পারিলে দেখো ষোলোবার!

শীতকালে খারাপ আবহাওয়ার জন্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কিংবা এফএ কাপের ম্যাচ মুলতবি রাখা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, একটা ম্যাচ যদি একই কারণে বারবার মুলতবি ঘোষিত হয়! ১৯৬২-৬৩ মৌসুমে লিংকন সিটি-কভেন্ট্রি সিটি ম্যাচে ঠিক এটাই ঘটেছিল। ম্যাচের দিনক্ষণ ছিল ৫ জানুয়ারি ১৯৬৩। কিন্তু বাজে আবহাওয়ার জন্য ম্যাচটি সেদিন মুলতবি ঘোষিত হয়। পরে নির্ধারিত দিনক্ষণেও ম্যাচটি মাঠে গড়ায়নি ঠিক একই কারণে এবং এভাবে মোট ১৫ বার! সব মিলিয়ে ৬৬ দিন পর ষোলোতম বারের চেষ্টায় মাঠে নেমে কভেন্ট্রি সেই ম্যাচটা জিতেছিল ৫-১ গোলে।

কেউ না কেউ মিস তো করবেই

আর্জেন্টিনার চতুর্থ বিভাগীয় লিগ হয়তো গুণে-মানে তেমন ডাকসাইটে নয়। কিন্তু ২০০৯-১০ মৌসুমে

অবিশ্বাস্য এক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয় জুভেন্টাস আলিয়াঞ্জা-জেনারেল পাজ জুনিয়র ম্যাচ। বাছাইপর্বের এ ম্যাচটি দুই লেগ মিলিয়ে ৩-৩ গোলে ড্র হওয়ায় খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। স্নায়ু ক্ষয়ের এ লড়াই শেষ পর্যন্ত জিতেছিল পাজ জুনিয়র। জয়ের ব্যবধান ২১-২০! হ্যাঁ, দুই দলের প্রথম ৪০টি শট কোনো গোলরক্ষকই ঠেকাতে পারেনি। শুধু আলিয়াঞ্জার হয়ে রুইজ গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং সেটা হয়ে থাকে টাইব্রেকারের শেষ শট।

১৪৯-০!

মাদাগাস্কারের নাম শুনলেও সেখানে যে ফুটবল লিগ চালু আছে তা জানেন কজন? অদ্ভুতুড়ে, অবিশ্বাস্য সব গল্পের শেষ পাতে শুনুন সে দেশের লিগের একটা ম্যাচের ঘটনা–মাদাগাস্কান লিগের এক ম্যাচে স্তাদে অলিম্পিক ডে লা'এমরেনেকে এএস আদেমা হারিয়েছিল ১৪৯-০ গোল ব্যবধানে! ভুল পড়েননি। স্কোরলাইনটা নির্ভুল এবং আরও অবাক করা কথা হলো সেই ম্যাচে জয়ী দল কোনো গোল করেনি!

আসল ঘটনা হলো, আগের ম্যাচে রেফারির একটি ভুল সিদ্ধান্তে পেনাল্টি হজম করে জন্য ২-২ গোলে ড্র করেছিল স্তাদে অলিম্পিক। ম্যাচটি জিততে পারলে চ্যাম্পিয়নশিপে টিকে থাকত দলটি। কিন্তু রেফারির ভুল সিদ্ধান্তে সেটা যেহেতু হয়নি, তাই পরের ম্যাচেই নিজেদের জালে নিজেরাই গোল করে প্রতিবাদের অভিনব পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল স্তাদে অলিম্পিক। এ ভাবনা থেকেই আদেমার বিপক্ষে ম্যাচে দলটি হেরেছিল অবিশ্বাস্য গোল ব্যবধানে। ম্যাচটির দর্শকদের মতো, কিক অফের পর স্তাদে অলিম্পিকের খেলোয়াড়রা শুধু নিজেদের জালেই বল মেরেছে আর গোলরক্ষক সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়েছেন!

এ ঘটনায় স্তাদে অলিম্পিকের কোচকে তিন বছর নিষিদ্ধ করার সঙ্গে দলটির চার খেলোয়াড়কে মৌসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকার শাস্তি দিয়েছিল দেশটির ফুটবল কর্তৃপক্ষ। সে যা-ই হোক, পেশাদার ফুটবলে কোনো ম্যাচে এটাই সর্বোচ্চ স্কোরলাইন!

ব্লুমফন্টেইনে তো আরও কঠিন পরীক্ষা!

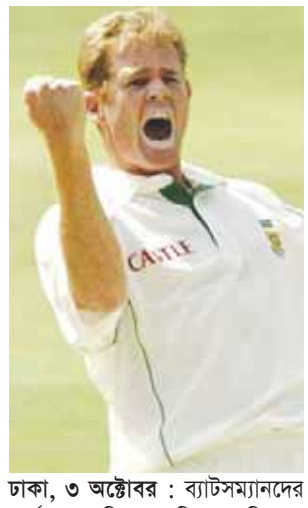

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ৩৩৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। যদিও অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের কথায় বোলারদের ওপর অসন্তুষ্টি টের পাওয়া গেল। ২০০৭এর জুলাইয়ের পর এই প্রথম ১০০র কম রানে গুটিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ দলের দুর্দশা অবশ্য এখনই শেষ হচ্ছে না। ৬ অক্টোবর ব্লুমফন্টেইনে শুরু হতে যাওয়া ২য় টেস্টে দলের শক্তি অনুযায়ী উইকেট চাইছেন স্বাগতিক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি। এমন ন্যাড়া উইকেটে প্রোটিয়া ফাস্ট বোলারদের সামলাতে হাঁসফাঁস। ব্লুমফন্টেইনে কী হবে কে জানে!

দলের শক্তি মানে গতিময় আর বাউন্সি উইকেট। পেস আক্রমণে সব সময়ই দুর্দান্ত প্রোটিয়ারা এই মাঠে ৪টি টেস্ট খেলে সবকটিতেই জিতেছে। জিম্বাবুয়ে, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও বাংলাদেশ দল টেস্ট খেলেছে এখানে। একমাত্র নিউজিল্যান্ডই কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে হেরেছিল ৫ উইকেটে। সেখানেও পেসারদের দৌরাত্ম্য ছিল, ছিল প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। জ্যাক ক্যালিস সেঞ্চুরি করেছিলেন, ম্যাচে ৭ ও ৬ উইকেট নিয়েছিলেন মাখায়া এনটিনি ও অ্যালান ডোনাল্ড।

বাংলাদেশ বাদে একমাত্র উপমহাদেশীয় দল হিসেবে ব্লুমফন্টেইনে টেস্ট খেলেছে ভারত। ২০০১ সালে সৌরভ গাঙ্গুলির ভারতীয় দল হেরেছিল ৯ উইকেটে। জোড়া সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন হার্শেল গিবস ও ল্যান্স ক্লুজনার। ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচ-সেরা হয়েছিলেন প্রোটিয়া দলপতি শন পোলক। প্রথম ইনিংসে ভারতের জাভাগাল শ্রীনাথও ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। এই মাঠে শীর্ষ ৫ উইকেট শিকারিই পেসার। ৩ টেস্ট খেলে ২১ উইকেট নিয়ে শীর্ষে শন পোলক। ৬ নম্বরে আছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। ২০০৮ সালে এক ইনিংস বল করে ১৩০ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন এই বাঁহাতি।

মোদ্দা কথায় পেস-বাউন্স মিলিয়ে সফরের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হতে পারে ব্লুমফন্টেইনে। ব্যাট হাতে দৃঢ়তা দেখাতে হবে তামিম-মমিনুলদের। তাসকিন-শফিউলরা পেতে পারেন তাঁদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত সবুজ উইকেট। কিন্তু সে রকম উইকেটের সুবিধা কি আদায় করতে পারবেন পেসাররা? পচেফস্ট্রুমের শক্ত উইকেটের ফায়দাও তো তুলতে পারেনি টাইগার বোলাররা। তাই টেস্ট ক্রিকেটের চিরায়ত আপ্তবাক্যেই শেষ করতে হচ্ছে। ম্যাচে ২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে টেস্ট জেতার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। (সূত্র: ক্রিকইনফো)

চলছে, চলবে র‍্যাঙ্কিংয়ের 'ইঁদুরবিড়াল' খেলা

ঢাকা, ১ অক্টোবর : শীর্ষস্থান অধিকারের এক ম্যাচ পরই পুনরধিকার অভিযানে নামতে যাচ্ছে কোহলির ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম তিন ওয়ানডে জিতে আইসিসির ওয়ানডে-র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানটিতে উঠে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু চতুর্থ ওয়ানডেতে হেরে শীর্ষস্থান হারিয়ে তাদের নেমে যেতে হয় ২-এ। আজ নাগপুরে শেষ ওয়ানডেতে জিতলে অবশ্য আবারও ফিরে পাওয়া যাবে শীর্ষস্থান। সিরিজ জয়টা নিশ্চিত হয়ে গেছে আগেই, শেষ ওয়ানডের আগে ভারতের সামনে এখন লক্ষ্য একটাই–ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান।

র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর স্থানটি নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল লড়াই হয়তো চলবে আরও কিছুদিন। ভারতের কাঁধে গরম নিশ্বাস ফেলছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই মুহূর্তে শীর্ষস্থানে থাকা প্রোটিয়াদের ওয়ানডে সিরিজ আছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। নাগপুরে আজ তাই ভারত জিতলেও আবারও ১-এ ফিরে আসার সুযোগ পাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ওপেনিংয়ে জায়গা ফিরে পেয়ে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন অ্যারন ফিঞ্চ। তৃতীয় ম্যাচে সেঞ্চুরির পর চতুর্থ ম্যাচে ৯৪ রান করেছিলেন ডানহাতি ব্যাটসম্যান। টি-টোয়েন্টি সিরিজের অনুশীলন মাথায় রেখে এই ম্যাচে ফিরতে পারেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

ভারতীয় দলে আজ জায়গা পেতে পারেন স্কোয়াডে থেকেও কোনো ম্যাচ না খেলা লোকেশ রাহুল। সর্বশেষ ম্যাচে মোহাম্মদ শামি, উমেশ যাদবরা খুব খরুচে হওয়ায় আরও একটি ম্যাচে হয়তো সুযোগ পেতে পারেন। রান-বন্যার এই সিরিজে ভারতের দুশ্চিন্তার নাম মিডল অর্ডার। এখনো ফিফটির দেখা পাননি মনীশ পাণ্ডে। হার্দিক পাণ্ডিয়া ব্যাটিংয়ে প্রমোশন পেলেও ম্যাচ শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। রান তাড়ায় মহেন্দ্র সিং ধোনির আগে পাণ্ডিয়াকে নামানো কতটা কার্যকর, সে নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ২টায়। সূত্র: জি নিউজ

'ড্রামা কুইনে'র আরও এক 'ড্রামা'

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : শিয়ালকোটে চলছিল পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট কায়েদে আজম ট্রফির একটি খেলা। কিন্তু সে ম্যাচে আরও একটি কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটালেন আহমেদ শেহজাদ। তাঁর সঙ্গে 'সেলফি' তুলতে চাওয়া এক ভক্তর ওপর চড়াও হয়েছেন তিনি, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন সেই ভক্তের মোবাইল ফোন।

নানা ধরনের ঘটনার জন্ম দিতে পটু এই শেহজাদ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন কেতায় সেলফি পোস্ট করে পাকিস্তানি ক্রিকেট-ভক্তদের কাছে প্রায়ই হাসির খোরাক হন তিনি। একবার তো নিজেকে বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা করে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। পাকিস্তানি ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই মজা করে তাঁকে ডাকেন 'ড্রামা কুইন'। গত এপ্রিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তিনি চোটে পড়ার ভান করেছিলেন বলে দাবি করেন পাকিস্তানি ক্রিকেটপ্রেমীরা।

শিয়ালকোটে কায়েদে আজম ট্রফির সেই ম্যাচে শেহজাদের দল হেরেই গেছে। বেচারা ভক্ত বোধ হয় তাঁর স্বপ্নতারকার জন্য বেছে নিয়েছিলেন খুব বাজে একটা সময়। শেহজাদের কাছে গিয়ে সেলফি তুলতে চাওয়ার আবদার করতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে সেই ভক্তকে ধাক্কা দেন পাকিস্তানি ওপেনার। এরপর মোবাইল ফোনটি কেড়ে নিয়ে তা ভেঙে ফেলেন। আরেক পাকিস্তানি তারকা উমর গুল শেহজাদকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন।

পাকিস্তানের হয়ে ১৩টি টেস্ট, ৭৯টি ওয়ানডে আর ৫১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন শেহজাদ। টেস্টে তাঁর রান ৯৮২। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অবশ্য তাঁর রেকর্ড কিছুটা ভালো। ওয়ানডেতে ২ হাজার ৫৯৭ আর টি-টোয়েন্টিতে ১ হাজার ৩০৪ রান করেছেন তিনি। শেহজাদ একমাত্র পাকিস্তানি ক্রিকেটার, যিনি তিন সংস্করণেই সেঞ্চুরি করেছেন। সূত্র: জি নিউজ।

কাটারে কাটলেন মোস্তাফিজ

ঢাকা, ১ অক্টোবর : দিনের পঞ্চম ওভারেই হাশিম আমলাকে ফিরিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। রাউন্ড দ্য উইকেট এসে অফ-স্টাম্পের বাইরের মোস্তাফিজের অফ-কাটার ডেলিভারিতে উইকেটরক্ষক লিটন দাশকে ক্যাচ দেন আমলা। উইকেটে এসেছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি। মোস্তাফিজ আগের দিনও কাটারে ফিরিয়েছেন ওপেনার এইডেন মার্করামকে। তবে আজ দক্ষিণ আফ্রিকানদের আরও বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন ইমরুল কায়েস! আমলা আউট হওয়ার পরের ওভারে শফিউলের বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে টেম্বা বাভুমার সহজ ক্যাচ ছেড়েছেন ইমরুল।

আগের তিন দিনের তুলনায় উইকেটে পেস আর বাউন্স তুলনামূলক কমে এসেছে। উইকেটে ফাটলের সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশি পেসাররা স্লোয়ার কিংবা কাটারে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এতে বাউন্সার না দেওয়ার ঘাটতি বোলাররা কতটা পুষিয়ে নিতে পারেন, সেটাই দেখার বিষয়। যথারীতি রক্ষণাত্মক ফি!ং সাজিয়েছেন মুশফিকুর। শর্ট মিড উইকেটে ফি!ারে অভাবে ডু প্লেসির ক্যাচ মাঠের ফাঁকা জায়গায় পড়েছে। তৃতীয় দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৫৪ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এই প্রতিবেদন লেখার সময় দ্বিতীয় ইনিংসে প্রোটিয়াদের সংগ্রহ ১০১/৩। হাতে ৭ উইকেট নিয়ে ২৭৭ রানের লিড নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

সু চি ও চার জেনারেল

সৈয়দ আবদাল আহমদ

মিয়ানমারের রাখাইনে সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গারা দীর্ঘ দিন ধরেই নিপীড়নের শিকার। কিন্তু এবারের সহিংসতা এতটাই ব্যাপক হয়েছে যে, অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের কারণে আন্তর্জাতিক বিশ্বকেও সজাগ হতে দেখা গেছে। এবারের মতো বিশ্বপ্রতিক্রিয়া অতীতে দেখা যায়নি।

শান্তিতে নোবেলজয়ী মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির এত দিনের 'দেবতুল্য' ভাবমর্যাদা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। রোহিঙ্গাবিরোধী অভিযানে সু চির সমর্থন ও গণহত্যায় মদদের জন্য তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সমালোচনার ঝড় বইছে। ফলে এবার জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের সাহস পর্যন্ত তিনি দেখাতে পারেননি। দাবি উঠেছে তার নোবেল পুরস্কারসহ অন্যান্য পুরস্কার প্রত্যাহারের। কিন্তু সু চি অনমনীয়। জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তিনি বলে দিয়েছেন, রাখাইনের ঘটনায় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে তিনি এবং তার সরকার ভীত নয়। অর্থাৎ তার মদদে চার জেনারেলের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ অবস্থায় ২৮ সেপ্টেম্বর জোরালো পদক্ষেপের জন্য জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে। কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক গণ-আদালতে গণহত্যর জন্য মিয়ানমারকে দোষী সাব্যস্ত করে ইতোমধ্যে রায় হয়েছে এবং গণহত্যায় সংশ্লিষ্টদের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের মুখোমুখি করার সুপারিশ করা হয়েছে।

দ্বৈত চেহারার সু চি

১৯৯১ সালে সু চিকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়ার কারণ হিসেবে নরওয়ের নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছিল– গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতিগত সংহতি প্রতিষ্ঠায় তার প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাতে চায় নোবেল কমিটি। একুশ বছর পর ১৬ জুন ২০১২ নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করে সেই বিবৃতির কথা স্মরণ করে সু চি বলেছিলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন বিশ্ব গড়া যেখানে কেউ উদ্বাস্তু, গৃহহারা ও আশাহীন থাকবে না। এমন বিশ্ব গড়তে হবে, যার প্রতিটি প্রান্তে জনগণ স্বাধীনভাবে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। আসুন, আমরা এমন শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলি, যেখানে আমরা নিরাপত্তার মধ্যে ঘুমাতে পারি এবং জেগে উঠতে পারি সুখের মধ্যে।'

সেদিন সু চির এই অমিয় বাণী অনেককেই উজ্জীবিত করেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করেছিল সু চিই বদলে দেবেন মিয়ানমারকে। কর্তৃত্ববাদী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। গণতন্ত্র ও মানবিকতা দিয়ে ভরিয়ে দেবেন তার দেশকে। ক্ষমতায় এসে স্টেট কাউন্সিলর হিসেবে সরকারের নেতৃত্বে থেকে ঠিকই সু চি বদলে দিয়েছেন তার দেশ মিয়ানমারকে। তবে সেটা গণতন্ত্র আর মানবিকতা দিয়ে নয়, সামরিক জান্তার পথ অনুসরণ করে। বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়ে। জাতিগত নিধন আর গণহত্যায় মদদ দিয়ে।

এটা ঠিক, 'আমরা' শব্দটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সু চি এখন নিজে অবশ্য নিরাপত্তার মধ্যে ঘুমাতে এবং সুখের মধ্যে জেগে উঠতে পারছেন! তবে যেটা বাস্তব তা হচ্ছে, একটা সংখ্যালঘু জাতিসত্তা চিরতরে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। এমন বিশ্বই সু চি গড়েছেন, যেখানে রোহিঙ্গা মুসলমানরা প্রাণ বাঁচাতে নিজের মাতৃভূমি থেকে পালিয়ে উদ্বাস্তুর খাতায় নাম লিখিয়েছে। এমন বিশ্বই সু চি তাদের জন্য গড়ে দিয়েছেন যেখানে আজ তারা উদ্বাস্তু, গৃহহারা, আশাহীন। আর শান্তি! সেটা তো হয়েছে রোহিঙ্গাদের ওপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে, তাদের বাড়িঘর ও গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে, শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করে, নারীদের ধর্ষণ আর নির্যাতন করে। ২৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক যুগান্তরের খবর : উখিয়া শরণার্থী শিবিরে এমন ১৩০০ রোহিঙ্গা শিশু এসেছে, যাদের মা-বাবা কেউ নেই।

একদিন আন্তর্জাতিক বিশ্ব মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য অং সান সু চির ত্যাগ ও সংগ্রামকে খুবই মূল্য দিয়েছিল। কারণ এর জন্য সু চি দীর্ঘ দিন লড়াই করেছেন। প্রায় দুই দশক তার কেটেছে কখনো গৃহবন্দী অবস্থায়, কখনো ইয়াঙ্গুনের কারাপ্রকোষ্ঠে। সেদিন তাই পৃথিবীর শান্তিকামী, মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রমনা মানুষ তার সংগ্রামের সমর্থক হয়েছিল। তার মুক্তির জন্য তারা রাজপথে মিছিলও করেছে।

সু চি ত্যাগের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। পেয়েছেন শাখারভ পুরস্কার। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে। লন্ডনের ওয়েস্ট মিনস্টার হলে যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে ভাষণ দেয়ার বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয় তাকে, যেখানে বিদেশী কোনো নারীর ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রথম। এর আগে শুধু ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথই এ ধরনের ভাষণ দিয়েছেন। শুধু কি তাই, মার্কিন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সম্মাননা কংগ্রেসনাল গো! মেডেল পরিয়ে দেয়া হয় তার গলায়। তিনি লাভ করেন কানাডার সম্মানজনক নাগরিকত্ব।

কিন্তু সু চির কাছে এসব সম্মান এখন তুচ্ছ ও মূল্যহীন। একজন নোবেলজয়ী ও মানবাধিকারের প্রবক্তা হিসেবে তার যে বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল, সেসব তিনি বিসর্জন দিয়েছেন।

মার্কিন জেনোসাইড বিশেষজ্ঞ ড. গ্রেগরি এইচ স্ট্যান্টনের ভাষায় 'সু চি তার বাবা অং সানের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কারণ বার্মার মূল সংবিধানে রোহিঙ্গা মুসলিমসহ সব গোষ্ঠীকেই সে দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতার বহু আগে থেকে রোহিঙ্গারা সেখানে বসবাস করে আসছিল। অং সান রোহিঙ্গাসহ জাতিগত সংখ্যালঘুদের ধারণ করে একটি বুদ্ধিদীপ্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তিনি তার মন্ত্রিসভায় সুচিন্তিতভাবে একজন মুসলিম মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সু চি বাবার অনুসৃত নীতি থেকে ছিটকে বের হয়ে এসেছেন। বার্মা মিয়ানমার হওয়ার অনেক আগে থেকেই সেখানে জেনোসাইড-প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখন সু চি এর দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সরকার আঁকড়ে থাকার স্বার্থেই তিনি তার নৈতিক কর্তৃত্ব সমর্পণ করেছেন। 'ক্ষমতা-ক্ষুধার্ত' রাজনীতিবিদে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি ভাবতে শুরু করেছেন, তিনিই তার স্বদেশভূমির ত্রাণকর্তা। অথচ তিনি জানেন না একজন ব্যক্তিই কোনো একটি দেশের ত্রাতা হতে পারেন না (প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর)।

সু চির কর্মকাণ্ডে আজ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জয়ী সবাই লজ্জিত। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী নেতা ডেসমন্ড টুটুর বয়স এখন ৮৫ বছর। সু চির উদ্দেশে তিনি যে চিঠি লেখেন, সেটা অনেকের মনে দাগ কাটে। তিনি লেখেন, 'বার্ধক্য আমাকে গ্রাস করেছে, আমি এখন জরাগ্রস্ত, সব কিছু থেকে অবসর নিয়েছি। ঠিক করেছিলাম সর্বজনীন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে আর কিছু বলব না; কিন্তু আজ তোমার দেশের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের গভীর সঙ্কটে সেই নীরবতা আমি ভাঙছি।' সাবেক এই আর্চবিশপ চিঠিতে আরো বলেন, 'হে আমার বোন, মিয়ানমারের রাজনৈতিক ক্ষমতার শিখরে পৌঁছানোই যদি তোমার নীরবতার কারণ হয়ে থাকে, তার জন্য সত্যিই বড় বেশি দাম দিতে হচ্ছে– আমরা প্রার্থনা করি তুমি ন্যায়বিচারের পক্ষে মুখ খোলো, মানবতার পক্ষে কথা বলো। দেশের মানুষের ঐক্যের জন্য কথা বলো। আমরা প্রার্থনা করি, যাতে তুমি এই নিপীড়ন বন্ধে হস্তক্ষেপ করো।' ডেসমন্ড টুটুর এই আবেগময় চিঠি বিশ্ববিবেককে নাড়া দিলেও সু চির মনে এতটুকু রেখাপাত করেনি।

শান্তিতে আরেক নোবেলজয়ী বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সু চিকে রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন– 'মিস সু চি, আপনি বর্তমানে ঘৃণার পরিবেশ দিয়ে আবদ্ধ হয়ে আছেন। এই সমস্যার চাবিকাঠি যেহেতু একমাত্র আপনারই হাতে, তাই এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে সঙ্কট সমাধান করুন।' এ কথারও ভ্রূক্ষেপ করেননি তিনি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এক সময় মহীয়সী হিসেবে যে আসন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সু চি আজ তাদেরই সমালোচনার মুখে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি ওয়েবসাইটে চার লাখ মানুষ সু চির নোবেল পুরস্কার প্রত্যাহার চেয়েছে। কানাডায় বিক্ষোভ হয়েছে তার সম্মানজনক নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করে নেয়ার। সু চির জীবনীকার জাস্টিন উইন্টলেরও তাকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তার ভাষায়– 'সু চি তার নিজের প্রচার করা মূল্যবোধই মানছেন না'।

সু চি জাতির উদ্দেশে ৩০ মিনিটের যে ভাষণ দেন, সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা তার ভাষণকে বিশ্বকে বিভ্রান্ত এবং বোকা বানানোর চেষ্টা বলেই মন্তব্য করেছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে– 'ভাষণে সু চি স্পষ্ট করেছেন, তিনি ও তার সরকার রাখাইনের সহিংসতার বিষয়ে বালুতে মাথা গুঁজে রেখেছেন। তার বক্তব্যটি মিথ্যার আশ্রয়। যারা আক্রান্ত তাদেরই তিনি দোষারোপ করেছেন।'

কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক গণ-আদালতের শুনানির শেষ দিনে সু চির ভাষণে 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের রাখাইন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ভীত নই'– এসংক্রান্ত উক্তির উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী ও বাদিপক্ষের আইনজীবীরা সুস্পষ্টভাবে বলেন, 'আপনি ও আপনার সরকার যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পর্যবেক্ষণে ভয় না পান, তাহলে বিশ্বের রোষানলে পড়ার ভয়ে ভীত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিন।' জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস এই ভাষণের আগের দিন বলেছিলেন, এটাই সু চির শেষ সুযোগ।' সেই সুযোগ সু চি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়নি।

২০১০ সালে গৃহবন্দী দশা থেকে সু চির মুক্তির পর বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে আমিও আনন্দিত হয়েছিলাম। সেদিন অনেকটা আবগেপ্রবণ হয়েই লিখেছিলাম– 'মিয়ানমারে গণতন্ত্রের ফুল ফোটাবেন সুচি' (আমার দেশ, ৭ নভেম্বর ২০১১)। এখন মনে হচ্ছে, সেদিন সত্যিই প্রতারণার শিকার হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সু চিও বুঝি নেলসন ম্যান্ডেলা। বোকার স্বর্গেই ছিলাম। সবাই যে ম্যান্ডেলা হতে পারে না, সেটা সু চি নিজেই দেখিয়ে দিয়েছেন। মিয়ানমারে তিনি গণতন্ত্রের ফুল নয়, সংহতির বদলে জাতিগত বিদ্বেষ উসকে দিয়েছেন এবং মানবিকতার বদলে গণহত্যায় মদদ জুগিয়েছেন। এসব এজন্যই করেছেন, তার অন্তরজুড়ে ছিল ক্ষমতা আর ক্ষমতা। তিনি দেখছেন মিলিটারি না চাইলে ক্ষমতায় আসতে বা থাকতে পারবেন না। সেটাই তার অগ্রাধিকার, জাতিগত সংহতি এখানে বড় নয়। তিনি ক্ষমতা ছাড়বেন না, বিশ্বের খুব কমসংখ্যক মানুষই সেটা দেখাতে পারে। নেলসন ম্যান্ডেলা খুব কমসংখ্যক মানুষেরই একজন বলে দেখাতে পেরেছেন, যা সু চির ক্ষেত্রে চিন্তা করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

সুচির রোহিঙ্গা ও মুসলিমবিদ্বেষ

রোহিঙ্গা মুসলিম ইস্যুতে সু চির বর্তমান নীরবতা ও বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। কারণ এই ইস্যুতে তিনি বরাবরই নীরব থেকেছেন। সু চি কখনোই রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখাননি। ২০১২ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও চরম নিপীড়নের ঘটনার সময় তিনি সরকারে ছিলেন না। তবুও টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করেননি। সারা বিশ্বের মানবাধিকার কর্মী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো এ নিয়ে তখনো প্রশ্ন তুলেছিল। ২০১২ সালের ৩ নভেম্বর বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা মুসলিম ইস্যুতে কোনো সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার মূলে কী রয়েছে তা দেখার আগে রোহিঙ্গাদের পক্ষে কথা বলে তিনি তার নৈতিক অবস্থানের অমর্যাদা করতে পারেন না।

২০১৫ সালের নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রচারাভিযানের সময় তিনি রাখাইনের সহিংসতার ইস্যুটি এড়িয়ে গেছেন। ওই নির্বাচনে তিনি কোনো মুসলিম প্রার্থীও দেননি। তার দল এনএলডির বড় অংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। রোহিঙ্গাদের তারা 'বাঙালি' বলে এবং মিয়ানমারে তাদের থাকার অধিকার নেই বলে প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেছে। ওয়াশিংটন পোস্টের খবর– ২০১৬ সালে মিয়ানমারে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে সু চি বলেছিলেন, 'রাখাইনে মুসলিম সংখ্যালঘুদের 'রোহিঙ্গা' নামে অভিহিত করবেন না।' ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ জাতির উদ্দেশে ভাষণে সু চি একবারের জন্যও 'রোহিঙ্গা' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। তিনি বলেন, 'রাখাইন থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠী কেন পালিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে, তার সরকার সেটা অনুসন্ধান করতে চায়।' এ কথার মাধ্যমে তিনি এত ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞকেও অস্বীকার করেন।

অং সান সু চি যে প্রচণ্ড মুসলিমবিদ্বেষী, এরও প্রমাণ রেখেছেন বিবিসিতে তার সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারের সময়। বিবিসির সাক্ষাৎকারটি নিচ্ছিলেন মিশেল হোসেন। তিনি একজন মুসলিম। এ কথা জানতেন না সু চি। রোহিঙ্গা মুসলিম প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন তিনি। বিবিসি সাংবাদিকের মুসলিম পরিচয় পাওয়ার পর তার মন্তব্য ছিল– 'বিবিসির সাংবাদিক যে একজন মুসলিম ছিলেন এ কথা আমাকে আগে জানানো হয়নি।' অর্থাৎ সাংবাদিকের পরিচয় আগে জানলে হয়তো তিনি সাক্ষাৎকার দিতেই রাজি হতেন না। কতটা বিদ্বেষ থাকলে এমন আচরণ কেউ করে, সু চি নিজেই তার উদাহরণ।

রাখাইনের ঘটনা সুস্পষ্ট গণহত্যা

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর বর্বর সহিংসতাকে এবার জোরালোভাবেই 'জাতিগত নিধন' এবং 'গণহত্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সহিংসতার ব্যাপকতা পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে, গণহত্যা বা জেনোসাইড সংঘটিত হলে যেসব আলামত পাওয়া যায়, তার সব উপাদানই এতে রয়েছে। গত ২৫ আগস্টের পর থেকে তিন হাজারের বেশি রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, যা ছিল পৃথিবীর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের একটি। রোহিঙ্গাদের ১০ হাজারের বেশি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে, মোট ৪৭১টি রোহিঙ্গা গ্রামের মধ্যে ২১৪টি গ্রামই নিশ্চিত করা হয়েছে। অং সান সু চি তার ভাষণে দাবি করেছেন– '৫ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীর শুদ্ধি অভিযান বন্ধ করা হয়েছে।' কিন্তু অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২২ সেপ্টেম্বর স্যাটেলাইট চিত্র ও ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে বলেছে, রাখাইনের রোহিঙ্গা গ্রামগুলো এখনো জ্বলছে। ১৩ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন গ্রামের বাড়িঘরে আগুন জ্বলার দৃশ্য প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। রাখাইনের ৮০টিরও বেশি স্থানে বিশাল এলাকা পুড়িয়ে দেয়ার প্রমাণও দিয়েছে অ্যামনেস্টি। সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে রাখাইনের রোহিঙ্গা গ্রামগুলো এখন বিরানভূমি।

বিবিসি, আলজাজিরা, ওয়াশিংটন পোস্ট, ইকোনমিস্ট ও টাইম ম্যাগাজিনসহ আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবরগুলোতে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী, মিলিশিয়া ও রাখাইনের বৌদ্ধ জঙ্গিরা গ্রামগুলো ঘেরাও করেছে, শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, পুরুষদের ঘরে আটকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নারীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সেখান থেকে বেছে বেছে আলাদা করে তাদের ধর্ষণ এবং অন্যদের হত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছে। এমনও দেখা গেছে, গুলিতে প্রাণ গেছে বাবার; চোখের সামনে লাশ ফেলেই প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালিয়েছে ছেলে। কেউ নাফ নদী পেরিয়ে, কেউ জঙ্গল-পাহাড় টপকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। নদী ও সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে অনেকে নৌকাডুবিতে লাশ হয়েছে। এমন ১০৮ জন নারী-পুরুষ-শিশুর লাশ পাওয়া গেছে বাংলাদেশ সীমানায়। আবার অনেকে সীমান্তে পুঁতে রাখা বর্মি বাহিনীর স্থলমাইনে আহত কিংবা নিহত হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থলমাইনে আহত রোহিঙ্গার সংখ্যা অনেক। প্রাণ বাঁচাতে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হয়েছে বলে জাতিসঙ্ঘ উদ্বাস্তু কমিশন ইউএনএইচসিআরের রিপোর্ট।

জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রদান জেইদ রায়াদ আল হুসেইন বলেছেন, রাখাইনে যে হত্যাযজ্ঞ চলছে তা জাতিগত নিধনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, যখন রাখাইনে এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীকে দেশছাড়া করা হয়, তাকে জাতিগত নিধন ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জাতিসঙ্ঘের ভাষণে বলেছেন, রাখাইনের ঘটনা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর শামিল। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, রাখাইনের সহিংসতায় পোড়ামাটি কৌশলে জাতিগত নিধনের সব উপাদান আছে।

রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মূল অভিযান চালিয়ে মিয়ানমার মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে– বলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটি দেশটির ওপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবরোধসহ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানসহ বিশ্বের অনেক নেতা রাখাইনের ঘটনাকে গণহত্যা উল্লেখ করে প্রতিবাদ করেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী রোহিঙ্গা বিষয়ে দেশের কূটনীতিকদের ব্রিফ করার পর সাংবাদিকদের বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রাখাইনের হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা বলেছে, তাদের মতো আমরাও তা-ই বলছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসঙ্ঘে দেয়া ভাষণে বলেছেন, রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর জাতিগত নিধন চালানো হয়েছে।

কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক গণ-আদালত রাখাইনে সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালানো জেনোসাইড ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী কাচিনদের ওপর 'যুদ্ধাপরাধ' সংঘটনের দায়ে রাষ্ট্র হিসেবে মিয়ানমারকে দোষী সাব্যস্ত করে ২৩ সেপ্টেম্বর রায় দিয়েছেন। এতে 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে গণহত্যায় সংশ্লিষ্টদের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে (আইসিসি) বিচারের সম্মুখীন করারও সুপারিশ করেছে। গত ১৮ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী, বিভিন্ন দলিল, বিশেষজ্ঞদের সাক্ষী ও কৌঁসুলিদের শুনানির পর এ রায় দেয়া হয়। রায়ের পর্যবেক্ষণে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, সু চি রাখাইনে গণহত্যার পক্ষে ওকালতি করেছেন। মিয়ানমারের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি ও যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাংক হিসাব জব্দের কথাও বলা হয়।

ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞ মার্ক কারসটেন এএফপিকে বলেন, গণহত্যা হলো একটি গোষ্ঠীকে পুরোপুরি নির্মূল করা। জাতিগত নিধনই একপর্যায়ে গণহত্যায় রূপ নেয়। মার্কিন জেনোসাইড বিশেষজ্ঞ ও জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা ড. গ্রেগরি এইচ স্ট্যান্টন বলেন, সু চি সরকারের হত্যাযজ্ঞ হচ্ছে– জেনোসাইডাল ম্যাসাকার (গণহত্যামূলক নিধনযজ্ঞ)। আন্তর্জাতিক আইনে এটা নবম ও দশম স্তরে পৌঁছে গেছে। নবম ধাপ হলো নিশ্চিতকরণ (এক্সটারমিনেসন) ও দশক ধাপ হলো প্রত্যাখ্যান করা (প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭)। তিনি আরো বলেন, ষাটের দশক থেকেই জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া চালু করা হয়। তখনই আসলে জেনোসাইড-প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কোনো পক্ষ যদি এ রকম কোনো জাতিগত গোষ্ঠীকে নিশ্চি! করার প্রকল্প হাতে নেয়, এরপর কিছু লোককে হত্যা করে তাহলেই জেনোসাইড সংঘটিত হয়ে যায়। জেনোসাইড সমগ্র মানবগোষ্ঠী ও গোত্রকে স্পর্শ করে। ১৯৭৮ সালে অন্তত দুই লাখ ৭৭ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তখন জেনারেল নে উইন নাগাসিন 'ড্রাগন অপারেশন' নামে যে অপারেশন চালান, তাতে হাজারো রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই রোহিঙ্গাবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে। ২০১২ সালে একজন বৌদ্ধ মহিলার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এক হাজার মুসলমান নিধন করা হয়। আর এবার ২০১৭ সালে পুলিশের কয়েকটি ফাঁড়িতে 'আরসা' নামের একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলার অজুহাত এনে তিন হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়। সন্ত্রাস দমনে মিয়ানমারের উদ্দেশ্য থাকলে তারা আরসা সদস্যদের খুঁজে বের করত। সংখ্যায় এরা বড়জোর ৫০ জন। এই ৫০ জনকে না খুঁজে গণহত্যা চালিয়ে একটি জাতিসত্তাকে নির্মূল করে দেয়ার উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

কুয়ালালামপুরে গণ-আদালতে রাখাইনের তুলাতলি গ্রাম থেকে আসা একজন নারী তার জবানবন্দীতে বলেন, তার চোখের সামনে ২০০ থেকে ২৫০ জন নারীকে নিহত করা হয়েছে এবং শিশুকে কাটাছেঁড়া করে মৃতদেহ নদীতে ফেলা হয়েছে। এমন ফুটেজও সেখানে দেখানো হয়েছে, যাতে প্লাস্টিকের চালের বস্তায় লাশ ভাসছে। এক রোহিঙ্গা নারী জবানবন্দী দিয়েছেন, কী করে বন্দী রেখে গণধর্ষণের জন্য ২০ তরুণীকে বাছাই করা হয়। এরপর খালি বাড়িতে বন্দী রেখে গণধর্ষণের পর জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়ার শরণার্থী শিবিরে আসা ধর্ষণের শিকার এমন ২৫ জন নারীকে জাতিসঙ্ঘের চিকিৎসকদল চিকিৎসা দিয়েছে, এদের ২১ জনেরই ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে।

রাখাইনে গণহত্যার নায়কেরা

রাখাইনে ২০১৪-১৫ সালে দাঙ্গার পর পাঁচ-সাত হাজার রোহিঙ্গা পরিবারকে বিভিন্ন জায়গায় কার্যত বন্দিশালায় রাখা হয়। ২০১২ সালে ব্যাপক রোহিঙ্গা নিধন ও বিতাড়নে ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সিনিয়র জেনারেল মিন অং হি লাইং। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তিনি ঘোষণা দেন এবার তারা যা করেছেন, অতীতের সরকার পারেনি। সু চি সরকার এবার 'বাঙালি' প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান করবে। এই অভিযানে সু চির সায় আছে এবং তিনিও রোহিঙ্গাদের বাঙালি বলছেন। রোহিঙ্গাদের নির্মূল করার দায়িত্বে সামরিক বাহিনীর এই সর্বাধিনায়ক ছাড়াও রয়েছেন আরো তিন জেনারেল। তারা হলেন– স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে লে. জেনারেল কায়াও সু, সীমান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে লে. জেনারেল ইয়ে অং এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত লে. জেনারেল সেইন উইন। সামরিক প্রধান জেনারেল হি লাইংয়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তাকে আরো পাঁচ বছরের জন্য মেয়াদ বাড়ানো হয়। মিন অং হি লাইং ইতোমধ্যে 'মিয়ানমারের কসাই' হিসেবে চি! ত হয়েছেন। এই সামরিক গোষ্ঠীর পেছনে রয়েছে বৌদ্ধ জঙ্গি ধর্মগুরু উইরাথু। টাইম ম্যাগাজিন তার ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করেছিল– দ্য ফেস অব বুদ্ধিস্ট টেরর (বৌদ্ধ সন্ত্রাসের মুখ)।

সু চি ও জেনারেলরা কারাদজিসকে স্মরণ করুন

গণহত্যা চালিয়ে বাঁচতে পারেননি বলকান কসাই রাদোভান কারাদজিস। গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তার ৪০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত সংঘটিত বসনিয়ার যুদ্ধে বিপুল হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় ২০১৬ সালের ২৬ মার্চ হেগের আন্তর্জাতিক আদালত সার্বনেতা কারাদজিসকে কয়েকটি অপরাধে জড়িত থাকায় মোট ১১টি অভিযোগ আনে এবং ১০টিতেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। কারাদজিসের মদদ ছাড়া এই যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হতো না বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে রাখাইনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। রাখাইনের সহিংসতায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে সু চির স্পষ্ট মদদ রয়েছে। তাই এখনো গণহত্যা বন্ধ এবং কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন তথা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিয়ে তাদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে না নিলে সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয়, সু চিসহ তার সহযোগী জেনারেলদেরও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে। তাই সু চিদের উচিত কারাদজিসের পরিণাম স্মরণ করা।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, জাতীয় প্রেস কাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক

বিশেষ সাক্ষাতকারে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

প্রধান বিচারপতি অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নিয়েছেন

প্রশ্ন : প্রধান বিচারপতির ছুটি নেওয়ার বিষয়টি কী?
আনিসুল হক: বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ছুটিতে গেলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন। প্রধান বিচারপতি ছুটিতে যাবেন, সেটা প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞাকে কি আমরা বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলতে পারি?
আনিসুল হক: সেটা এখনই কেমন করে বলবেন, কারণ ওনার (প্রধান বিচারপতির) ছুটি কার্যকর হবে মঙ্গলবার থেকে। সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে, যিনি প্রবীণতম তিনিই হবেন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে বিচারপতি আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞাই হবেন প্রধান বিচারপতি।
প্রশ্ন : তাঁর তরফে কি সম্মতির কোনো বিষয় থাকবে?
আনিসুল হক: না। এখানে কোনো সম্মতি দেওয়ার বিষয় নেই।
প্রশ্ন : তার মানে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন?
আনিসুল হক: আপনি কীভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কথাটি বলছেন? স্বয়ংক্রিয় মানে কী?
প্রশ্ন : স্বয়ংক্রিয় মনে আপনা-আপনি। যখনই প্রধান বিচারপতির ছুটির আবেদন কার্যকর হবে, তখন থেকেই আপিল বিভাগের জেষ্ঠ্যতম বিচারক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হবেন। কোনো ঘোষণার প্রয়োজন হবে না।
আনিসুল হক: আপনা-আপনি তো হবেন না। ঘোষণা তো একটা দিতেই হবে। এর একটা গেজেট হতে হবে না?
প্রশ্ন : আমরা জানতে চাইছিলাম, প্রধান বিচারপতি ছুটিতে গেলেই হলো। তারপরে যিনিই জ্যেষ্ঠতম হিসেবে থাকবেন, তিনিই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হবেন। তাঁর পক্ষে এই পদ গ্রহণ করা বা না করার কোনো বিষয় নেই?
আনিসুল হক: ঠিক তাই। গ্রহণ করা বা না করার তো কোনো সুযোগ নেই। এটি একটি সাংবিধানিক ব্যাপার।
প্রশ্ন : প্রধান বিচারপতির ছুটির দরখাস্ত কখন আপনার হাতে পৌঁছেছে?

আনিসুল হক: আজ সকালে পেয়েছি। ঠিক সকালেও নয়–
প্রশ্ন : কী কারণে তিনি ছুটি নিচ্ছেন?
আনিসুল হক: তিনি অসুস্থতার কথা বলেছেন। স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়েছেন।
প্রশ্ন : সময়সীমাটা কি এক মাস?
আনিসুল হক: জি, এক মাস।
প্রশ্ন : আপনি কি মন্তব্য করবেন যে, যখন এটা একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে হয়েছে?
আনিসুল হক: কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপট নয়। কেন আপনি একে বিশেষ প্রেক্ষাপট বলবেন? তিনি কি অসুস্থ হতে পারেন না? আরে কী আশ্চর্য কথা। উনি নিজেই লিখে জানিয়েছেন যে তিনি অসুস্থতার জন্য (গ্রাউন্ডে) ছুটি চেয়েছেন। আমি কীভাবে এর বাইরে আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা দেব?
প্রশ্ন : এটা কি একটু অস্বাভাবিক বিষয় নয় যে অ্যাটর্নি জেনারেলের তরফে প্রধান বিচারপতির ছুটিতে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলো?
আনিসুল হক: কেন বলবেন এটা অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে? কেউ হয়তো তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, ততক্ষণে অ্যাটর্নি জেনারেল হয়তো জানতে পেরেছেন। কারণ আমিই তাঁকে বলেছিলাম যে এ রকম একটি চিঠি এসেছে আমার কাছে। অ্যাটর্নি জেনারেলকে এটা আমাকে প্রথম জানাতে হয়। সেটা আমি তাঁকে অবহিত করলাম। সে জন্য হয়তো তিনি বলেছেন। এর থেকে বেশি কিছু আমি জানি না। এটুকু বলতে পারি তিনি প্রধান বিচারপতির ছুটিতে যাওয়ার বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেননি।
প্রশ্ন : এ বিষয়ে কি কোনো বিবৃতি ইস্যু করা হবে?
আনিসুল হক: নিশ্চয়। এটা তো সুপ্রিম কোর্ট থেকেই ইস্যু করা হবে।
প্রশ্ন : রাশিয়ার প্রধান বিচারপতির আগামী ৮ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরের কথা ছিল। এটি কি এখন হচ্ছে?
আনিসুল হক: তাঁর ওই সফর বাতিল হয়েছে বলে তো জানি না।
প্রশ্ন : প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা গত বছর সস্ত্রীক রাশিয়া সফর করেছিলেন। এবং তখন তিনি রুশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ভিয়াচেস্লাভ মিখাইলোভিচ লেবেদেভকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। ঢাকার রুশ দূতাবাস ১২ সেপ্টেম্বর সেই সফর চূড়ান্ত করার কথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে। প্রধান বিচারপতি এর প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। তাঁকে সিলেটেও নিতে রাজি করিয়েছিলেন। আপনি কি এই সফরের বিষয়টি জানতেন?
আনিসুল হক: এ রকম একটি খবর আমি শুনেছিলাম।
প্রশ্ন : এখন প্রধান বিচারপতির ছুটিতে যাওয়ার কারণে সেই সফর কি অনিশ্চিত হতে পারে? সফরটি হবে?
আনিসুল হক: সেই সফর না হওয়ার কী কারণ ঘটল, আমি তো বুঝলাম না।
প্রশ্ন : যেহেতু সেটি ছিল প্রধান বিচারপতির ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ।
আনিসুল হক: শুনুন, আপনি এটা ভালো করেই জানেন যে ব্যক্তি বড় কথা নয়, প্রতিষ্ঠান বড় কথা। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন। সেই দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কেউ অতিথি হিসেবে এখানে আসেন, যিনিই প্রধান বিচারপতি, অস্থায়ী বা স্থায়ী এটা তখন তাঁর কর্তব্য হয়ে যায়, তাঁর আতিথেয়তার দায়িত্ব নেওয়া, তাই নয় কি? সেই হিসেবে যিনি দায়িত্বে থাকবেন, তিনিই এ বিষয়ে যথা দায়িত্ব পালন করবেন এবং সেটা করাটাই স্বাভাবিক।
প্রশ্ন : আপনি জানেন সুপ্রিম কোর্টের এটাই ঐতিহ্য যে দীর্ঘ অবকাশের পরে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বিচারক ও আইনজীবীরা করমর্দন করেন। ছুটি মঙ্গলবারের কার্যদিবসের কখন থেকে কার্যকর হবে? তিনি কি ওই অনুষ্ঠান করতে পারবেন?
আনিসুল হক: না। আমি যতদূর জানি মঙ্গলবার সকাল থেকেই ছুটি কার্যকর হয়ে যাবে। তার কারণ হলো তিনি তাঁর দরখাস্তটি দিয়েছেন আজকে (সোমবার)। মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে তারিখে সই করেন; তাহলে যে মুহূর্তে সই করেছেন, ৩ তারিখ (মঙ্গলবার) থেকেই বা দুপুর বারোটা থেকেই তা কার্যকর হয়ে যাবে। হবে না?
প্রশ্ন : সেটাই হওয়ার কথা। আপনি কি ফাইল বঙ্গভবনে নাকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়েছেন?
আনিসুল হক: এটা আমার দপ্তর থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যাবে, সেখান থেকে যাবে বঙ্গভবনে।

নাজাফ ও কারবালার পয়গাম

হামিদ মীর

হজরত ইমাম হুসাইন বিন আলী রা:-এর মাজারে এটা ছিল এ অধমের তৃতীয় হাজিরা। ঈদুল আজহার দ্বিতীয় দিন রওনা হই। তৃতীয় দিন কারবালা ও নাজাফে জিয়ারত পূর্ণ করি। আর চতুর্থ দিন সকালে পাকিস্তান ফিরে আসি। তবে কারবালা ও নাজাফে পাকিস্তানও আমার সাথে ছিল। হজরত হুসাইন রা:-এর মাজারে প্রথমবার হাজির হয়েছিলাম ১৯৯৪ সালে। দ্বিতীয়বার ২০০৩ সালে সাদ্দাম হোসেনের শাসন ক্ষমতা শেষ হওয়ার কিছু দিন পর এ মাজারে যখন হাজির হই, তখন মাজারের ফটক ও দেয়ালে সাদ্দামের শাসনামলে বিক্ষোভকারীদের ওপর চালানো গুলির চিহ্নগুলো বিদ্যমান ছিল। ২০১৭ সালে তৃতীয়বার যখন হাজির হলাম, তখন হজরত হুসাইন রা:-এর মাজারের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। গুলির চিহ্নগুলো সৌন্দর্য ও কারুকার্যে মুছে গেছে। আর এ মাজারকে শান্তি ও মুক্তিকামীদের অস্থির দৃষ্টির কেন্দ্র পরিলক্ষিত হলো, যারা এ মাজারের আশপাশে কুরআন শরিফ তেলাওয়াতে মশগুল ছিলেন এবং দরুদ পড়ছিলেন। হজরত হুসাইন রা:-এর প্রতি ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ সা:-এর প্রেম ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না। এ মাজারে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহারের এ কবিতা মনে পড়ে– হার এবতেদা সে প্যাহলে, হার এনতেহা কে বাদ/ যাতে নবী বুলান্দ হ্যায়, যাতে খোদা কে বাদ/ দুনইয়া মেঁ এহতেরাম কে কাবেল হেঁ জেতনে লোগ/ ম্যাঁয় সাব কো মানতা হূঁ, মাগার মুসতাফা কে বাদ/কাতলে হুসাইন আসল মেঁ মারগে ইয়াজিদ হ্যায়/ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ– 'প্রতিটি সূচনার আগে, প্রতিটি সমাপ্তির পরে/নবীর সত্তা সুউচ্চ, (তবে তাঁর স্থান) খোদার সত্তার পরে/বিশ্বে সম্মানার্হ আছেন যত জন/আমি সবাইকে শ্রদ্ধা করি, তবে মুস্তাফার পরে (তাদের স্থান)/হুসাইনের হত্যা মূলত ইয়াজিদেরই মৃত্যু/ইসলাম জিন্দা হয় প্রতিটি কারবালার পর।'
সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কারবালার মওসুম এত গরম ছিল যে, দুপুরের রোদ পানি ফুটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। মওসুমের এ গরম হজরত হুসাইন রা: ও তার জীবন উৎসর্গকারী সঙ্গীদের সাহস ও বীরত্বের সামনেও গলে গিয়েছিল। ৭২ জন সদস্যের কাফেলা সহস্রাধিক লোকের বাহিনীর সামনে অটল থেকেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও স্বাধীনচেতার নিদর্শন হয়েছেন। এ মাজারের আঙিনায় কেউ হাত ছেড়ে নামাজ পড়ছিলেন, কেউ হাত বেঁধে নামাজ আদায় করছিলেন। আমার মসজিদে নববীর কথা মনে পড়ে যায়। মসজিদুল হারামের কথা মনে পড়ে যায়। ওখানেও সব মুসলমান ফেরকাবন্দী সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে একসাথে নামাজ আদায় করেন। এ উদারতা হুসাইন রা: ও হজরত আব্বাস রা:-এর মাজারের জিয়ারতকারীদের মাঝেও আমি দেখতে পেয়েছি। ইকবাল বলেছেন– হারাম পাক ভি, আল্লাহ ভি, কুরআন ভি এক/কুছ বাড়ি বাত থি হোতে জো মুসালমান ভি এক– পবিত্র হারামও এক, আল্লাহও এক, কুরআনও এক/ কিছুটা বড় বিষয় হতো, যদি মুসলমান হতো এক।
জানি না, মসজিদে নববীতে একত্রে নামাজ আদায়কারী আর হুসাইন রা:-এর প্রতি সমবেদনায় অশ্রু" নির্গতকারীরা দুশমনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে একে অপরের সাথে কেন দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে লিপ্ত হচ্ছে এবং একে অপরের রক্তপাত কেন করছে? কারবালা থেকে নাজাফ পৌঁছতে মনে হলো জ্ঞানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। তিরমিজি শরিফে বর্ণিত হাদিসে নবী সা: বলেছেন– আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দরজা। এ সফরে আমার সাথে নাহজুল বালাগাও ছিল, যা হজরত আলী রা:-এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হওয়ার উত্তম মাধ্যম। হজরত হুসাইন রা: ও হজরত আলী রা:-এর মাজারে গরমের মওসুম হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ভিড় ছিল। বেশির ভাগই ছিল যুবক। ওই যুবকদের বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মাঝামাঝি। চেহারা-সুরত ও পোশাকে এ যুবকদের দেখে মডার্নই মনে হলো, কিন্তু হুসাইন রা: ও আলী রা:-এর মাজারে তাদের কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখে অনুভব হলো, মুসলমানদের নিউ জেনারেশনে এক পরিবর্তন আসছে।
নাজাফে আয়াতুল্লাহ বাশির নাজাফীর সাথে সাক্ষাৎ হলো, যিনি পাঁচ দশক ধরে ইরাকে আছেন। তার মাহফিলে গিলগিটের এক ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয় নিয়ে আমাকে বলল, রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর অনেক অত্যাচার হচ্ছে। আল্লাহর কসম, ওই মজলুমদের জন্য সোচ্চার হন। হজরত আলী রা:-এর মাজারে এ অধম রোহিঙ্গা মুসলমানদের পাশাপাশি কাশ্মির, ফিলিস্তিন ও বিশ্বজুড়ে মজলুম মুসলমানদের জন্য দোয়া করলাম। শেরে খোদার মাজারে বারবার এ দোয়া হৃদয় থেকে এক ফরিয়াদ হয়ে বের হয়ে আসছিল– হে আল্লাহ, এক কুরআন ও এক রাসূলে বিশ্বাসী মুসলমানদের ফেরকাবন্দী সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব থেকে উর্ধ্বে রাখো। কেননা মুসলমানের শত্র"রা ওই ফেরকাবন্দী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে একটি হাতিয়ার হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। লেবানন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত এবং ইরাক থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত মুসলমানদের শত্রুরা ফেরকাবন্দী সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোকে লালিত-পালিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। আফসোস, শত আফসোস, ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন ওআইসিও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বেশি বলে। সৌদি আরবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর এক যৌথ বাহিনী গঠন করা হয়েছে এবং পাকিস্তানি রাহিল শরিফকে তার প্রধান বানানো হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এ পদক্ষেপও আমাদের এক করার পরিবর্তে আরো বিভক্ত করার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তম হতো যদি ওই সংগঠনে ওইসব দেশকেও শামিল করা হতো, যাদের মুসলমান নাগরিক মসজিদে নববী ও মসজিদুল হারামে একসাথে নামাজ আদায় করে। আগে এ কাজ না হয়ে থাকলে, এখন করা হোক। ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর যৌথ বাহিনী কোনো একটি দেশের স্বার্থে নয়, পুরো মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের জন্য গঠন করা হোক। আজ মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ ফেরকাবন্দী সাম্প্রদায়িকতা। আজ আমাদের নিজেদের নিউ জেনারেশনকে এ কথা বলা জরুরি যে, কারবালার ঘটনায় হজরত হুসাইন রা:-এর সাথে তার যেসব ভাই শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেছেন, তার মধ্যে উসমান বিন আলী রা:, আবু বকর বিন আলী রাঃ, আবু বকর বিন হাসান রাঃ ও উমর বিন আলী রা:-ও শামিল ছিলেন। হজরত আলী রা: তাঁর পুত্রদের নাম আবু বকর রা:, উমর রা: ও উসমান রা: রেখেছেন। যে মহান ব্যক্তিদের সাথে হজরত আলী রা:-এর ভালোবাসা ছিল, তাদের সাথে হজরত হুসাইন রা:-এরও ভালোবাসা ছিল। আমরা ফিকহি মতভেদগুলো নিরসন করতে পারব না, তবে মতভেদগুলোর স্থানে যৌথ ঐকমত্যকে তো প্রাধান্য দিতে পারি। আল্লামা ইকবাল তার এক সহজ-সরল কবিতায় শহীদে কারবালার প্রতি ভালোবাসার দর্শনকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : জিস তারাহ মুজকো শাহীদে কারবালা সে প্যায়ার হ্যায়/হক তায়ালা কো ইয়াতিমুঁ কী দুয়া সে প্যায়ার হ্যায়– যেভাবে শহীদে কারবালার প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে/(অনুরূপ) এতিমের দোয়ার প্রতিও আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা রয়েছে।
আজ কারবালা ও নাজাফ থেকে পুনরায় এ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মুহাম্মাদ সা:-এর বিশ্বাসের মধ্যে ডুবে গিয়ে ফেরকাবন্দী ও ব্যক্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে এক হয়ে যাও, আর মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের চিনে নাও। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ কারবালা ও নাজাফের পয়গাম এভাবে দিয়েছেন : ইনসাফ কে নেকি কে মুরাওয়াত কে তারাফদার/জালেম কে মুখালেফ হেঁ তু বেকাস কে মাদাদগার/জো জুলম পার লানত না কারে আপ লায়িঁ হ্যায়/জো জাবার কা মুনকির নাহিঁ ওহ মুনকিরে দিঁ হ্যায়– ইনসাফের নেকি চরিত্রের অধিকারী/জালেমের বিরোধী তুমি অসহায়ের সাহায্যকারী/যে জুলুমকে অভিশাপ দেয় না, সে নিজেই অভিশপ্ত/যে অত্যাচারকে অস্বীকার করে না, সে দ্বীনকে অস্বীকারকারী।

> মসজিদুল হারামের কথা মনে পড়ে যায়। ওখানেও সব মুসলমান ফেরকাবন্দী সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে একসাথে নামাজ আদায় করেন। এ উদারতা হুসাইন রা: ও হজরত আব্বাস রা:-এর মাজারের জিয়ারতকারীদের মাঝেও আমি দেখতে পেয়েছি।

হামিদ মীর : পাকিস্তানের জিও টিভির নির্বাহী সম্পাদক
(পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা দৈনিক জং ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে উর্দু থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব)।

উলটো পথের মানুষ

আসিফ নজরুল

বাংলাদেশের ট্রাফিক পুলিশ এক অভূতপূর্ব কাজ করছে কয়েক দিন ধরে। ঢাকা শহরের রাস্তায় উলটো পথে চলা গাড়ি ধরছে তারা। এই অপরাধের জন্য জরিমানা করছে এবং মামলাও দিচ্ছে। অবৈধ পথে চলা গাড়িগুলোর মালিক বা যাত্রীরা ছিলেন প্রতিমন্ত্রী, বিচারক, সচিব, পুলিশ, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী।

এসব শ্রেণির মানুষের সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি রয়েছে। তাঁদের অনেকে বড় বড় অনিয়ম করলেও থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাঁদের হাত ক্ষেত্রবিশেষে কতটা বড় হতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত কিছুদিন আগে আমরা পেয়েছি প্রথম আলোর রোজিনা ইসলামের প্রতিবেদনে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সরকারদলীয় এক প্রভাবশালী দম্পতি ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত এক নৃশংস খুনিকেও পাগল সাজিয়ে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে ক্ষমা করিয়ে নিয়েছেন। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা আমাদের আবারও দেখিয়ে দিয়েছে যে এ দেশের আইন আর বিচারব্যবস্থাকে কী অবলীলায় বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে পারেন ক্ষমতাশালীরা।

উলটো পথে চলা যাঁদের গাড়ি আটকে দিয়েছে পুলিশ, তাঁরা একই বা কাছাকাছি ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। তাঁদের ক্ষমতা জানি আমরা। ঢাকা শহরের পথে আমরা সাধারণ মানুষেরা আটকে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আটকে থাকে স্কুল-ফেরতা শিশু, হাসপাতালগামী বৃদ্ধ, ক্লান্ত পোশাকশ্রমিক। আর আমাদের নাকের ডগা দিয়ে হুস করে উলটো পথে চলে যায় তাঁদের পতাকাধারী গাড়ি। এমনও দেখা যায় যে ট্রাফিক পুলিশকেই বিকট হর্ন দিয়ে ছিটকে ফেলে উলটো পথে যাচ্ছেন তাঁরা।

এসব দৃশ্য ঢাকা শহরে এবং দেশের আরও বহু জায়গার নিত্যদিনের ঘটনা। রাজপথে এত প্রকাশ্যে আইনের লঙ ঘন কোনো সভ্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই লঙ্ঘনকারীদের কেউ কেউ আবার নিজেরাই আইনপ্রণেতা বা আইন প্রয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এসব জেনেশুনেও আমরা কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাই না। পুলিশকে একবার জিজ্ঞেসও করতে পারি না। রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে, তৃষ্ণায় হাঁপাতে হাঁপাতে প্রতিদিন আমরা দেখি এই নির্লজ্জ অনাচার। এমন এক দেশে পুলিশ হঠাৎ ধরছে এসব গাড়ি! বিশ্বাস হয় আমাদের?

বিশ্বাস হয়তো হচ্ছে কোনোমতে। কিন্তু সন্দেহ হয়, আসলে এগুলো গিমিক বা ফ্লুক কি না। এই অভিযান শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে কি না। নাকি আরও বহু ঘটনার মতো কিছু শিরোনাম তৈরি করে মিলিয়ে যাবে ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতা।

এসব প্রশ্ন সমাজে আছে। আছে আরও কিছু প্রশ্ন।

২.

ট্রাফিক পুলিশ নাকি উলটো পথের গাড়ি ধরছে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান বলেছেন বলে। প্রশ্ন হচ্ছে উলটো পথের গাড়ি ধরতে বলা কি দুদকপ্রধানের কাজ? ট্রাফিক পুলিশের প্রধান, পুলিশের আইজি–তাঁরা কখনো বলেননি পুলিশকে উলটো পথের গাড়ি ধরতে? নাকি তাঁরাও চলেন উলটো পথে? কিংবা বিশ্বাস করেন যে আদেশে উলটো পথে চলা শক্তিধররা থাকবেন আইনের ঊর্ধ্বে? আইন প্রয়োগ হবে শুধু সাধারণ মানুষের বেলায়?

ট্রাফিক পুলিশের প্রশংসনীয় গাড়িধরা অভিযানেও আমরা দেখি একধরনের বৈষম্য। এই অভিযানে জরিমানা হচ্ছে কেবল চালকদের। সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিবের গাড়ি নিয়ে পরপর দুবার উলটো পথে গিয়ে একজন চালক

> উলটো পথের মানুষের অবশ্য নানা অজুহাত থাকে। যেমন তাঁরা ঘুষ দেন, ঘুষ নেন স্পিড মানি হিসেবে। তাঁরা দুর্নীতিকে যৌক্তিক করেন পুঁজিবাদের প্রথম পর্বের মানি অ্যাকুমিউলেশন হিসেবে। তাঁরা স্বজনপ্রীতি করেন অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার কথা বলে। নির্বাচনে কারচুপি করেন উন্নয়নের জোয়ার ধরে রাখার কথা বলে।

চাকরি থেকে অব্যাহতিও পেয়েছেন। অথচ কে না জানে গাড়ির মালিকের নির্দেশ বা সমর্থন না থাকলে কোনো চালকের সাহস হবে না উলটো পথে চলার। যদি তা-ই হয়, তাহলে সমবায়সচিবেরও শাস্তি হওয়ার কথা। শৃঙ্খলাবিধি বা আচরণবিধি অনুসারে কোনো না কোনো জবাবদিহির মধ্যে পড়ার কথা উলটো পথের অন্য সরকারি কর্মকর্তাদেরও। কিন্তু আমরা কি সত্যি আশা করতে পারি কোনো শাস্তি পাবেন তাঁরা? পারি না। কত বড় বড় অপরাধ করে পার পেয়ে যান এ দেশের উঁচুতলার মানুষেরা। আর সামান্য উলটো পথে চলার জন্য শাস্তি হবে তাঁদের? মনে হয় না।

কিন্তু উলটো পথে যদি আটক হতো সাধারণ মানুষকে বহনকারী সাধারণ কোনো মালিকের কোনো বাস? নিশ্চয়ই দফারফা হয়ে যেত চালক-মালিক দুজনেরই। এই শ্রেণির মানুষ নিশ্চয়ই জানেন এটা। আমরা তাই দেখি না উলটো পথে গিয়ে আটকে পড়েছেন তাঁরা। উলটো পথে আমরা শুধু একধরনের বাসকেই দেখি মহা সমারোহে যেতে। সেটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বহনকারী বাস। একসময় এই ছাত্ররাই প্রতিবাদ জানাত সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচার আর ভুয়া শাসকের অন্য পথে চলাকে রুখে দিত বুকের রক্ত দিয়ে। সময় বদলেছে। তাদের তেজ আর বিক্রম এখন রাজপথে সোজা পথে চলা সাধারণ মানুষের যানবাহনকে ছিটকে ফেলে দিয়ে এগোনোর মধ্যে। এরা জানে কখনো সমস্যায় পড়লে তাদের ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আছেন ভিসি বা প্রভাবশালী শিক্ষকনেতা। এরা জানে কয়েক বছর পর বড় চাকরি পেয়ে বা বড় নেতা হয়ে স্বনির্ভরভাবেই উলটো পথে চলতে পারবে তারা। পুলিশও জানে এটা।

এমন এক দেশে এমন এক সমাজ-সংস্কৃতিতে সত্যি কি উলটো পথে চলার আসল কুশীলবদের কোনো শাস্তি হবে? পুলিশের অভিযানে সত্যি কি থেমে যাবে উলটো পথে গাড়ি চলা? নাকি অচিরেই শেষ হয়ে যাবে এই অভিযান। আমার ধারণা, দ্বিতীয়টাই ঘটবে খুব শিগগির। যাঁরা বোকার মতো একটু আশাবাদী হয়েছেন, তাঁদের ভুল ভাঙবে। এই সমাজে রাজপথে উলটোভাবে চলা মানুষ বরং বাড়বে। বাড়বে আরও বহুভাবে উলটো পথে চলা মানুষের সংখ্যাও।

৩.

উলটো পথের মানুষের অবশ্য নানা অজুহাত থাকে। যেমন তাঁরা ঘুষ দেন, ঘুষ নেন স্পিড মানি হিসেবে। তাঁরা দুর্নীতিকে যৌক্তিক করেন পুঁজিবাদের প্রথম পর্বের মানি অ্যাকুমিউলেশন হিসেবে। তাঁরা স্বজনপ্রীতি করেন অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার কথা বলে। নির্বাচনে কারচুপি করেন উন্নয়নের জোয়ার ধরে রাখার কথা বলে।

উলটো পথের গাড়ি চালনার অজুহাতও আছে তাঁদের। তাঁরা সমাজের অতি ব্যস্ত বা অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা মিটিংয়ের কথা বলে তাঁরা উলটো রাস্তায় চলেন। উলটো পথের রাস্তায় যদি লাগে এক ঘণ্টা, দুঃসহ যানজটের এই শহরে সোজা রাস্তায় তাহলে লাগে তিন ঘণ্টা। অফিস বা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সময় তাঁদের বাঁচাতে হয় দুই ঘণ্টা, বাসায় ফিরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যও বাঁচাতে হয় আরও দুই ঘণ্টা। কাজেই যুক্তি একটা আছে তাঁদের।

কিন্তু এই যুক্তি অসাড় যুক্তি। কারণ, রাজপথে চলা প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রত্যেকেরই রয়েছে বাসায় ফেরার তাড়া। চাকরি বাঁচাতে, সারা দিন দূরে রাখা সন্তানের মুখ দেখতে, জরুরি চিকিৎসা নিতে–এমন আরও বহু প্রয়োজনে সবাইকেই গন্তব্যে পৌঁছাতে হয় ঠিক সময়ে।

উলটো পথে কিছু গাড়ি চলার কারণে কখনো কখনো আরও দেরি হয়ে যায় তাঁদের। চোখ তাতিয়ে ওঠে জাজ্বল্যমান বৈষম্য দেখে। মন বিষিয়ে ওঠে নিজেদের অসহায়ত্বের কথা ভেবে। উলটো পথের মহারথীরা কি জানেন এসব? নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু পাত্তা দেন না, দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

৪.

প্রশ্ন আসে, তাহলে সমাধান কিসে? সমাধান হওয়া উচিত ছিল আরও আগে। ঠিকমতো নগর আর যান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করা গেলে এতটা দুঃসহ হতো না শহরের ট্রাফিক জ্যাম। যে ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা রাস্তায় নষ্ট হয় প্রতিদিন, যে অতিরিক্ত প্রায় ২০০ শতাংশ তেল আর গ্যাস পোড়ে এই সময়ে, তা-ও অনেকাংশে এড়ানো যেত তাহলে।

আমাদের কর্তাব্যক্তিরা তা করেননি। নিজস্ব কোটারি স্বার্থে বা অদক্ষতায় তাঁরা অপরিকল্পিতভাবে শহরকে বেড়ে উঠতে দিয়েছেন। গণপরিবহনের ওপর জোর না দিয়ে প্রাইভেট গাড়ির জঙ্গল গড়ে উঠতে দিয়েছেন, মাস্তানকে ফুটপাত দখল করতে দিয়েছেন, এই শহরের জমি দখল করতে দিয়েছেন ভূমিদস্যুদের। যথেচ্ছ প্রটোকলের নামে নিজেরা রাস্তা গ্রাস করে রাখার সংস্কৃতি চালু করেছেন। ভয়াবহ জনবহুল এই দেশে চরম এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ঢাকাকে পৃথিবীর মন্থরতম শহরে পরিণত করেছেন। এতে তাঁদের সমস্যা হয়নি। কারণ, তাঁদের রয়েছে উলটো পথ। নিজের গতি ঠিক রাখার জন্য তাঁরা বা তাঁদের শ্রেণির মানুষেরা উলটো পথ ধরছেন। আরও বেশি ক্ষমতাশালী হলে পুরো শহরকে থামিয়ে দিয়ে নিজেরা চলাচল করেছেন। শহরের উপকণ্ঠে একরের পর একর জমির মালিক হয়ে নিজেদের অবকাশকেন্দ্র করেছেন। কেউ কেউ আবার সেখানে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার কিনেছেন। নিজেদের সন্তানদের পাঠিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে গতিময় শহরগুলোতে।

তাঁদের কয় দিন ঠেকাবে সামান্য ট্রাফিক পুলিশ? কয় দিন তাঁদের খবর ছাপাবে সামান্য সংবাদপত্র?

তবু এই অভিযান চলুক যত দিন সম্ভব। গাড়ির পেছনে নিজের চেহারা, নিজের নাম লুকিয়ে রাখুক মহারথীরা। কিছুদিন কিছুটা সময় হলেও আনন্দিত থাকি আমরা আমজনতা।

চোরের নাকি দশ দিন, গৃহস্থের এক দিন। আমাদের দেশে চোরের থাকে প্রতিটি দিন, গৃহস্থের খুবই হঠাৎ এক দিন। তবু সেই হঠাৎ এক দিনের জন্য ধন্যবাদ ট্রাফিক পুলিশ ভাইদের। ধন্যবাদ তাঁদের, যাঁরা মাত্র কয়েক দিনের জন্য হলেও আইনকে ঊর্ধ্বে থাকতে দিয়েছেন। কিছুটা হলেও কান রগড়ে দিয়েছেন স্বেচ্ছাচারী আর স্বার্থপর মানুষদের।

আসিফ নজরুল: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই নিষ্ঠুরতার শেষ কোথায়?

রোকেয়া রহমান

রাজন, রাকিব, রবিউল ও আলাউদ্দিনের সঙ্গে যোগ হলো আরেকটি নাম, মো. সাগর। হ্যাঁ, বাকি তিনজনের মতো সাগরকেও নির্মমভাবে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। মো. সাগরের বয়স হয়েছিল মাত্র ১৬ বছর। দরিদ্র ফেরিওয়ালা বাবার সংসারে একটু সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য পরিত্যক্ত সামগ্রী কুড়িয়ে বিক্রি করত এই কিশোর। পানি তোলার কাজের মোটর চুরির অভিযোগ এনে এক হ্যাচারি মালিক ও তার সহযোগীরা সাগরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। নির্যাতনকারীরা সাগরকে হত্যার পর তার লাশ একটি কাশবনের মধ্যে রেখে পালিয়ে যায়। গত মঙ্গলবার তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার চরশ্রীরামপুর গ্রামে গত সোমবার এ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডটি ঘটে।

শিশুর প্রতি এই নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যা কী? এর শেষইবা কোথায়? মারের চোটে সাগর নেতিয়ে পড়লেও মার থামেনি। পানি খেতে চেয়েছিল, তা-ও দেওয়া হয়নি। এরা কি মানুষ? কোনো বিচার-বিবেচনা, যুক্তি এদের মধ্যে কি কাজ করে না? খালি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজনকে এভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা যায়?

> শিশুর প্রতি এই নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যা কী? এর শেষইবা কোথায়? মারের চোটে সাগর নেতিয়ে পড়লেও মার থামেনি। পানি খেতে চেয়েছিল, তা-ও দেওয়া হয়নি। এরা কি মানুষ? কোনো বিচার-বিবেচনা, যুক্তি এদের মধ্যে কি কাজ করে না? খালি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজনকে এভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা যায়?

২০১৫ সালের ৮ জুলাই মোবাইল ফোন চুরি করেছে–এই সন্দেহে সিলেটের শেখপাড়ায় কিশোর রাজনকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ওই বছরের ৩ আগস্ট খুলনায় গ্যারেজ থেকে চাকরি ছাড়ার অপরাধে শিশুশ্রমিক রাকিবকে পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়।

একই বছর বরগুনার তালতলীতে মাছ চুরির অভিযোগ এনে রবিউল নামের এক শিশুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

২০১৬ সালে লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠার অপরাধে বেকারি কারখানার শিশুশ্রমিক আলাউদ্দিনকে পিটিয়ে হত্যা করে বেকারির মালিকসহ আরও কয়েকজন। এ বছরের জানুয়ারি মাসে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে আতিক নামের এক শিশুকে পিটিয়ে হত্যা করে তার চাচা। ফরিদপুরের মধুখালী পৌর এলাকায় না বলে বাবার পকেট থেকে ৩৫ টাকা নিয়েছিল ১০ বছর বয়সী হীরা। এই অপরাধে বাবা মেয়েকে পিটিয়ে হত্যা করে। এ রকম আরও ঘটেছে। ধারণা করা যায়, ভবিষ্যতে আরও ঘটবে। কারণ, এই শিশু হত্যাকারীদের কারও কোনো শাস্তি হয়নি।

সিলেটের রাজন ও খুলনার রাকিব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশজুড়ে ব্যাপক তোলপাড় হয়। রাজন হত্যা মামলায় প্রধান আসামিসহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড ও সাতজনকে সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রাকিব হত্যা মামলায় দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এই ছয়জনের মৃত্যুদণ্ড আজও কার্যকর হয়নি। শাস্তির নজির স্থাপিত না হলে মানুষ শিশুহত্যা করতে ভয় পাবে কেন? ঘটনা খুব বেশি আলোচিত হলে বিচারের রায়ও আসে দ্রুত। না হলে স্বজনেরা চোখের জল ফেলতেই থাকেন।

অতএব হত্যাকাণ্ড হয়েই চলেছে। ভবিষ্যতেও হবে। রাজন, রাকিব, রবিউল, হীরা, সাগরদের নামের পাশে যোগ হবে আরও অনেক শিশুর নাম। এই জটিল পৃথিবীর জটিলতা বোঝার বয়স যাদের হয়নি, কোনো পঙ্কিলতা যাদের স্পর্শ করেনি, তাদের যদি এভাবে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়, এর চেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা আর কী হতে পারে।

এই শিশু হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। শিশুহত্যা বন্ধ করতে এর কোনো বিকল্প নেই। সরকারের প্রতি আমাদের দাবি, অবিলম্বে এসব শিশুহত্যার বিচার ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হোক। তা না হলে শিশুহত্যা থামানো যাবে না কিছুতেই।

রোকেয়া রহমান: সাংবাদিক

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার নাকি 'তার তার'?

ইকতেদার আহমেদ

বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান– এ চারটি ধর্মাবলম্বীর বাস হলেও সামগ্রিক জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের চেয়েও বেশি মুসলিম। অবশিষ্ট শতকরা ১০ ভাগের ৮ ভাগ হিন্দু এবং ২ ভাগ বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রটিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হলেও রাষ্ট্রধর্ম বিষয়ে বলা হয়েছে ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করবেন। ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সৃষ্টিলগ্ন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে এলেও একটি উল্লেখযোগ্য সময় সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বিলুপ্ত ছিল।

বাংলাদেশে বসবাসরত প্রধান চারটি ধর্মীয় মতাবলম্বীদের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান একটি অপরটির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ দেশের প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী মুসলিমদের ধর্ম ইসলামে পৌত্তলিকতা, অর্থাৎ মূর্তিপূজার কোনো স্থান নেই। মুসলিমরা এক আল্লাহে বিশ্বাসী এবং তাঁর কোনো প্রতিচ্ছবি নেই। হিন্দুরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী এবং তারা এ সব দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে মূর্তির সামনে আরাধনা করে তার কৃপা প্রার্থনা করে। খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা রোমান ক্যাথলিক, তারা যিশুখ্রিষ্ট ও মেরীর মূর্তি বানিয়ে উভয়ের পূজা-অর্চনা করে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তি দেখানোর মাধ্যমে তাদের প্রার্থনা ব্যক্ত করে।

হিন্দুধর্মে অতীতে ধর্মান্তরের অনুমতি ছিল না; তবে বর্তমানে ভারতে ঘর ওয়াপসির নামে কৌশলে অনেকটা জোরজবরদস্তি করে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের হিন্দুধর্ম গ্রহণে বাধ্য করছে। ইসলাম, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম অপর ধর্মাবলম্বীদের এর যেকোনোটিতে ধর্মান্তরে কোনো ধরনের বাধা দেয় না।

পৃথিবীর যেসব রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে, সেসব রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার ভোগ করে। এ অধিকারটি একজন নাগরিকের স্বেচ্ছাধীন। একজন নাগরিক স্বেচ্ছায় এ অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হতে চাইলে তার জন্য সাবালক ও প্রকৃতস্থ হওয়া অত্যাবশ্যক। তা ছাড়া স্বেচ্ছাধীন ধর্মান্তরকরণ আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার পরিপন্থী যেন না হয়; সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকতে হয়।

ধর্ম হলো ঐশ্বরিক শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ। আর তাই একজন প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী যে ধর্মেরই অনুসারী হোন না কেন, তার পক্ষে অপরকে জোরপূর্বক নিজ ধর্মের প্রতি টেনে আনা সমীচীন নয়।

আমাদের দেশসহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। এ দু'টি উৎসব আমাদের দেশে রোজা ও কোরবানির ঈদ নামে সমধিক পরিচিত। আল্লাহ নির্দেশিত হয়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানেরা ৩০ দিন রোজা পালনান্তে আনন্দঘন পরিবেশে রোজার ঈদ উদযাপন করে। রোজার ঈদের সময় প্রতিটি মুসলিম পরিবার সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন কাপড় পরিধান করে এবং নিজ নিজ গৃহে উন্নত সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করে। কোরবানির ঈদের সময় যেসব মুসলমানের ওপর জাকাত ফরজ, তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোরবানির পশু জবাইয়ের মাধ্যমে নিজেকে সব ধরনের পঙ্কিলতা ও অন্যায় থেকে যখন মুক্ত করতে পারে, তখন তার কোরবানি দেয়া হয় সার্থক। উভয় ঈদের সময় মুসলিমরা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আসা-যাওয়ার মাধ্যমে নিজেদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের দেবী দুর্গার সামনে ভোগ হিসেবে উন্নতমানের খাবার উপস্থাপন করে। ঢাকঢোল বাজিয়ে আনন্দ-উল্লাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে পূজা অনুষ্ঠান সমাপনান্তে ভোগ হিসেবে দেয়া খাবার প্রসাদরূপে ভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এ ধরনের প্রসাদ খাওয়া পুণ্যের কাজ।

কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে একশ্রেণীর মুসলিমের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এমন বক্তব্য দেয়ার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার সময় দেবীর সামনে গিয়ে হাতজোড় করে আরাধনা করেন এবং পূজার আনন্দ উল্লাসের সাথে নিজেদের শামিল করে প্রসাদ খেয়ে তৃপ্ত হন। একজন মুসলমানের জন্য মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আরাধনায় অংশ নেয়া এবং প্রসাদ খাওয়া ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত নয়। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এমন উক্তি ইসলাম স্বীকার করে না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও এ ধরনের উক্তি স্বীকার করে না। হিন্দুরা এ ধরনের উক্তি স্বীকার করলে তারা তাদের দেশে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব কোরবানির ঈদের সময় গরু জবাইয়ে বাধা দিত না।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন মূর্তিকে ঈশ্বর বা দেবতা গণ্যে প্রসাদ দেয়। এ প্রসাদ পরে আগত ভক্তদের খাওয়ার জন্য দেয়া হলেও ইসলাম ধর্মাবলম্বী কারো জন্য এ ধরনের প্রসাদ খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারা, সূরা মায়িদাহ, সূরা আনয়াম ও সূরা নাহলে উল্লেখ রয়েছে– 'আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস খাওয়া। আর যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে।' সুতরাং যে পশু জবাইকালে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়া হয়, সেটা মুসলমানদের জন্য হারাম। আর এ কারণেই ইসলামে পূজার প্রসাদ খাওয়া হারাম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ বেদ অবলোকনে দেখা যায়, তাতে উল্লেখ রয়েছে মহান স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই। তাই বেদ অনুযায়ী ঈশ্বরকে প্রসাদ দেয়া নিষিদ্ধ।

গরু জবাই করা ও গরুর গোশত খাওয়া হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ হলেও ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ নয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে মুসলমানদের এ ধর্মীয় অধিকারে বাধা দেয়া ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এ উক্তির সাংঘর্ষিক বহিঃপ্রকাশ। মূর্তিপূজা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ হারাম। অপর দিকে হিন্দুধর্মে এটা উপাসনা ও পুণ্যের কাজ। এ দেশে মুসলমানেরা ইসলামে নিষিদ্ধ হিন্দুদের মূর্তিপূজায় কখনো বাধা দেয়ার প্রয়াস নিলেও সরকারের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এটি পরিলক্ষিত হয়নি।

হিন্দুধর্মের ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে গরুর অন্তর্ভুক্ত ষাঁড় দেবতার উদ্দেশ্যে বলির পর এর মাংস ভক্ষণ করা হতো, কিন্তু দুধ প্রদানকারী গরুর অন্তর্ভুক্ত গাভী জবাই নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদে গাভীকে দেবতা উল্লেখপূর্বক দেবের মাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুধর্মে গরুকে খাদ্যের উৎস এবং জীবনের প্রতিরূপ হিসেবে সম্মানের সাথে দেখা হয়। অনেক অহিন্দু মানুষ মনে করে, হিন্দুরা গরুর উপাসনা করে। আসলে ব্যাপারটি তা নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় হিন্দুধর্মে গরু পবিত্র হওয়ার চেয়ে জবাই নিষিদ্ধ। মনে করা হয়, জৈনধর্মের প্রভাব থেকে হিন্দুধর্মে গরু নিধন বন্ধ করা হয়। প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের মধ্যে যখন গরুর গোশত খাওয়ার অনুমতি ছিল, তখনো বেদে নিরামিষভোজীদের উৎসাহিত করা হয়েছিল।

ভারতে যখন উগ্রবাদী হিন্দু দলগুলো গরু জবাই সম্পূর্ণ বন্ধের জন্য সোচ্চার হয় এবং তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু রাজ্যে যখন গরু জবাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তখন দেখা যায় ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গরুর গোশত রফতানিকারক দেশ। ২০১৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সে বছর ভারত ১৭ লাখ ৬৫ হাজার টন গরুর গোশত রফতানি করেছে, যা পৃথিবীর সামগ্রিক গরুর গোশত রফতানির এক-পঞ্চমাংশ।

হিন্দুদের ধর্মীয় উপাসনা পূজা বা আরাধনায় যেকোনো রূপে অংশ নেয়া মুসলমানের জন্য অবশ্যই হারাম। একজন মুসলমানকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে, নিজে পূজা করা যাবে না, প্রতিমা তৈরিতে ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্য করা যাবে না এবং উপাসনায় দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক কোনো ধরনের সহায়তা দেয়া যাবে না। একজন মুসলমান ব্যক্তিগতপর্যায়ে অমুসলিমদের পূজা-অর্চনায় শরিক হলে, পূজা অনুষ্ঠান উপভোগ করলে, দেবীর কাছে সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করলে অথবা দেবীর গুণকীর্তন করলে তা মুসলমানিত্বের ওপর আঘাত।

প্রত্যেক ধর্মীয় মতাবলম্বীর রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পৃথক হওয়ায় এবং বিশেষত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য মূর্তিপূজা হারাম হওয়ায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কারোই নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননায় নিছক আনন্দ উল্লাসে মত্ত হওয়া ধর্ম যার যার, উৎসব সবার নয়, বরং ধর্ম যার যার, উৎসব 'তার তার'-এর পরিপন্থী।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

মিয়ানমারে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্তদের বিচার কেন জরুরি

তারেক শামসুর রেহমান

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ অতি সম্প্রতি ছাপা হয়েছে, যা গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। প্রথম খবরটি এসেছে মালয়েশিয়া থেকে।

মিয়ানমারে গণহত্যার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিচারের জন্য সেখানে একটি গণ-আদালত গঠিত হয়েছিল। গত ২২ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল (পিপিটি) নামে এই আন্তর্জাতিক গণ-আদালত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অং সান সু চি ও দেশটির সেনাপ্রধানকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। রোহিঙ্গা ও কাচিনদের ওপর চালানো গণহত্যা ও নিষ্ঠুর নিপীড়নের তদন্তে যুক্ত বিশিষ্টজন ও খ্যাতনামা আইনজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত বিচারক প্যানেল এই রায় দেন। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ মাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনোসাইড স্টাডিজ অ্যান্ড প্রিভেনশনের গবেষক অধ্যাপক গ্রেগরি স্ট্যানটনও জবানবন্দি দেন। আদালত ওই রায়ের আলোকে ১৭টি সুপারিশ করেন, যা কিনা জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে পাঠানো হবে। দ্বিতীয় খবরটি এসেছে জাতিসংঘ থেকে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ইরাকে একটি তথ্যানুসন্ধান টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই টিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) জঙ্গিরা সেখানে কী ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, সে ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধান করা ও ইরাক সরকারকে সাহায্য করা। ব্রিটেন প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এবং ১০ লাখ পাউন্ড (১৩ লাখ ৩৫ হাজার ডলার) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। যারা আইএস কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছে, তাদের কিছুটা 'শান্তি' দেওয়ার জন্যই এ অর্থ দেওয়া হবে! এখানে বলে রাখা ভালো, ২০১৪ সালে আইএসের জঙ্গিরা ইরাকের উত্তরাঞ্চলে সিনজির পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের ওপর বড় ধরনের জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে; যাকে পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ 'গণহত্যা' হিসেবে অভিহিত করেছিল। ওই সময় শত শত যুবতী ইয়াজিদি মেয়েকে ধরে এনে তাদের যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাদের করুণ কাহিনি ওই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের ওপর যে নির্যাতন ও গণহত্যা হয়েছে, তা তদন্তে একটি তথ্যানুসন্ধান টিম গঠন করা হবে।

ওপরে উল্লিখিত দুটি সংবাদ বিচ্ছিন্ন হলেও একটা মিল আছে। আর তা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধের বিচার ও দোষীদের শাস্তির আওতায় আনা। মালয়েশিয়ার পিপিটির কোনো আইনগত বৈধতা নেই। এটি সিম্বলিক, অর্থাৎ প্রতীকী আদালত। কিন্তু এর একটি প্রতিক্রিয়া আছে। এ ধরনের ঘটনায় একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠনে সহায়তা করে থাকে। রোম স্ট্যাটিটিউটে (১৯৯৮, কার্যকর ২০০২) এ ধরনের আদালত গঠন করার কথা বলা হয়েছে। ইরাকে এ ধরনের আদালত ভবিষ্যতে গঠিত হবে এবং আমার ধারণা, আমরা যদি মিয়ানমারের গণহত্যার ঘটনা সত্যিকারভাবে আন্তর্জাতিক আসরে তুলে ধরতে পারি, তাহলে মিয়ানমারের ব্যাপারে একটা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন করা সম্ভব।

হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বসনিয়া হার্জেগোভিনার 'কসাই' হিসেবে পরিচিত সার্ব নেতা স্লোবোদান মিলোসেভিচের (যিনি ছিলেন সর্বশেষ সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট) বিচারের কাহিনি সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। বহুল আলোচিত স্রেব্রেনিচা গণহত্যার কাহিনি (১১-১৩ জুলাই ১৯৯৫) অনেকে স্মরণ করতে পারেন। ওই গণহত্যায় একটি কমিশন প্রমাণ পেয়েছিল যে আট হাজার ৩৭৩ জনকে (যাদের প্রায় সবাই ছিল মুসলমান) হত্যা করা হয়েছে, যাদের মাঝে ছিল শিশু, মহিলা ও কিশোর। এই গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন স্লোবোদান মিলোসেভিচ। সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধ তথা গণহত্যার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এই ট্রাইব্যুনালের অস্তিত্বকাল ছিল ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০০৬ সালের মার্চ পর্যন্ত। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মিলোসেভিচ কারাগারে মারা গেলে এই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরে জাতিসংঘ কসোভো গণহত্যার জন্যও মিলোসেভিচকে অভিযুক্ত করেছিল। এবং উভয় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর বিচার শুরু হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল গণহত্যার, জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের, হত্যার, বিনা অভিযোগে বন্দি করে রাখা ও নিপীড়ন করার। ট্রাইব্যুনাল তাঁর মৃত্যুতে কোনো রায় দেননি। কিন্তু মোট ৬৬টি ঘটনা, হত্যাকাণ্ড ও জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছিলেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের আরেকটি দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি। রুয়ান্ডায় গণহত্যার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠিত হয়েছিল ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে। পাঠক নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন ওই সময়কার হুতু-তুতসি দ্বন্দ্ব ও গণহত্যার খবর। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত (৯৫৫) অনুযায়ী এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল। রুয়ান্ডার গণহত্যার সময়ও পশ্চিমা বিশ্ব ও জাতিসংঘ প্রথম দিকে নির্লিপ্ত ছিল। এমনকি জাতিসংঘ প্রথম দিকে সেখানে যে 'গণহত্যা' হয়েছে, তা স্বীকারও করেনি (রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ গণহত্যার কথা বলেছে)। কেননা 'গণহত্যা' স্বীকার করলে সেখানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী পাঠাতে হয়। একমাত্র গণহত্যা বন্ধের পরই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে একটি তথ্য অনুসন্ধান টিম পাঠাতে রাজি হয়। জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের নামে সেখানে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, তা সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল। রুয়ান্ডায় হুতুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর তুতসি উপজাতির লোকেরা ছিল সংখ্যালঘু। আর সংখ্যালঘু তুতসিরাই গণহত্যা, ধর্ষণ আর জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের শিকার হয়। প্রায় পাঁচ লাখ থেকে ৯ লাখ মানুষ এই জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানে (১৯৯৪) মারা গিয়েছিল। বিচারে ৬১ জন গণহত্যাকারীর বিচার হয়েছিল। তাদের মধ্যে সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারাও ছিলেন। প্রেসিডেন্ট পল কাগামের (যিনি একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা) বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে ফ্রান্সের একটি আদালতে এখন বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুদানের দারফুরে (পশ্চিম সুদান) গণহত্যার কথাও আমরা উল্লেখ করতে পারি। ২০০৩ সালে এ গণহত্যা সংঘটিত হয়। এ হত্যাকাণ্ডে সরকারি কর্মকর্তারা ও 'জানজাভেদ' নামে একটি মিলিশিয়া গ্রুপ জড়িত ছিল। তারা দারফুরে বসবাসকারীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মানুষজন হত্যা করেছিল। প্রায় চার লাখ ৮০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং প্রায় ২৮ লাখ মানুষ নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল। দারফুরের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (হেগে) গঠিত হয়েছিল এবং ২০০৯ সালের ৪ মার্চ আদালত সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বসিরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। এর মূল কারণ হচ্ছে চীন ও রাশিয়া সুদানের ওমর আল বসিরকে সমর্থন করেছে। সুদানে এই দেশ দুটির যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে। দারফুরে 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' জন্য ২০০৭ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় ২৬ হাজার শান্তিরক্ষী (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও এখানে আছে) সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু গণহত্যার জন্য কারো বিচার হয়েছে–তেমনটি শোনা যায় না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সম্পর্কে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন পৃথিবীর কোন কোন দেশে, যেখানে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, সেখানে এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক কঙ্গোতে ২০০৪ সালে, কম্বোডিয়ায় ২০০১ সালে এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধে যারা জড়িত, তাদের বিচার করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই বিচারকার্য এখনো চলছে। আজ মিয়ানমারে যে জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান তথা গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তা খোদ বাংলাদেশেই নয়, বরং জাতিসংঘও একে 'গণহত্যা' হিসেবে অভিহিত করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা জেইদ রাদ আল হুসেইন জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে দেওয়া ভাষণে রোহিঙ্গা হত্যাকাণ্ডকে 'গণহত্যা' হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, "এই পাশবিকতার ঘটনা পাঠ্যপুস্তকের জন্য 'জাতিগত নির্মূলের' একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।" রয়টার্স হুসেইনের বক্তব্য উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী থিংকট্যাংক 'কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনস'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে জাতিসংঘের সিরিয়াসলি কিছু করা উচিত। প্রতিবেদনে সিনেটর ম্যাককেইন ও কংগ্রেসম্যান এডওয়ার্ড রয়েস অং সান সু চিকে যে সহিংসতা বন্ধে চিঠি লিখেছেন, তা উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে মিয়ানমারে সব ধরনের সামরিক সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ বন্ধ এবং একই সঙ্গে কংগ্রেসে রোহিঙ্গা প্রশ্নে একটি শুনানি করার আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে পাঁচ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এই পাঁচ দফায় আছে–(১) অবিলম্বে রাখাইনে সহিংসতা বন্ধ, (২) জাতিসংঘের মহাসচিবের উচিত রাখাইনে একটি অনুসন্ধানী দল পাঠানো, (৩) মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি সুরক্ষাবলয় গড়ে তোলা, (৪) রাখাইন থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত সব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে, (৫) কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। তাঁর এ প্রস্তাবের ব্যাপারে অনেকেই ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্স নিরাপত্তা পরিষদকে 'দ্রুত ও কার্যকর' একটি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো মিয়ানমারের সহিংসতাকে 'গণহত্যা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইরানি প্রেসিডেন্ট কিংবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও আমরা একই সুর পেয়েছি। অর্থাৎ সারা বিশ্ব এখন বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এর আগে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ওআইসি কনট্যাক্ট গ্রুপের বৈঠকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ছয় দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এগুলো অনেকটা এ রকম : ১. রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ করা, ২. একটি নিরাপদ এলাকা বা 'সেফ জোন' প্রতিষ্ঠা করা, ৩. বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা যাতে নিজ বাসভূমে ফিরতে পারে সে ব্যবস্থা করা, ৪. কফি আনান কমিশনের প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন, ৫. রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রপাগান্ডা বন্ধ করা, ৬. রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে না ফেরা পর্যন্ত তাদের মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে সহযোগিতা করা। উভয় প্রস্তাবে মিল আছে যথেষ্ট। তবে আমি খুশি হতাম যদি ওই প্রস্তাবের সঙ্গে আরো একটি প্রস্তাব থাকত, যেখানে বাংলাদেশ গণহত্যার সুষুম তদন্ত দাবি করত। এটি একটি ন্যায্য দাবি। আমার ধারণা, ওআইসির দেশগুলো গণহত্যা বিচারের দাবিকে সমর্থন করবে।

ইউরোপে ডানপন্থার উত্থানের হুমকি

মারুফ মল্লিক

জার্মানির সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে 'এক্সট্রিম পপুলিস্ট' বা উগ্র লোকরঞ্জনবাদী (পপুলিস্ট) ডানপন্থী দল অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ডের (এএফডি) উত্থানে অনেকেই চমকিত হতে পারেন। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট ইউনিয়নের (সিডিইউ) আঙ্গেলা ম্যার্কেল চতুর্থবারের মতো জার্মানির চ্যান্সেলর হতে যাচ্ছেন। মার্টিন শুলজের নেতৃত্বাধীন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা (এসপিডি) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সব থেকে কম ভোট পেয়েছেন। ৭০ বছরের ইতিহাসে সিডিইউ ও এসপিডি সম্মিলিতভাবে খারাপ ফল করেছে। কিন্তু এসব ছাপিয়ে আলোচনার মূল বিষয় এখন অভিবাসনবিরোধী এএফডির নির্বাচনে তৃতীয় হওয়া।

গত ১০ বছরের ইউরোপের রাজনীতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে এএফডির ভোট প্রাপ্তি কোনো বড় ধরনের চমক নয়। শুধু জার্মানিই নয়, ইউরোপজুড়েই এমন উগ্র ডান লোকরঞ্জনবাদীদের সমর্থন দিন দিন বাড়ছে। গত বছরের জুনে অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ডান লোকরঞ্জনবাদী প্রার্থী নরবার্ট হফার ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। ব্রিটেনের ব্রেক্সিট ও যুক্তরাষ্ট্রে ডোনালড ট্রাম্পের জয় ইউরোপে উগ্র ডানপন্থীদের সমর্থনের সেই পালে আরও হাওয়া লাগিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বর্তমানে অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্সে লোকরঞ্জনবাদী রাজনীতি চরমভাবে ফিরে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, অস্ট্রিয়ায় অক্টোবরের নির্বাচনে লোকরঞ্জনবাদী ফ্রিডম পার্টি মধ্যডান পিপলস পার্টির সঙ্গে সরকার গঠন করতে পারে। হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডে লোকরঞ্জন ও জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায়। ফিনল্যান্ড, লিথুনিয়া, লাটভিয়া ও সুইজারল্যান্ডে ক্ষমতার অল্প বিস্তর স্বাদ পেয়েছে লোকরঞ্জনবাদীরা। চরম অভিবাসন ও ইসলামবিরোধী ফ্রিডম পার্টি এখন নেদারল্যান্ডসের পার্লামেন্টে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। জার্মানি, ফ্রান্স ও ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বাদ না পেলেও তারা ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা উপভোগ করছে।

লোকরঞ্জনবাদী এএফডির উত্থান জার্মান রাজনীতির এক নয়া মেরুকরণ। তাদের উত্থান জার্মানির রাজনীতির গতিধারা বদলে দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে। চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলও এই মেরুকরণ মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জনগণের কথা তিনি মনযোগ দিয়ে শুনবেন। তাদের মন জয় করার চেষ্টা করবেন। এসপিডির নেতা মার্টিন শুলজ ডানপন্থী উত্থান সম্পর্কে বলেছেন, এটি জার্মান রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক।

> ইউরোপে উদার গণতন্ত্রীদের ভোট ১৯৮০ সাল থেকেই কমছে। বিপরীতে লোকরঞ্জনবাদীদের সমর্থন বেড়েছে। গোটা ইউরোপে এখন ১৫ শতাংশ ভোটার লোকরঞ্জনবাদীদের সমর্থন করছেন।

কিন্তু জার্মানিতে বা ইউরোপে লোকরঞ্জনবাদীদের জনসমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা খাতের কাটছাঁটসহ মূলত আর্থসামাজিক কারণেই ইউরোপজুড়ে লোকরঞ্জনবাদীদের উত্থান ঘটছে। লোকরঞ্জনবাদীরা মনে করছে, বিদ্যমান রাজনৈতিক দল বা নেতারা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারছেন না। বিশ্বায়ন ও ব্যাপক হারে অভিবাসনের কারণেই এমনটা হচ্ছে বলে লোকরঞ্জনবাদীরা মনে করছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, উদ্বাস্তু গ্রহণের কারণে জার্মানিতে বেকারত্ব বেড়েছে বা নাগরিকদের অর্থনৈতিক সুবিধা কমেছে, এমন কোনো তথ্য নেই। অবশ্য শ্রমবাজারে এর একটি প্রভাব অবশ্যই আছে। তাই লোকরঞ্জনবাদী দলগুলো তাদের বক্তব্যে সব সময়ই অভিবাসন, মুক্ত বাণিজ্য ও গোষ্ঠীবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন ন্যাটো ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিরোধিতা করে থাকে। বস্তুত লোকরঞ্জনবাদীদের সমর্থন বৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। সাম্প্রতিক অভিবাসন ও ইসলাম-ফোবিয়াকে লোকরঞ্জনবাদীদের উত্থানের কারণ মনে করা হলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার চর্চাও অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, উদার গণতন্ত্রীদের কর্মসূচি এখন আর ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারছে না।

ইউরোপিয়ান পলিসি ইনফরমেশন সেন্টারের হিসাবমতে, ইউরোপে এখন প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন লোকরঞ্জনবাদীদের সমর্থক। ইউরোপে উদার গণতন্ত্রীদের ভোট ১৯৮০ সাল থেকেই কমছে। বিপরীতে লোকরঞ্জনবাদীদের সমর্থন বেড়েছে। গোটা ইউরোপে এখন ১৫ শতাংশ ভোটার লোকরঞ্জনবাদীদের সমর্থন করছেন।

এর ফলে বেশ জোরালোভাবেই আলোচনা হচ্ছে, ইউরোপের বড় ও ক্ষমতাধর দেশগুলোতে উগ্র লোকরঞ্জনবাদীরা কি সরকারে চলে আসবে? পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এটা বলা উপায় নেই যে উগ্র লোকরঞ্জনবাদীরা ক্ষমতায় আসবে না। ফ্রান্সে উগ্র লোকরঞ্জনবাদী নেতা লি পেন ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। জার্মানিতে গত নির্বাচনের তুলনায় এবার তিনগুণ ভোট পেয়েছে উগ্র লোকরঞ্জনবাদীরা। ৬০ বছর পর এই প্রথম উগ্র লোকরঞ্জনবাদীরা জার্মানির সংসদে আসন পেতে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, যদি সিডিইউ ও এসডিপি সরকার গঠন করে, তবে লোকরঞ্জনবাদীরাই হবে সংসদে প্রধান বিরোধী দল।

এখন কম-বেশি ইউরোপের প্রতিটি দেশেই স্থানীয় বা জাতীয় সংসদে লোকরঞ্জনবাদীদের প্রতিনিধি আছে। ব্রিটেনের ইনডিপেনডেন্ট পার্টি, বেলজিয়ামের ভ্লামস বেলাং, ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্ট, গ্রিসের গোলডেন, ইতালির লেগা নর্ড, ফ্রিডম পার্টি নেদারল্যান্ডসে, সুইডেন ডেমোক্র্যাট, সুইস পিপলস পার্টি ইউরোপের পরিচিত অভিবাসনবিরোধী উগ্র লোকরঞ্জনবাদী দল। আবার এদের বিপরীতের লোকরঞ্জনবাদী দলও আছে যেমন: দক্ষিণ ইউরোপ তথা গ্রিসের সিরিজা, ইতালির ফাইভস্টার বা স্পেনের পৌডেমোস। বাম ধারার এই লোকরঞ্জনবাদীরা অভিবাসীদের স্বাগত জানায়। তাদের মূল লড়াই রাজনৈতিক অভিজাতদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতিতে করপোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ও ঢালাও বেসরকারীকরণকে তারা প্রতিহত করতে চায়। দক্ষিণ ইউরোপের লোকরঞ্জনবাদীরা কমিউনিজমকে মূলমন্ত্র মনে করলেও উত্তর ইউরোপের উগ্র লোকরঞ্জনবাদীরা জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরে জনগণকে প্রভাবিত করছে। তবে দুই ধরনের লোকরঞ্জনবাদীরাই বিশ্বায়নবিরোধী ও বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোর বিরোধিতা করে।

লোকরঞ্জনবাদীদের উত্থান ইউরোপের রাজনীতিতে একটি বড় ধরনের চরিত্রগত পরিবর্তন এনেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে মূলত মধ্যডান ও মধ্যবাম দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। কিন্তু এখন মধ্যডান ও মধ্যবামেরা মিলে লোকরঞ্জনবাদীদের মোকাবিলা করছে ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য। বলা হচ্ছে, লোকরঞ্জনবাদীরা আধুনিক উগ্রবাদের ধারক। এরা উদার গণতন্ত্রের বিরোধী। জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে লোকরঞ্জনবাদীরা সমর্থন করে কিন্তু বহুত্ববাদী সমাজের বিপরীতে অবস্থান করে। সংখ্যালঘুর অধিকার ও মতামতকে অস্বীকার করে। এরা কখনো ডানপন্থীও না বা বামপন্থীও না। আবার কখনো ডান-বাম উভয় পন্থায় এদের পাওয়া যায়।

এই লোকরঞ্জনবাদীদের উত্থান কিন্তু নতুন নয়। প্রাচীন রোমেও লোকরঞ্জনবাদীদের প্রভাব ছিল রাজনীতিতে। রোমের লোকরঞ্জনবাদীদের আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক অভিজাতদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আর মধ্যযুগের কৃষিভিত্তিক লোকরঞ্জনবাদীরা ছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। ফরাসি বিপ্লব বা ১৯ শতকের রাশিয়ার নারদনিকদেরও কোনো কোনো ঐতিহাসিক লোকরঞ্জনবাদী বলে চিহ্নিত করে থাকেন। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান জাতীয়তাবাদী উগ্র লোকরঞ্জনবাদী দল নাৎসিদের কুকীর্তিও বিশ্ববিদিত।

এখন কথা হচ্ছে, এই উগ্র লোকরঞ্জনবাদের উত্থান কীভাবে মোকাবিলা করবে জার্মানিসহ উত্তর বা পশ্চিম ইউরোপের উদার গণতান্ত্রিক দলগুলো? আপাতদৃষ্টিতে অর্থনৈতিক সংকট, অভিবাসন, ইসলাম-ফোবিয়াকে কারণ মনে হলেও মূল সমস্যা হচ্ছে সমাজের একটা অংশের পরিচয়গত সংকট। এই সংকট মোকাবিলায় টেকনোক্র্যাট বা বুরোক্র্যাটের ওপর নির্ভর না করে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে হবে। বোঝাতে হবে, বিশ্বায়ন বা ট্রান্স ন্যাশনাল ও সুপার ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানের (যেমন ইইউ) জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা আবারও লাভবান হবে। তাদের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। সমাজের কেউ যেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে না করে, সেই উদ্যোগ নিতে হবে।

আখেরে উগ্র লোকরঞ্জনবাদীদের সঙ্গে ইউরোপের উদার গণতন্ত্রীদের মোকাবিলা ও ফয়সালা কীভাবে হয়, সেই অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ড. মারুফ মল্লিক: রিচার্স ফেলো, সেন্টার ফর কনটেমপোরারি কনসার্নস, জার্মানি

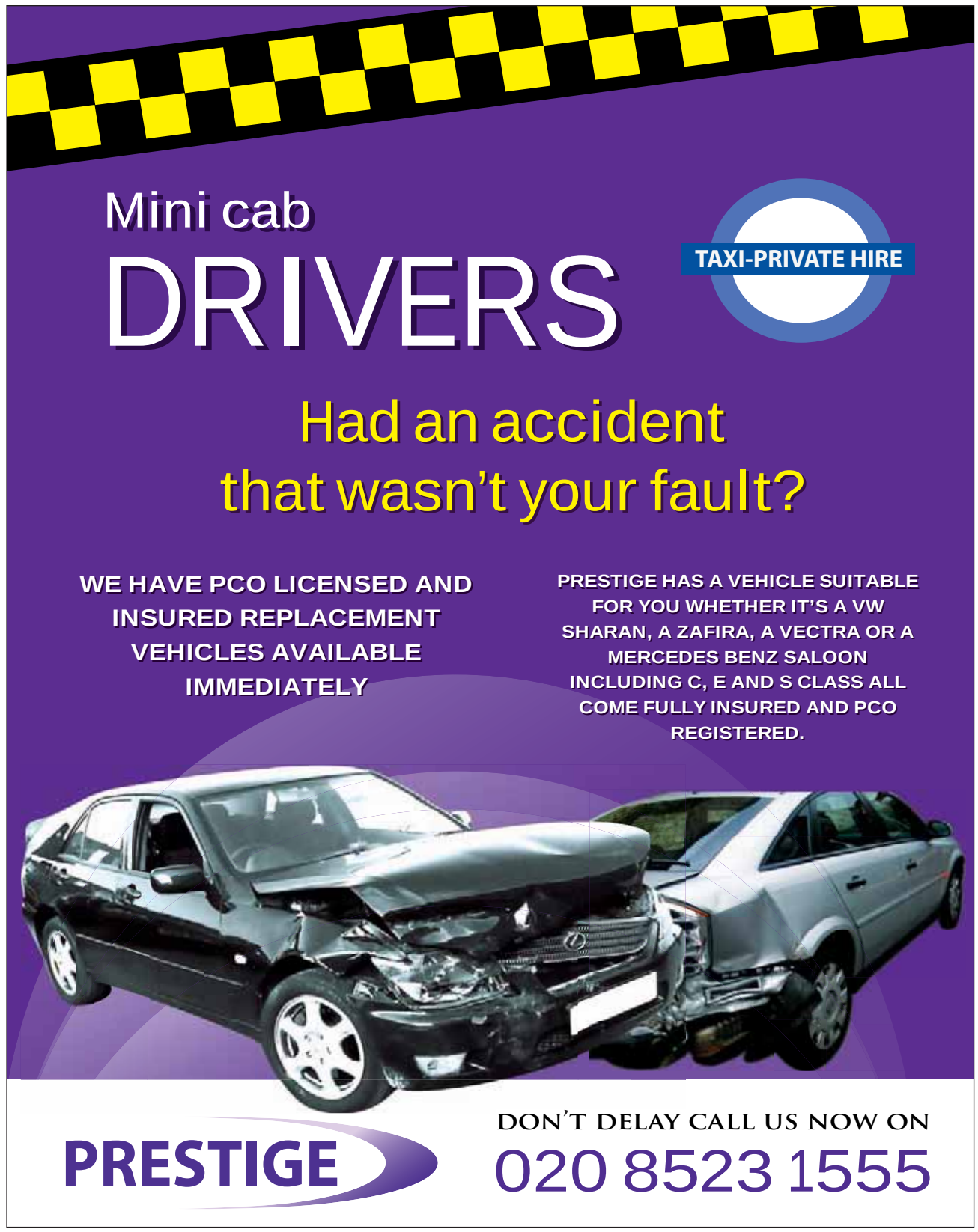

Weekly Desh

● *Britain's largest circulation Bengali newspaper*

● *Out every Friday* ● *Free* ● *50p where sold*

Page 36

Body clock scientists win Nobel Prize

Page 37

Defending torture victims is terrorism

Aung San Suu Kyi to be stripped of Freedom of the City of Oxford

Aung San Suu Kyi is to be stripped of the Freedom of the City of Oxford, where she studied as an undergraduate, over her response to the Rohingya crisis.

Oxford city council voted unanimously to support a cross-party motion that said it was "no longer appropriate" to celebrate the de facto leader of Myanmar. The council is to hold a special meeting to confirm the honour's removal on 27 November.

The council leader, Bob Price, supported the motion, reportedly calling it an "unprecedented step" for the local authority, according to the BBC.

In recent months, Aung San Suu Kyi has drawn increasing criticism for her apparent defence of Myanmar's treatment of its Rohingya minority, described by the UN as a "textbook example of ethnic cleansing".

Oxford council bestowed the freedom of the city on her in 1997, when she was being held as a political prisoner by Myanmar's military junta.

The decision to remove the award comes after the Oxford college where Aung San Suu Kyi studied recently removed her portrait from public display.

The governing body of St Hugh's college decided to remove the painting of the Nobel laureate from its main entrance.

A number of British institutions say they are reviewing or removing honours bestowed on Aung San Suu Kyi during her campaign for democracy.

Unison, the UK's second largest trade union, announced last month that it would suspend Aung San Suu Kyi's honorary membership and urged her to do more to denounce the plight of the Rohingya people.

Bristol University, one of a string of universities that awarded honorary degrees to the Burmese leader during her time in opposition, also said it was reviewing its award in light of accusations of brutal mistreatment of the Rohingya.

The London School of Economics student union said it would be stripping Aung San Suu Kyi of her honorary presidency.

As a leader of Myanmar's opposition, Aung San Suu Kyi won international praise and a Nobel peace prize in 1991. Despite being barred from running for president, she won a decisive victory in the country's 2015 election, and was eventually given the title of state counsellor.

Meanwhile, a major fundraising appeal has been launched to help the hundreds of thousands of people fleeing violence in Burma.

The 13 member charities who make up the Disasters Emergency Committee (DEC) took action to step up their humanitarian relief as more than half a million people sought medical care, food and sanctuary.

The majority have been Muslim Rohingya people, who have fled to Bangladesh amid atrocities and fatalities in Rakhine state, on Mayanmar's western coast, following clashes between insurgents and security forces in recent weeks.

The UK government has pledged to match the first £3m donated by the public to the DEC emergency appeal.

If Only Stephen Paddock Were a Muslim

Thomas L. Friedman

If only Stephen Paddock had been a Muslim … If only he had shouted "Allahu akbar" before he opened fire on all those concertgoers in Las Vegas … If only he had been a member of ISIS … If only we had a picture of him posing with a Quran in one hand and his semiautomatic rifle in another …

If all of that had happened, no one would be telling us not to dishonor the victims and "politicize" Paddock's mass murder by talking about preventive remedies.

No, no, no. Then we know what we'd be doing. We'd be scheduling immediate hearings in Congress about the worst domestic terrorism event since 9/11. Then Donald Trump would be tweeting every hour "I told you so," as he does minutes after every terror attack in Europe, precisely to immediately politicize them. Then there would be immediate calls for a commission of inquiry to see what new laws we need to put in place to make sure this doesn't happen again. Then we'd be "weighing all options" against the country of origin.

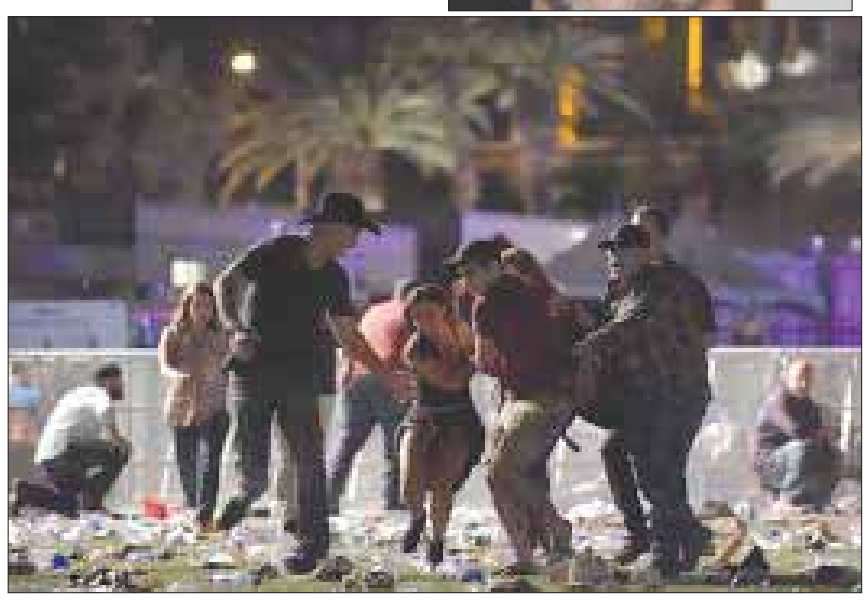

But what happens when the country of origin is us?

What happens when the killer was only a disturbed American armed to the teeth with military-style weapons that he bought legally or acquired easily because of us and our crazy lax gun laws?

Then we know what happens: The president and the Republican Party go into overdrive to ensure that nothing happens. Then they insist — unlike with every ISIS-related terror attack — that the event must not be "politicized" by asking anyone, particularly themselves, to look in the mirror and rethink their opposition to common-sense gun laws.

So let's review: We will turn the world upside down to track down the last Islamic State fighter in Syria — deploying B-52s, cruise missiles, F-15s, F-22s, F-35s and U-2s. We will ask our best young men and women to make the ultimate sacrifice to kill or capture every last terrorist. And how many Americans has the Islamic State killed in the Middle East? I forget. Is it 15 or 20? And our president never stops telling us that when it comes to ISIS, defeat is not an option, mercy is not on the menu, and he is so tough he even has a defense secretary nicknamed "Mad Dog."

But when fighting the N.R.A. — the National Rifle Association, which more than any other group has prevented the imposition of common-sense gun-control laws — victory is not an option, moderation is not on the menu and the president and the G.O.P. have no mad dogs, only pussycats.

And they will not ask themselves to make even the smallest sacrifice — one that might risk their seats in Congress — to stand up for legislation that might make it just a little harder for an American to stockpile an arsenal like Paddock did, including 42 guns, some of them assault rifles — 23 in his hotel room and 19 at his home — as well as thousands of rounds of ammunition and some "electronic devices." Just another deer hunter, I guess.

On crushing ISIS, our president and his party are all in. On asking the N.R.A. for even the tiniest moderation, they are AWOL. No matter how many innocents are fatally shot — no matter even that one of their own congressional leaders was critically wounded playing baseball — it's never time to discuss any serious policy measures to mitigate gun violence.

And in the wake of last month's unprecedented hurricanes in the Atlantic — that wrought over $200 billion of damage on Houston and Puerto Rico, not to mention smaller cities — Scott Pruitt, Trump's head of the Environmental Protection Agency, also told us that it was not the time to discuss "the cause and effect" of these superstorms and how to mitigate their damage. We need to focus on helping the victims, he said. But for Pruitt, we know, it's never time to take climate change seriously.

To take ISIS seriously abroad, but then to do nothing to mitigate these other real threats to our backyards, concert venues and coastal cities, is utter madness.

It's also corrupt. Because it's driven by money and greed — by gunmakers and gun sellers and oil and coal companies, and all the legislators and regulators they've bought and paid to keep silent. They know full well most Americans don't want to take away people's rights to hunt or defend themselves. All we want to take away is the right of someone to amass a military arsenal at home and in a hotel room and use it on innocent Americans when some crazy rage wells up inside him. But the N.R.A. has these cowardly legislators in a choke hold.

What to do?

Forget about persuading these legislators. They are not confused or underinformed. They are either bought or intimidated. Because no honest and decent American lawmaker would look at Las Vegas and Puerto Rico today and say, "I think the smartest and most prudent thing to do for our kids is to just do nothing."

So there is only one remedy: Get power. If you are as fed up as I am, then register someone to vote or run for office yourself or donate money to someone running to replace these cowardly legislators with a majority for common-sense gun laws. This is about raw power, not persuasion. And the first chance we have to change the balance of power is the 2018 midterm elections. Forget about trying to get anything done before then. Don't waste your breath.

News

World Cup 2022: Qatar's workers are not workers, they are slaves, and they are building mausoleums, not stadiums

Your name is Sumon, and you live in a small village in rural Bangladesh. One day you're visited by a casual acquaintance you've known since childhood, who has an opportunity. He's recruiting for a clerical job, he knows you've always been bright and ambitious, and he wants you. He'll take care of everything: paperwork, passport, medical, transport. He'll even act as a reference if you need a bank loan. The promised salary - $400 dollars US a month - is literally more money than you've seen before in your life.

Of course, you're no mug. You've heard the stories. But this is an old friend. Your children go to school together. He works for the local government. He wants to help. A fresh start, financial security, a better future for your family. Besides, what's the alternative? Stay in your village and slowly get old?

So you sign. There's a small recruitment fee to be paid, plus the cost of your orientation seminar, medical examination, insurance. You sell some land, empty your savings, lean on your extended family for support, and borrow the rest against future earnings. It's a big, life-changing step. But with your handsome salary, you reckon you'll be able to break even and start sending money home within a few months. You're doing this so your children won't have to.

Alas, when you land in Doha, the goalposts have shifted slightly. This much becomes apparent when you're handed a helmet and a high-viz jacket and told to present yourself at a building site at 6am the following morning. You're not working as a clerk in an office, you're building a football stadium. They're not quite sure who told you the $400 a month figure, but it's actually going to be $200, less miscellaneous costs. The recruitment fee isn't $200 as you'd agreed, but $2000, plus the cost of your flight to Qatar. Your crisp new passport is confiscated. You cannot quit your job. You cannot leave the country. And before you have even clocked in for your first shift, you owe your employer the equivalent of two years' wages.

And so quite suddenly, you are plunged into a bewildering world of alienation and exploitation, long hours and back-breaking toil in baking heat. Twelve hours a day, six days a week. At night, you sleep on a filthy bunk bed. At least your wages are getting paid on time. You're one of the lucky ones. Talking to other migrant workers in one of the many makeshift camps dotted around the outskirts of Doha, you find others who are having money withheld for two, three, sometimes even six months.

It is a world of instability and euphemism. Co-workers keel over, and within minutes they've been spirited away under a thick blanket, declared "absent" and never seen again. If you try and visit a shopping mall on a rare day off, a stern-looking security guard will tell you this is a "family zone" and escort you off the premises. Really, you're not an employee at all, but an indentured labourer. And really, you're not building a football stadium. You're building a mausoleum.

No doubt you're aware, on some elemental level, that the 2022 World Cup is a Bad Thing. The deluge of negative press that has engulfed Qatar's winning bid for the last seven years has ensured that much. Yet at the same time, the sheer relentlessness of depressing news coming out of the region has anaesthetised us to it. After all, there is plenty of competition for people's outrage these days. The upshot is that however bad you think the 2022 World Cup is, chances are it's even worse than that.

The lack of tangible, recognisable human faces to put on the story is another factor. That's why I made Sumon up. He doesn't exist. His story never happened. But of course, he does, and it did. Sumon exists around 2.3 million times over. His story happened yesterday, and it will happen again today, and again tomorrow.

Last week, the charity Human Rights Watch issued its latest report into the conditions of migrant workers in Qatar. It found that regulations meant to protect workers from heat and humidity were still woefully inadequate. It found that hundreds of

migrant workers were dropping dead on construction projects every year, but it's hard to be sure exactly how many and how they're dying, because Qatar won't tell us, or even carry out post-mortems. The few deaths that are officially accounted for are generally given conveniently vague descriptions like "unknown causes", "natural causes" or "cardiac arrest", giving the impression that they are simply part of the rich circle of life. They just died, OK? These things happen.

HRW has been banging on about this sort of stuff for years, patiently pointing out the ways the country tries to resist external oversight, promises reforms that are either not enforced or only apply to the tiny fraction of the workforce actually building World Cup stadiums. Yet its latest report raised barely a murmur. Another story about Qatar? Mmm, yes, how ghastly. And so over the years, Qatar 2022 has slipped down the emotional radar, swallowed up by newer, sexier Bad Things.

One of the reasons you don't see or hear from the victims of Qatar's cruelty is that it's almost impossible to get to them. In March last year, a UN delegation visited Qatar to check on progress, investigate working conditions and generally have a little mosey around. They spoke to a Nepalese construction worker, who had the temerity to answer their questions truthfully. The worker was summarily fired, and ordered to get on the first plane back to Nepal. Along the way, someone realised that because the worker no longer had a work sponsor, he could be thrown in jail. So he was thrown in jail.

There is a temptation to attribute all this to simple, rapacious, market capitalism. After all, rich people have been exploiting poor people since the dawn of time. Yet to describe the Qatar World Cup as simply a labour rights scandal would be to let it grotesquely off the hook. To understand why, you need to understand the demographics of Qatar.

Fifty years ago, you could have quite comfortably seated the entire country in one of their swanky new World Cup stadiums. Now, Qatar's population is 2.6 million, of whom nearly 90 per cent are migrant workers. For native Qataris, in control and yet massively outnumbered, the primal and perpetual fear is that the foreign-born population - overwhelming working-age and male - will somehow unite, coalesce, perhaps even mobilise against them. It is why the idea of any form of organised labour is met with horror from the local population, who see this as a national security issue. And it explains the systematic and quite overt discrimination that migrant workers face, even when outside the workplace.

Certain public spaces in Doha - markets, shopping malls, town squares - have been designated as "family zones": in effect, for locals and Westerners only. Armed security guards patrol these areas, escorting those of south Asian appearance firmly towards the exits. Migrants are even banned from living in certain areas. A few years ago, the country's Central Municipal Council proposed designating Friday - most workers' only day off - a "family day", during which non-Qataris would be banned from entering the country's many popular shopping malls.

This is segregation by stealth.

And in five years' time, this is the country that will throw open its arms and host the biggest footballing party on Earth. The 2022 World Cup is a tournament being built on a graveyard of human bodies, to prop up a society founded upon the most basic type of racism. Qatar's gamble is that the wider world, distantly absorbed in its own problems, won't care enough to make it stop. It's a gamble they're winning.

So, here comes the big question. What can you - the erudite, empathetic, informed reader of The Independent, scrolling through this article over your lunch break through a flurry of push notifications - do about it? One thing we probably can't do, unfortunately, is take the World Cup away. If Qatar was going to be stripped of the tournament, it would have happened in the last seven years, not the next five. And it is telling that much of the Western media continues to train its outrage on the Qatari bid itself, and the accusations of vote-buying in the Fifa executive committee. Exploit all the migrant labour you want, guys, but at least be above board about it, yeah?

What you can do is follow the money. Once Fifa have taken their cut, the revenues generated by a World Cup flow back into the game via its member associations. That means the FA - our Football Association - stands to financially benefit from a Qatar World Cup, assuming England qualify. That's money going into your local FA, your local club, your local pitches. If that makes you feel uneasy, why not tell them about it?

The other thing you can do is see. Qatari soft power is everywhere you look, especially if you live in a big city like London or New York. If you shop at Sainsbury's, fly British Airways or hold an account at Barclays Bank, you are indirectly funding the Qatari state. And if you watch the Premier League or Champions League, you are watching a game fattened and buttressed by Qatari money, whether it is the direct product of Paris Saint-Germain's investment in players like Neymar, or simply a market grotesquely inflated by their transfer fees.

Which is not to guilt-trip anybody. We all have to live our lives: I'll still shop at Sainsbury's, it's the closest supermarket to the Tube station. I'll still watch PSG, because how could you love football and not? But the first step to solving any problem is to see it, recognise it, understand how it fits into the world we inhabit. And so perhaps the next time you see Kylian Mbappe bearing down on goal, or glimpse the Shard through your window, perhaps you'll also see Sumon, stepping on a plane to begin what he comically imagines will be a better life.

News

Will seven million starving Yemenis ever find justice?

Catriona Murdoch and Wayne Jordash

The last two decades have seen a significant expansion of international, regional and domestic accountability mechanisms for an array of international crimes and a variety of forgotten victims. Much of this activity has been focused on the conduct of senior military and political leaders who control or significantly contribute to excesses on the battlefield. However, as is becoming clear, this focus does not adequately confront the scale or scope of victims living in the path of armed conflict or under the yoke of brutalising regimes.

This year has seen the resurgence of famine. South Sudan is enduring the first famine to be declared globally for six years. Nigeria, Somalia and Yemen are all on the brink of famine. In each, deliberate political and military action has contributed to the resulting death and injury of thousands of innocent civilians, demanding that serious consideration be given to prosecuting those responsible. Yemen is emblematic of the problem and a may provide a backdrop for the development of the potential remedy proffered by a more imaginative approach to the prosecution of those who engineer, or fail to act to prevent, mass starvation.

Yemen has been described as the "war the world forgot" eclipsed by Syria and complicated by a Saudi-led coalition supported by the United States, the United Kingdom and France. The resulting humanitarian disaster features a famine of cataclysmic proportions. The word "famine" evokes images of dusty pot-bellied children and the wrath of nature. However, the reality is that this is less nature's cruelty and more mans: "starvation" often more accurately reflects these wholly human-made and preventable catastrophes, where failed diplomacy and ostensible military objectives collide.

While perhaps viewed as collateral to the conflict, political and military actors could have easily predicted this crisis and taken preventative measures to avoid. Yemen is almost entirely dependent upon imports for its staple commodities. Prior to the conflict, approximately 80-90 percent of food was imported, principally at the Red Sea port of al-Hudaida, which quickly became the epicentre of the fighting. Eventually, coalition forces imposed a UN Security Council-approved blockade on the port in March 2015.

While the blockade contains an exemption for food, little has been done to ensure the continued functioning of the port. For example, the port has been aerially bombed and there are reports that the Houthi rebels have destroyed key infrastructure at the port causing delays in the importation of food with foreseeable and fatal consequences. In addition, food and humanitarian supplies reportedly encounter laborious inspection procedures and, in some cases, are reportedly being withheld or destroyed.

This blockade and the attacks on the port are contributing to, or causing, the famine in Yemen. Some 17 million are food-insecure (defined as inconsistent access to adequate food supplies), and 6.8 million facing famine conditions. Put another way, more people are facing famine than the present population of Kuwait.

Justice demands that a variety of legal avenues be pursued to hold those responsible for a famine accountable. The prohibition of starvation as a method of warfare is criminalised under customary international law governing conflict, the Geneva Conventions, and the Rome Statute. Despite having these legal facilities available, there have been only two known prosecutions- both domestic and conducted in absentia - that have entered convictions for starvation as a war crime and a crime against humanity: the first in Croatia and the second in Ethiopia. Given the frequency with which famine occurs as a consequence of conflict, taking such a passive approach to famine does not respect a state's duty to mount effective prosecutions of serious violations of international humanitarian law.

There have been several steps already taken in considering accountability in Yemen. For example, Yemen's exiled President Hadi established a National Commission of Inquiry in September 2015 mandated to investigate the alleged violations of international human rights and humanitarian law. However, it failed to obtain the support of all concerned parties and was unable to operate in parts of Yemen. In August 2017, an open letter was sent to the UN Human Rights Council with 62 signatories from non-governmental organisations around the world, calling for the creation of an independent body to look into the violations of international human rights and humanitarian laws in Yemen.

Prosecuting famine as a war crime faces distinct and sometimes significant obstacles. First, blockades that cause starvation are not prohibited so long as their purpose is to achieve, and is proportionate to, a military objective. Second, the causal link between action and outcome may not be clear enough to establish beyond reasonable doubt that remote military or political actors are responsible.

Yemen faces both these obstacles. First, the blockade is purportedly pursuant to the legitimate military objective of prohibiting the illegal supply of arms to rebel groups like the Houthis. Second, the evidentiary problems of establishing individual criminal responsibility in a country which has always depended, almost entirely, on food imports and has historically endured food insecurity issues are complex. Notwithstanding, amongst the other three famine affected countries, Yemen may offer the clearest set of facts that amount to crimes with which to pursue accountability.

The UN Special Rapporteur has urged the blockade to be lifted in order to prevent starvation. In his view, the blockade was one of the main causes of the humanitarian catastrophe. It is difficult to avoid the conclusion that the control of food importation into Yemen is being used either intentionally or negligently, as a weapon of war, seemingly by all sides. Those responsible should be held accountable as primary perpetrators of, or accessories to, starvation.

Catriona Murdoch is a consultant with Global Rights Compliance and a member of 1 Crown Office Row Chambers in England. Catriona practices international humanitarian and criminal law.

Wayne Jordash QC is a managing partner of Global Rights Compliance LLP a human rights and humanitarian advisory law company specializing in the reform of national systems of accountability to ensure complementarity with international standards.

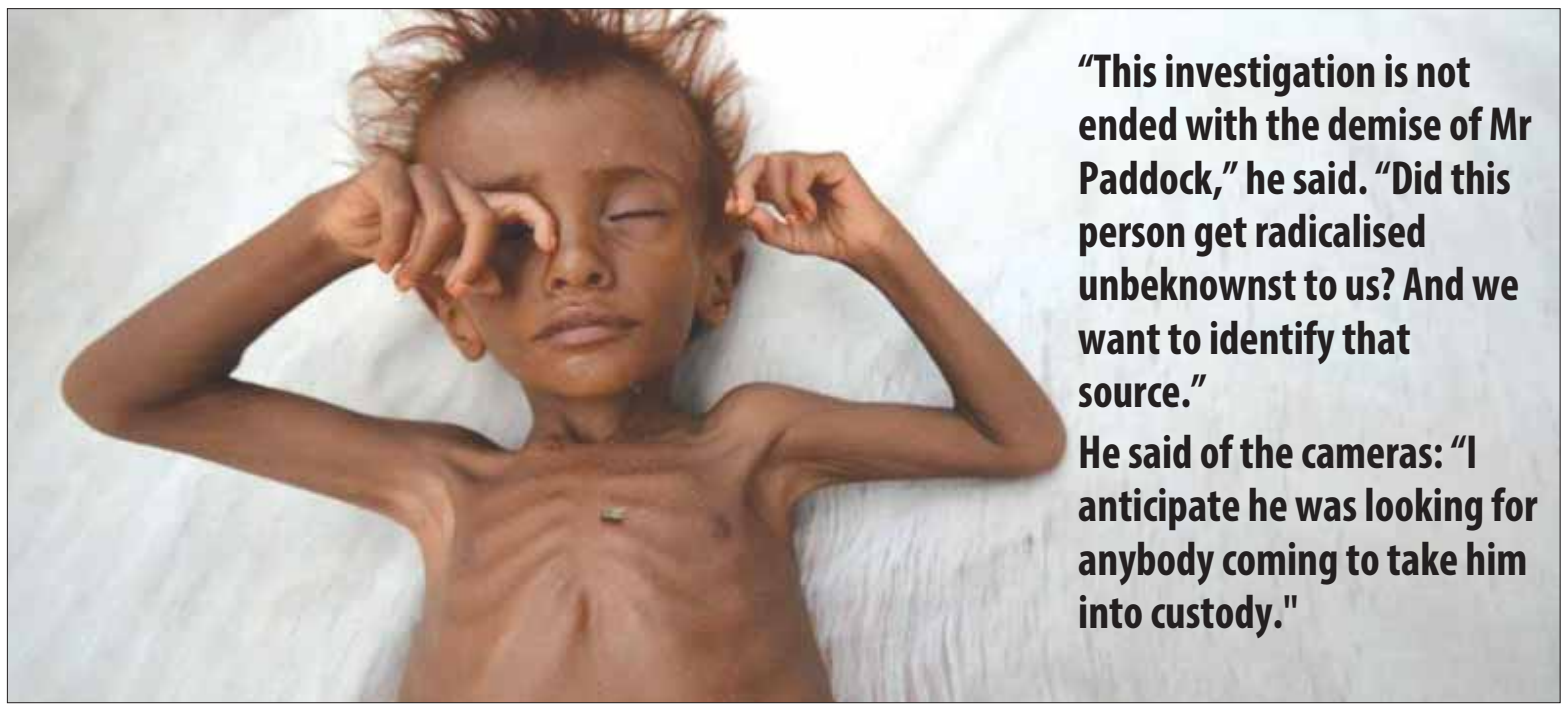

"This investigation is not ended with the demise of Mr Paddock," he said. "Did this person get radicalised unbeknownst to us? And we want to identify that source."

He said of the cameras: "I anticipate he was looking for anybody coming to take him into custody."

Stephen Paddock: Las Vegas sheriff says gunman may have been 'radicalised unbeknownst to us'

Las Vegas gunman Stephen Paddock may have been "radicalised unbeknownst to us", sheriff Joseph Lombardo has warned.

Authorities have been scrambling to find a motive for the 64-year-old's devastating attack on a country music festival on Sunday.

At least 58 people were killed and more than 500 injured when the retired accountant opened fire on revellers of the Route 91 Harvest festival from the 32nd floor of his Mandalay Bay hotel room before killing himself.

Mr Lombardo said the way Paddock had meticulously planned the massacre was "troublesome" after revealing he had set up cameras inside his hotel room and outside his door, apparently to spot anyone coming for him.

Police also recovered 23 weapons and "bump stock" devices — used to let rifles fire continuously — from Paddock's room on the Las Vegas Strip.

A further 19 guns were found in his house in Mesquite, along with what officers said were explosives, thousands of rounds of ammo and a supply of ammonium nitrate, which can be used to create explosives, in Paddock's car.

Mr Lombardo said he is "absolutely" confident authorities will find out what motivated Paddock, but the investigation is proceeding cautiously in case criminal charges are warranted against someone else.

"This investigation is not ended with the demise of Mr Paddock," he said. "Did this person get radicalised unbeknownst to us? And we want to identify that source."

He said of the cameras: "I anticipate he was looking for anybody coming to take him into custody."

"The fact that he had the type of weaponry and amount of weaponry in that room, it was preplanned extensively," the sheriff added, "and I'm pretty sure he evaluated everything that he did and his actions, which is troublesome."

One senior US homeland security official said there were no evidence that Paddock had links to international or domestic terror groups.

"We cannot even rule out mental illness or some form of brain damage, although there's no evidence of that, either," the official said.

His brother, Eric, has also been unable to provide any genuine insight into what led to the attack.

"It just makes less sense the more we use any kind of reason to figure it out," he said in text message sent to Reuters. "I will bet any amount of money that they will not find any link to anything...he did this completely by himself."

Feature

Body clock scientists win Nobel Prize

Jeffrey Hall, Michael Rosbash and Michael Young have won the highest accolade in science.

Three scientists who unravelled how our bodies tell time have won the 2017 Nobel Prize for physiology or medicine.

The body clock - or circadian rhythm - is the reason we want to sleep at night, but it also drives huge changes in behaviour and body function.

The US scientists Jeffrey Hall, Michael Rosbash and Michael Young will share the prize.

The Nobel prize committee said their findings had "vast implications for our health and wellbeing".

A clock ticks in nearly every cell of the human body, as well as in plants, animals and fungi.

Our mood, hormone levels, body temperature and metabolism all fluctuate in a daily rhythm.

Even our risk of a heart attack soars every morning as our body gets the engine running to start a new day.

The body clock so precisely controls our body to match day and night that disrupting it can have profound implications.

The ghastly experience of jet lag is caused by the body being out of sync with the world around it.

In the short term, body clock disruption affects memory formation, but in the long term it increases the risk of diseases, including type 2 diabetes, cancer and heart disease.

"If we screw that system up we have a big impact on our metabolism," said Prof Russell Foster, a body clock scientist at the University of Oxford.

He told the BBC he was "very delighted" that the US trio had won, saying they deserved the prize for being the first to explain how the system worked.

He added: "They have shown us how molecular clocks are built across all the animal kingdom."

The trio's breakthroughs were on fruit flies, but their findings explain how "molecular feedback loops" keep time in all animals.

Jeffrey Hall and Michael Rosbash isolated a section of DNA called the period gene, which had been implicated in the circadian rhythm.

The period gene contained instructions for making a protein called PER. As levels of PER increased, it turned off its own genetic instructions.

As a result, levels of the PER protein oscillate over a 24-hour cycle - rising during the night and falling during the day.

Michael Young discovered a gene called timeless and another one called doubletime. They both affect the stability of PER.

If PER is more stable then the clock ticks more slowly, if it is less stable then it runs too fast. The stability of PER is one reason some of us are morning larks and others are night owls.

Together, they had uncovered the workings of the molecular clock inside the fly's cells.

Dr Michael Hastings, who researches circadian timing at the MRC Laboratory of Molecular Biology, told the BBC: "Before this work in fruit flies we really didn't have any ideas of the genetic mechanism - body clocks were viewed as a black box on a par with astrology."

He said the award was a "fantastic" decision.

He added: "We encounter the body clock when we experience jet lag and we appreciate it's debilitating for a short time, but the real public health issue is rotational shift work - it's a constant state of jet lag."

Previous winners

2016 - Yoshinori Ohsumi for discovering how cells remain healthy by recycling waste.

2015 - William C Campbell, Satoshi Ōmura and Youyou Tu for anti-parasite drug discoveries.

2014 - John O'Keefe, May-Britt Moser and Edvard Moser for discovering the brain's navigating system.

2013 - James Rothman, Randy Schekman, and Thomas Sudhof for their discovery of how cells precisely transport material.

2012 - Two pioneers of stem cell research - John Gurdon and Shinya Yamanaka - were awarded the Nobel after changing adult cells into stem cells.

2011 - Bruce Beutler, Jules Hoffmann and Ralph Steinman shared the prize after revolutionising the understanding of how the body fights infection.

2010 - Robert Edwards for devising the fertility treatment IVF which led to the first "test tube baby" in July 1978.

2009 - Elizabeth Blackburn, Carol Greider and Jack Szostak for finding the telomeres at the ends of chromosomes.

Prince Charles omits Myanmar from Asia tour amid Rohingya conflict

Prince Charles will tour south-east Asia and India later this month but the heir to the British throne will not visit Myanmar, after a spate of violence and allegations that authorities are carrying out ethnic cleansing.

Media reports last month said an official visit to Myanmar was being suggested for the trip, which the prince is undertaking on behalf of the British government, and aides acknowledged it had been considered as part of the schedule.

But it was omitted from the final program issued on Wednesday. Charles and his wife Camilla will travel to Singapore, Malaysia and then to India where he will meet the Indian prime minister, Narendra Modi.

“We looked at a range of options in the region and, as we’re announcing today, we’re going ahead with the visit to Singapore and Malaysia,” Philip Malone, the deputy head of department at Britain’s Foreign and Commonwealth Office, told reporters.

Malone and royal aides declined to elaborate.

More than 500,000 Rohingya Muslims have fled from Myanmar to Bangladesh in the past month since insurgents attacked security posts near the border, triggering fierce military retaliation that the United Nations has branded ethnic cleansing.

Last month Britain suspended its training program for the military in Myanmar because of the violence, and diplomatic relations have deteriorated.

Rights campaigners had argued against a royal visit.

“To have someone of Prince Charles’s stature go to visit the country would be seen as a reward, and giving legitimacy to the government and the military that are currently violating international law,” said Mark Farmaner, director of Burma Campaign UK.

Charles and Camilla will begin their tour in Singapore on 31 October before going to Malaysia, where they will celebrate 60 years of diplomatic ties since the former British colony became independent, before concluding the 11-day tour in India.

First global pledge to end cholera by 2030

Health officials from around the world are meeting in France to commit to preventing 90% of cholera deaths by 2030.

The disease, which is spread through contaminated water, kills about 100,000 people every year.

It is the first time governments, the World Health Organization, aid agencies and donors have made such a pledge.

It comes as Yemen continues to fight one of the worst cholera outbreaks on record.

Cholera has been spreading in the war-torn country due to deteriorating hygiene and sanitation conditions and disruptions to the water supply.

More than 770,000 people have been infected with the disease, which is easily treatable with the right medical equipment, and 2,000 have died. Many of the victims are children.

These huge outbreaks tend to grab the headlines, but there are also frequent outbreaks in so-called cholera "hotspots".

Disease of the poor

Cholera is an acute diarrhoeal infection caused by ingestion of food or water contaminated with the bacterium Vibrio cholera.

It can spread quickly and widely in cramped, dirty conditions.

The infection is cheap to treat with rehydration salts, and easy to avoid altogether if people have access to clean water and decent toilet facilities.

But about two billion people globally lack access to clean water and are potentially at risk of cholera, according to the World Health Organization.

The UN health agency says weak health systems, and outbreaks not being detected early enough also contribute to the rapid spread of outbreaks.

Dr Dominique Legros, who heads up the WHO's cholera programme, told the BBC: "We can't keep seeing these huge outbreaks every year.

"We have the tools at hand to prevent them, so let's use them.

"If you provide water and sanitation, it's enough to stop the transmission of cholera.

"We've seen that today in countries like Senegal, where we have been able to stop transmission."

Cholera is a disease of the poor, and building basic infrastructure for communities costs money.

However, there is no expectation of any major pledges of cash at Tuesday's meeting.

'Badge of shame'

The charity Wateraid estimates it would cost $40 (£30) per person to provide water, sanitation and hygiene.

Its chief executive, Tim Wainwright, says that is "surprisingly affordable".

"Looking around the world, the map of cholera outbreaks is essentially the same as a map of poverty and marginalisation.

"The fact that this preventable disease still sickens 2.9 million people every year and kills 95,000 people is a global badge of shame."

The oral cholera vaccine is another important part of the fight against this enduring disease.

It only offers protection for up to 3 years. But in situations where outbreaks are highly likely, it can save thousands of lives.

Some 900,000 doses of the vaccine are currently being sent to refugee camps in Bangladesh where almost half a million Rohingya Muslim refugees are gathering in squalid conditions after fleeing violence in neighbouring Myanmar, also known as Burma.

"The vaccine alone doesn't solve the problem, the water and sanitation is a more long-term solution," said Dr Seth Berkley, chief executive of the Global Alliance for Vaccines and Immunisations.

"In the interim, we need to work to ensure we are doing both."

Northern Europe and the US managed to eliminate cholera 150 years ago.

Tuesday's pledge aims to, finally, achieve that goal for some of the world's poorest people.

Estimated global annual cholera cases:

India: 675,188 cases, 20,266 deaths

Ethiopia: 275.221 cases, 10,458 deaths

Nigeria: 220,397 cases, 8,375 deaths

News

It's official: Defending torture victims is terrorism

by Moazzam Begg

How does a man walk free and smile after leaving court with a conviction for a crime under the Terrorism Act (2000) only to be greeted by a cheering crowd bearing flowers, chocolates and hugs?

In November last year, CAGE's International Director, Muhammad Rabbani, was stopped and detained by police at London Heathrow airport under controversial Schedule 7 powers which allow officers to detain, question and search travellers at ports of entry in the UK without any reasonable suspicion of criminal conduct.

My colleague had just returned from a trip to the Gulf where he'd taken sensitive testimony from a client who'd made very serious torture allegations against the US. This information was stored on Rabbani's digital devices with a view to pursuing legal action on the client's behalf. When asked by the police to divulge the passcodes to these devices Rabbani refused. Subsequently, he was arrested and, several months later, charged with "wilfully obstructing or seeking to frustrate a search examination". Rabbani called the experience a "digital strip search".

Over half a million people have been stopped under Schedule 7 - nearly 80 percent of those from ethnic minorities. Up to 85,000 people are stopped every year. The reasoning behind the law is purportedly to prevent terrorists entering the UK, but numbers show that the net is enormous while the catch minuscule. Last year, only 0.02 percent of those stopped were arrested, let alone charged or convicted of terrorist offences.

At CAGE, we have been campaigning against the intrusive and invasive nature of Schedule 7 for years; many of our staff and volunteers are customarily detained under this law. When Rabbani took the decision of refusing to cower in front of this abuse of power he knew that he'd have to pay a price - even if it meant prison. We knew we had another fight on our hands.The last time I attended Westminster Magistrates Court was in March 2013, when I was brought in a convoy of police cars with flashing lights and blaring sirens and taken, handcuffed, to hear charges of terrorism levelled against me. As I sat in the dock, I looked to my right and saw several people seated in the public gallery who'd come to show their support and smiled. One of them was Muhammad Rabbani. In that moment, neither of us could have imagined that we would be exchanging places soon enough.

It turns out you can get a 'terror' conviction in the UK for refusing to break client confidentiality.

As Rabbani sat in the dock on Monday morning listening to the charges read out against him, he briefly looked towards me seated in a packed public gallery and smiled.

In court, defence counsel, Henry Blaxland QC, explained how Rabbani had been stopped and questioned multiple times under Schedule 7. He had been generally cooperative but had, on occasion, refused to disclose his passwords - without further incident. One of those stops occurred in 2013, when he and I were travelling together to Doha, the court heard. The police had threatened me with arrest for failing to answer their questions and hand over passwords to electronic devices.

One of the terribly frustrating things I found after being questioned by police officers at airports is their lack of understanding and comprehension of the huge powers at their disposal. This couldn't have been more evident than when Blaxland cross-examined PC Tariq Choudary, the principal officer involved in Rabbani's questioning.

Perhaps he was just nervous, but Choudary's answers were incoherent, incomprehensible and embarrassing. After being repeatedly told by the magistrate to speak up, Choudary found himself refusing to answer fairly mild questions. Blaxland asked if police stops were generally based on specific information, whether Rabbani's was such a case and if he'd ever come across a case where someone had refused to submit his password? To each question, Choudary replied: "I cannot confirm or deny that." During awkward moments of silence, the magistrate had to intervene and explain that he could answer the questions, especially since the prosecution was not objecting.

Many of these exchanges were followed with sharp intakes of breath and open laughter in the gallery. What dawned on most of the people in attendance was the pitiful nature of the police officers charged with protecting our borders, and yet they are granted to so much power.

Blaxland further asked Choudary if he'd informed Rabbani regarding provisions within the Code of Practice that he had the right not to disclose confidential material - given Rabbani's job and the role of CAGE as rights NGO. Choudary essentially replied by saying that he could only determine whether the information was confidential (excluded material) after he'd accessed it. In other words, the police can only inform you of your right of confidentiality once they've violated it.

Despite the troubling nature of this particular case, some would argue Schedule 7 is a necessary inconvenience in troubled times and an integral part of the fight against terrorism. There is no evidence to suggest that Schedule 7 has made the country safer in any way. In fact, we believe that latent religious and racial prejudices evident in the application of this power further alienates and negatively radicalises people.

The court heard about the intrusive nature of Schedule 7 but was not equipped to address it. Rabbani was convicted under terrorism laws for simply failing to provide his passwords. He will, of course, appeal the decision but, the greatest loser in this first round has been Schedule 7 and its invisible supporters. Britain in 2017 calls people who don't give their passwords to the police, "terrorists". For the rest of us, the ramifications for our right to privacy and guarding confidential information will now be put to the test. For Muhammad Rabbani, his was a brave act of civil disobedience, long overdue. He fought to expose the unjust nature of this law and passed with flying colours.

That's how a man convicted of terrorism walks free from court. Like a hero, with a smile on his face.

Moazzam Begg is a former Guantanamo Bay detainee and director of outreach for the UK-based campaign group CAGE.

Sale of acids to under-18s to be banned, Amber Rudd says

The government will ban the sale of acids to anyone under the age of 18, Home Secretary Amber Rudd has said.

Her pledge, at the Conservative Party conference, comes as more than 400 attacks using corrosive substances were recorded in the six months to April.

She also said she would "drastically limit" sales of sulphuric acid, given that it can be used to make explosives.

And Ms Rudd called on internet firms and social media platforms to "act now" and remove extremist content online.

Speaking at the conference in Manchester, she said: "Acid attacks are absolutely revolting.

"We have all seen the pictures of victims that never fully recover - endless surgeries, lives ruined.

"So today, I am also announcing a new offence, to prevent the sale of acids to under-18s."

The government said new laws to target people caught carrying acid would be modelled on current legislation around knife carrying, which carries a maximum of four years in prison, a fine, or both.

Plans to tackle the sale of corrosive substances would be similar to the law involving knives, which bans the sale to anyone under the age of 18 and carries a penalty of six months in prison, or a fine.

"We are currently considering the range of substances this would cover," the government added.

More than 400 acid or corrosive substance attacks were carried out in the six months to April this year, according to figures from 39 police forces in England and Wales.

According to NHS Digital data, there have been 624 admissions since 2011/12 because of an "assault by corrosive substance". In 2016/17, there were 109 hospital admissions due to such attacks.

Dependencies

Mrs Rudd said the "drastic" crackdown on the sale of sulphuric acid would help tackle homemade explosive devices containing triacetone triperoxide - often referred to as "mother of Satan" explosives.

Similar devices were used in this year's Manchester Arena bombing and last month's attack at Parsons Green, in west London.

"This is how we help make our communities safer as crime changes," she told delegates.

Online images

The home secretary also unveiled plans to make it harder for people under the age of 18 to buy knives online and announced a major investment in technology to help track down indecent images of children online and remove them quickly.

She announced more than £500,000 of investment in a "cutting-edge web crawler", which experts say can process thousands of image hashes per second as a way of removing child abuse images.

Mrs Rudd told the conference there had been "an exponential surge in the volume of child sexual abuse referrals" and called on messaging service WhatsApp to help tackle the problem.

"Our investment will also enable internet companies to proactively search for, and destroy, illegal images in their systems," she said.

"We want them to start using it as soon as they can."

In another policy announcement, she also said people who repeatedly view extremist material online could face up to 15 years in prison.

She said extending prison sentence for those viewing extremist content online would close an important gap in the legislation, with tougher sentences only applying at the moment if people have downloaded or stored the material.

Ms Rudd told party activists in Manchester that security services had foiled seven terrorist plots this year.

সুচির খেতাব কেড়ে নিলো অক্সফোর্ড

পুরস্কার প্রত্যাহার করেছে না হয় করার পথে রয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি ও লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

ওদিকে সুচিকে দেয়া সম্মানসূচক 'ফ্রিডম অব অক্সফোর্ড' খেতাব কেড়ে নেয়া বিষয়ক প্রস্তাবে অক্সফোর্ড সিটি কাউন্সিল বলেছে, এই খেতাব ধরে রাখার যোগ্যতা হারিয়েছেন অং সান সুচি।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে সেইন্ট হিউজ কলেজ, অক্সফোর্ডের ডিসপ্লে থেকে নামিয়ে ফেলা হয় অং সান সুচির একটি ছবি। এই কলেজেই তিনি ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। এরপর ১৯৭২ সালে বিয়ে করেন মাইকেল অরিস নামের বৃটিশ এক নাগরিককে। তিনি সেইন্ট অ্যান্টনি'স কলেজে তিব্বত ও হিমালয় বিষয়ক সিনিয়র গবেষণা ফেলো ছিলেন। দুই ছেলে কিম ও আলেকজান্দারকে নিয়ে তারা অক্সফোর্ড শহরেই বসবাস করতেন। ১৯৯৭ সালে সুচিকে ফ্রিডম অব অক্সফোর্ড পুরস্কার দেয় অক্সফোর্ড। ২০১২ সালে তাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেয় ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড।

আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের প্রস্তুতি

ওদিকে সাংবাদিক সামুয়েল ওসবর্ন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টে লিখেছেন, মুসলিম সংখ্যালঘু নিধনের জন্য মিয়ানমারের নেতাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে অর্থ সংগ্রহের একটি অভিযান শুরু হয়েছে। এর উদ্যোক্তা হোসেন মোহামেদ ও নাজমা ম্যাকামেদ। তারা সুচিসহ মিয়ানমারের নেতাদেরকে হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে নিতে চান। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে চান। রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিয়ানমার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের অভাবে হতাশা থেকে তারা এ উদ্যোগ শুরু করেছেন। অনলাইনে তারা এ বিষয়ে একটি পিটিশন করেছেন। তাতে এরই মধ্যে চার লাখের বেশি মানুষ স্বাক্ষর করেছে। শনিবার ডাউনিং স্ট্রিটে এ বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার কথা রয়েছে। বলা হয়েছে, যদি তারা এক্ষেত্রে সফল হতে পারেন তাহলে আইনজীবীরা বাংলাদেশে গিয়ে তদন্ত করবেন। তারা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলবেন। তথ্য সংগ্রহ করবেন। তখন তারা নির্ধারণ করবেন, কারা আসলে সহিংসতার জন্য দায়ী। এরই মধ্যে জাতিসংঘের দেয়া বর্তমান রিপোর্ট থেকে তারা বেশ কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। ওই দু'জন মুসলিমের বেশ কিছু আইনি লক্ষ্য রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করছে মিয়ানমার লিখিতভাবে তা তুলে ধরা। তারা আরো আশা করছেন ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব ইনকুয়ারি প্রতিষ্ঠার। এরই মধ্যে এ কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের হাই হমিশনার। একটি আন্তর্জাতিক আইনি সংস্থার প্রধান সাইমো চাহাল বলেছেন, মিয়ানমারে যে ট্রাজেডি ঘটছে তার জন্য আইনী জবাব দাবি করে। বিশ্বজুড়ে যখন রাজনৈতিক নেতারা এ নৃশংসতার নিন্দা জানাচ্ছেন ঠিক তখনই সমন্বিতভাবে অপরাধীদের বিচারের জন্য আইনি পদক্ষেপের দাবি এখন জোরালো হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে এখনই আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়া উচিত। এক্ষেত্রে যে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে তার মাধ্যমে মানুষ একত্রিত হবে, পদক্ষেপ নেবে এবং আগেভাগেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করায় তারা অবদান রাখবে। হোসেন মোহামেদ বলেছেন, আমরা এমন প্রচারণা শুরু করেছি এ জন্য যে, মিয়ানমারের নেতাদের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতার জন্য এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। বিশ্ব শুধু ভীতসন্ত্রস্ত। এটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের এই প্রচারণা মানুষের জন্য, যাতে নির্যাতিত শিশু, নারী, পরিবার বিচার পায়।

একটি বিশ্লেষণ: শেখ হাসিনার নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা কতটুকু?

হবে। তবে শেখ হাসিনার নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে চলমান প্রচারনা বিরোধী মহলের জন্য আবার বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মূলত: ২৫ আগস্টের পর মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাংলাদেশে প্রবেশ বাধামুক্ত করার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে ফেসবুক ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে লেখালেখির ঝড় ওঠে।

মোহাম্মদ হাসান জাফরী নামে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এক শিক্ষার্থী ১ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রিন্ট সংস্করণে 'নোবেল শান্তি পুরস্কার আর যেন প্রশ্নের সৃষ্টি না করে' শিরোনামে লেখা একটি কলামে শেখ হাসিনার নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন "ইতোমধ্যে (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) মনোনীত তিনজনের একজন হতে পারায় আমাদের আশার পথ আরো পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।"

গতকাল ফেসবুকের একটি স্ট্যাটাসে দেখলাম, শেখ হাসিনা এই বছরই নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হতে যাচ্ছেন। তাছাড়া নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর পছন্দের ব্যক্তিদের তালিকায় রয়েছেন শেখ হাসিনা, নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকায় ১০ জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন শেখ হাসিনা, নোবেলের জন্য মনোনীতদের তালিকায় শেখ হাসিনা এখন তৃতীয় অবস্থানে- ফেসবুকে এধরনের সংবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

ফেসবুক একটি শক্তিশালী সোশ্যাল মিডিয়া। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ সার্বক্ষনিক ফেসবুকে সক্রিয় থাকেন। তাই এ ধরনের সংবাদ বিশ্বের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতুহল সৃষ্টি করে থাকে। কৌতুহলী করে তুলে আমাকেও। আসলেই কি বাংলাদেশ আরো একটি নোবেল প্রাইজ পেতে যাচ্ছে- জানতে আগ্রহ হয়। তাই একটু ঘাটাঘাটির চেষ্টা করি।

নোবেল প্রাইজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ঘেটে যা পেলাম তাতে নিশ্চিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই

প্রধানমন্ত্রী এ বছর নোবেল প্রাইজ পাবেন কিনা। তাছাড়া তিনি যে নোবেল কমিটিতে প্রাথমিক মনোনীতদের তালিকায় ১০ জনের মধ্যে একজন কিংবা তিনজনের মধ্যে একজন হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন এ ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই।

এখানে নোবেল পুরস্কার প্রদানের প্রক্রিয়াটির একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরতে চাই। তাহলে সহজেই বুঝা যাবে চলতি বছর শেখ হাসিনার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা আছে কি-না।

যে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরন করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নির্বাচিত করা হয় তাতে সময় লাগে এক বছর। কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজে নিজের মনোনয়ন দাখিল করতে পারেন না। একটি সুনির্দিষ্ট ক্যাটাগরির মানুষ তাঁর পছন্দের যেকোনো ব্যক্তির জন্য মনোনয়ন দাখিল করতে পারেন।

প্রতি বছরের ৩১ জানুয়ারি রাত ১২টার মধ্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন জমা করতে হয়। অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন জমা করা। তারপর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিদের প্রোফাইল পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই শেষে একটি শর্ট লিস্ট বা প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে নোবেল কমিটি। মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই তালিকাটি পর্যালোচনা করা হয়। অক্টোবর মাসে নোবেল কমিটি ভোটাভুটির মাধ্যমে ওই বছরের নোবেল বিজয়ীদের নির্বাচিত করে নাম ঘোষণা করে। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ ব্যাপারে অ্যাপিলের কোনো সুযোগ থাকেনা। এর পর ডিসেম্বরে নরওয়ের ওসলোতে নোবেল পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। পুরস্কারের মাধ্যে থাকে একটি নোবেল মেডেল, ডিপ্লোমা ও প্রাইজমানির ডকুমেন্ট। ৫ সদস্য বিশিষ্ট নোবেল কমিটি নোবেল প্রাইজ বিজয়ীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এই ৫ সদস্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন নরওইজান পার্লামেন্ট কর্তৃক। তবে মনোনয়ন ছাড়াও নোবেল কমিটি যদি কাউকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য মনে করে তাহলে তাঁরা স্বউদ্যোগে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। তবে নোবেল পুরস্কারের বিধি অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় নোবেল কমিটির প্রথম সভায়। অর্থাৎ মার্চ মাসের মধ্যে। এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নোবেল কমিটির কাছে জমা পড়েছে ৩১৮টি মনোনয়ন। এর মধ্যে ২১৫টি ব্যক্তি বিশেষের নামে আর বাকি ১০৩টি সংগঠনের জন্য। নোবেল প্রাইজের নিয়ম অনুযায়ী মনোনীত ব্যক্তিদের নাম এবং মনোনয়ন সংক্রান্ত কোনো তথ্য ৫০ বছরের আগে প্রকাশ করা হয়না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, ২০১৭ সালের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিলো গত ৩১ জানুয়ারি। ওই তারিখের মধ্যে শেখ হাসিনার পক্ষে কোনো মনোনয়ন জমা করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। যদি জমা করা হয়ে থাকে, আর নোবেল কমিটি তাঁকে যোগ্য মনে করে তাহলে ৬ অক্টোবর শুক্রবার বিজয়ী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হতে পারে। যদি কেউ শেখ হাসিনার পক্ষে মনোনয়ন জমা না করে থাকেন তাহলে একমাত্র সুযোগ হচ্ছে, যদি নোবেল কমিটি তাঁকে যোগ্য মনে করে তাহলে তাঁরা স্বউদ্যোগে শেখ হাসিনার নাম শর্ট লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করবেন। তবে সেই অন্তর্ভূক্তির সময়সীমাও গত মার্চ মাসে অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাই সেই সুযোগও দেখা যাচ্ছেনা।

শেখ হাসিনার নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে ২৫ আগস্টের পর রোহিঙ্গা ইস্যুর প্রেক্ষিতে। ৫ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার জন্য তিনি বিশ্বে আলোচনায় ওঠে এসেছেন। এর আগে তিনি আলোচনায় ছিলেন না। বরং ৫ই জানুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনের কারণে বিশ্বজুড়ে সমালোচিত ছিলেন। এমতাবস্থায় নোবেল কমিটি তাঁকে কেন বিশেষ বিবেচনায় শর্ট লিস্টে অন্তর্ভূক্ত করবে? এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া যদি নোবেল পুরস্কারের নিয়ম অনুসরণ করে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে তাঁর পক্ষে মনোনয়ন জমা করা হয়েও থাকে, তাহলে গত মার্চের মধ্যে যে শর্ট লিস্ট করা হয়েছে তাতে কি শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভূক্ত হয়েছে? হওয়ার যুক্তি কতটুকু? কারণ তখন তো রোহিঙ্গা ইস্যু ছিলো না। রোহিঙ্গা ইস্যুর কারণেই তো মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। সুতরাং এসব প্রক্রিয়া বিবেচনায় এ বছর তাঁর নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ। হয়তো আগামী জানুয়ারির ৩১ তারিখের মধ্যে যদি তাঁর পক্ষে মনোনয়ন দাখিল করা হয়, আর নোবেল কমিটি বর্তমান রোহিঙ্গা ইস্যু বিবেচনায় নিয়ে ২০১৮ সালের নোবেলের জন্য তাঁকে মনোনীত করে, তাহলে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হতে পারেন।

নোবেল প্রাইজের মনোনয়ন সংক্রান্ত কোনো তথ্য পরবর্তী ৫০ বছরের আগে প্রকাশ করা হয়না, তাই কারও পক্ষে জানার সুযোগ নেই যে, নোবেল কমিটি তাঁকে ১০ জনের মধ্যে একজন হিসেবে মনোনীত করেছে কিংবা তিনি ইতোমধ্যে তিনজনের মধ্যে একজন মনোনীত হয়েছেন। এধরনের প্রচারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বাংলাদেশ সরকার প্রথম দিকে রোহিঙ্গা প্রবেশকে স্বাগত জানায়নি। কিন্তু পরবর্তীতে বহির্বিশ্বের চাপের মুখে তাদের প্রবেশ বাধামুক্ত করে দেয়। চাপের মুখে হোক, আর স্বইচ্ছে হোক নতুন ও পুরাতন সব মিলিয়ে ৯ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিমকে বাংলাদেশে আশ্রয়ের সুযোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্য একটি বৃটিশ মিডিয়া তাঁকে ইতোমধ্যে 'মাদার অব হিউমিনিটি' বা মানবতার মা বলে অভিহিত করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে ছোট্ট একটি ভূখন্ড। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল এই দেশে ১৬ কোটি মানুষের সাথে আরো ৯ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দেয়ার সিদ্ধান্ত অনেক বড় কথা। তাই বিশ্ব মিডিয়ায় শেখ হাসিনার এই সিদ্ধান্ত আলোচিত হবে, প্রশংসা পাবে-এটা স্বাভাবিক। রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মহলে তাঁর বর্তমান ভাবমূর্তি ধরে রাখতে পারলে আগামীতে হয়তো নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাঁকে ধরা দিতে পারে।

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ, লন্ডন।

আমেরিকায় উন্মুক্ত কনসার্টে গুলি : নিহত ৫৮, আহত ৫১৫

প্রতিবেদনে বলা হয়, মান্দালয় বে ক্যাসিনোর ৩২ তলা থেকেই পাশের খোলা জায়গায় কনসার্টে জড়ো হওয়া মানুষের ওপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আসা ভিডিওতে দেখা যায়, গান চলার মধ্যেই হঠাৎ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির আওয়াজ শুরু হলে কনসার্ট থমকে যায়। দর্শকেরা মাটিতে শুয়ে পড়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর আবার গুলির শব্দ শুরু হয়; সেই সঙ্গে শুরু হয় আতঙ্কিত মানুষের ছোটাছুটি আর চিৎকার। পুলিশ লাস ভেগাসের একটি অংশ বন্ধ করে দিয়ে সবাইকে ওই এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়।

মাইক থমসন নামের এক ব্রিটিশ পর্যটক সংবাদ সংস্থা এপিকে বলেন, 'বহু লোক আতঙ্কে দৌড়াচ্ছিল, চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে একজনের সারা গায়ে রক্ত দেখে আমি বুঝলাম, সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে।'

লাস ভেগাসে এই কান্ট্রি মিউজিক ফেস্টিভাল চলছিল গত শুক্রবার থেকে। রোববার মধ্যরাতে যখন এই গুলির ঘটনা ঘটে, সে সময় মঞ্চে গাইছিলেন জেসন আলডিন। গান শুরুর পরপরই গুলির শব্দের মধ্যে থমকে যেতে হয় তাকে এবং তার দলকে। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আজ রাতে যা ঘটল তা ভয়ঙ্কর বললেও কম হয়। কী বলব, আমি বুঝতে পারছি না এখনো। আমি আর আমার দলের সবাই সুস্থ আছি।' হতাহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, 'তাদের আনন্দের একটা রাত কাটানোর কথা ছিল, সেজন্যই তারা এসেছিলেন, কিন্তু যা ঘটল, তাতে আমার বুক ভেঙে গেছে।'

এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পও একটি টুইট করেছেন। লিখেছেন, 'গড ব্লেস ইউ।'

ঘটনার পর লোহার ব্যারিকেড ভেঙে এবং হুইলব্যারোতে করেও আহতদের সরিয়ে নিতে দেখা যায় মানুষকে। বহু আতঙ্কিত মানুষ সে সময় বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও লাস ভেগাসের ম্যাকারান এয়ারপোর্টে আশ্রয় নেন। ম্যাকারান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঘণ্টাখানেক বিমান ওঠানামা বন্ধ রাখে; দুই ডজন ফাইটকে অন্য বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলোর মধ্যে অস্ত্র আইন সবচেয়ে শিথিল নেভাডায়। নাগরিকেরা সেখানে অস্ত্র বহন করতে পারেন এবং অস্ত্রের মালিক হিসেবে তাদের নিবন্ধনও নিতে হয় না।

দোকান থেকে অস্ত্র কেনার সময় ক্রেতার তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকলেও সেই ক্রেতা আবার অন্যের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে দিতে পারেন। অ্যাসলড রাইফেলের মতো স্বয়ংক্রিয় বা আধা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বিক্রির ওপর সেখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই এবং গুলি কেনার ক্ষেত্রেও কোনো সীমা বেঁধে দেয়া নেই।

হামলাকারীর সাথে আইএসের সম্পর্ক নেই : এফবিআই

এ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) জানিয়েছে, লাস ভেগাসে হামলা চালানো বন্দুকধারীর সাথে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) কোনো সম্পর্ক নেই। এফবিআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে আমরা নিশ্চিত যে বন্দুকধারীর সাথে আন্তর্জাতিক কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পর্ক নেই।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, লাস ভেগাস হামলায় আইএসের দায় স্বীকারের ঘটনা অস্বাভাবিক। অতীতে যেসব হামলার জঙে আইএসের যোগসূত্র ছিল লাস ভেগাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। এর আগের হামলাগুলো তরুণরা চালালেও এবার হামলা চালিয়েছে ৬৪ বছরের শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে, গুলিবর্ষণের পর হামলাকারী নিজেই আত্মহত্যা করেছে। যদি আত্মহত্যার ঘটনা সত্য হয়ে থাকে তাহলে তা ইসলামবিরোধী। বিবিসি আরো জানায়, আইএসের পক্ষ থেকে হামলায় জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ এখনো হাজির করেনি।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

লন্ডনবিডিনিউজের উপদেষ্টা সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরী। সেমিনারে 'মুল প্রবন্ধ' পাঠ করেন বিডিনিউজ২৪.কম এর ম্যানেজিং এডিটর রোমান বখত চৌধুরী।

সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ওয়ালর্ড ওয়াইড.কম এর এডিটর মোখলেসুর রহমান চৌধুরী, ট্রাইব্যুনাল জাজ নজরুল খছরু, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক জনমতের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, সাপ্তাহিক জনমত সম্পাদক নবাব উদ্দিন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুবায়ের, সহ সভাপতি মাহবুবু রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার অহিদ আহমদ, কমিউনিটি নেতা ও লেখক শাহগির বখত ফারুক, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সাবেক প্রধান ও চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী, সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক আহমদ ময়েজ ও দর্পণ সম্পাদক রহমত আলী।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা আছহাব বেগ, লন্ডন মেইলের সম্পাদক ড. এমএ আজিজ, সলিসিটর মাসুদ চৌধুরী, কালাম সলিসিটরের প্রধান এম এ কালাম, এনটিভির জনপ্রিয় উপস্থাপক আতাউল্লাহ ফারুক, কাউন্সিলর শাহ আলম, ব্যারিস্টার মোঃ শহিদ, সাপ্তাহিক ইউরো বাংলার সাবেক সম্পাদক আব্দুল মনিম জাহেদি ক্যারল, হাজি রইছ আলি, সাপ্তাহিক সুরমার নিউজ এডিটর আব্দুল কাইউম, সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশী টিচার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু হুসাইন, মুসলিম হেল্প ইউকের আব্দুছ ছুবাহান, এডামস প্রপার্টি কনসালটেন্ট এর খজিরুল ইসলাম, সাংবাদিক আব্দুল হাই ইবনে সঞ্জু, বিবিসিসিআই'র প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি এ কে আজাদ, দ্যা সানরাইজটুডে'র সম্পাদক ও টিভি উপস্থাপক এনাম চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এডভোকেট তাহির রায়হান চৌধুরী পাবেল, মোঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট খলিলুর রহমান, জসিম উদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার নিউজ এডিটর মোহাম্মদ রাহিম, বিশ্বনাথ প্রবাসী ট্রাস্টের আখলাকুর রহমান, এনটিভি ইউরোপের কয়েছ আহমেদ রুহেল, নুরুল ইসলাম, সাপ্তাহিক মুসলিম'র আব্দুস সোবহান, এম রফিক আহমদ, আলহাজ আলাউদ্দিন আহমদ, মোঃ কলা মিয়া, মতিউর রহমান চৌধুরী, এসএম আলাউদ্দিন আহমেদ, ওয়ালর্ডবাংলা.কমের সম্পাদক মাহমুদ আব্দুল মুমিন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, ক্রিকেট সংবাদ.কম এর সম্পাদক মোহাম্মাদ শরিফুজ্জামান, কবি মোহাম্মদ জাবেদ আলি, কমিউনিটি নেতা মোঃ নুর বখশ, আসুয়াব আহমেদ, ফারুক মিয়া, ইরশাদুর রহমান প্রমূখ।

সেমিনারে বলা হয়, ১৯১৬ সালে ১ নভেম্বর পাক্ষিক 'সত্যবাণী' প্রথম প্রকাশিত হয়। গত বছর বিলেতের বুকে বাংলা মিডিয়ার শত বছর পূর্ণ হয়। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বিলেতে বাংলা মিডিয়া এ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। বিলেতে এ যাবৎ নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বহু পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা পত্রপত্রিকার পাশাপাশি রেডিও ও ৬/৭টি বাংলা টেলিভিশন এবং বেশ কয়েকটি অনলাইন পত্রিকা সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে।

সেমিনারে বক্তারা সৎ ও আস্থার সাংবাদিকতা চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কারো কারো মতে নির্ভীক সাংবাদিকতা বাংলাদেশে সম্ভবপর না হলেও এই বিলেতে সম্ভব। কারণ নির্ভীক ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা না থাকলে দেশ ও দশের উন্নয়ন হয় না। বক্তারা বলেন, সংবাদপত্রের ১০০ বছরের ইতিহাসে অনেক কমিউনিটি বিরোধী সংবাদপত্রও চালু হয়েছে এবং যা এখনো বিদ্যমান। এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। সেমিনারে আলোচনায় বক্তারা বলেন, কমিউনিটিতে বাংলা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য নেয়া উচিৎ। আর এদেশে জিসিএসই ও এ লেভেলে বাড়তি ভাষা শিক্ষা হিসেবে বাংলা চালু রাখার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানোর পরামর্শ প্রদান করেন। বাংলা ভাষা শিক্ষা ও বাংলা পত্রিকার পাঠক বৃদ্ধি করার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বলেও অনেকে মতামত দেন।

শেষে লন্ডন বিডি নিউজ২৪.কম এর চেয়ারম্যান ও প্রধান সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা সমাপনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হোটেলের সম্মুখে বিএনপির বিক্ষোভ

হোসেন। তবে যুবদল নেতা আফজাল হোসেনের দাবী, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে মনোয়ার হোসেন নিজেই গ্রেফতার হয়েছেন।

যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি আবুল কালাম, উপদেষ্টা আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, সহ সভাপতি গোলাম রাব্বানী সোহেল, যুগ্ম সম্পাদক সহিদুল ইসলাম মামুন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, তাজউদ্দিন, কামাল উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরি, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সদস্য এডভোকেট তাহির রায়হান চৌধুরী পাভেল, মেসবাউজ্জামান সোহেল, আলহাজ্ব সাদিক মিয়া, আশরাফুল ইসলাম হীরা, সহ সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, সামছুর রহমান মাহতাব, ড. মুজিবুর রহমান, রাজন আলী সাঈদ, আতিকুর রহমান চৌধুরী পাপ্পু, আজমল হোসাইন চৌধুরী জাবেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, খসরুজ্জামান খসরু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আলী আহমেদ, মোশাহেদ আলী তালুকদার, কোসাধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান হেভেন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আবু নাসের, সহ দফতর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট লিয়াকত আলী, সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক খিজির আহমেদ, সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ হোসেন গাজী, সহ ক্রীড়া সম্পাদক সরফরাজ আহমদে সরফু, সদস্য সালেহ গজনবী, টিপু আহমেদ, কামাল চৌধুরী, এজে লিমন, গুলজার আহমেদ, হাবিবুর রহমান, লুবায়েক আহমেদ চৌধুরী, আমিনুর রহমান আকরাম, লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি তাজুল ইসলাম, বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা, টাওয়ার হ্যামলেটস বিএনপি সভাপতি কাজী ইকবাল হোসেন দেলোয়ার, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এসএম লিটন, নিউহাম বিএনপির সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, সাউথ ইস্ট বিএনপির সভাপতি সালেহ আহমেদ জিলান, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, এনফি! বিএনপির সভাপতি হেলাল উদ্দিন, কলচেস্টার বিএনপির সভাপতি মিসবা উদ্দিন, সাসেক্স বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, লুটন বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল হাই, ইস্ট মিডলান্ড বিএনপির সভাপতি শহিদুল্লাহ খান, বিএনপি নেতা তোফায়েল বাসিত তপু, সুজাত আহমেদ, মাওলানা শামিম, লন্ডন মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল কুদ্দুছ, সহ সভাপতি সায়েদ উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুর রব তপু শেখ, আব্দুল গাফফার, ফয়সল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সোহেল শরীফ মোহাম্মদ করিম, আজিম উদ্দিন আজির, সোহেল আহমেদ, কাওছার আহমেদ, জামাল উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, ইফতেখার আহমেদ রুবেল, মোঃ জিয়াউর রহমান, নজরুল ইসলাম মাসুক, শফিক মিয়া, মোঃ মাকসুদুল হক, এডভোকেট শেখ তারেকুল ইসলাম, দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল, আরিফুল হক, সৈয়দ আকবর, সৈয়দ আতাউর রহমান, জয়নাল আবেদিন, মিছবাহ উদ্দিন, জামাল হোসেন, মোঃ ওমর গনি, ফখরুল ইসলাম, লুতফুর রহমান, আব্দুল হালিম, আবু তালেব, মোঃ বশির মিয়া, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নূর এ আলম সোহেল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল উদ্দিন, যুক্তরাজ্য জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মন্সুর শাহজাহান, সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক লিটন আফিন্দি, স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিসবাহ বিএস চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, জাসাস সভাপতি এমাদুর রহমান এমাদ, সিনিয়র সহ সভাপতি তরিকুর রশিদ চৌধুরী শওকত, সাধারণ সম্পাদক তাজবির চৌধুরী শিমুল, যুবদলের সাবেক সভাপতি রহিম উদ্দিন, জাসাসের সাবেক সভাপতি এমএ সালাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, যুবদল নেতা আব্দুল হক রাজ, আফজাল হোসেন, আকতার হোসাইন শাহিন, বাবর চৌধুরী, শাহজাহান হোসাইন শেনাজ, শাহজাহান আহমেদ, নুরুল আলী রিপন, শেখ কামাল তারেক, মোজাহিদুল ইসলাম সুমন, আলকু মিয়া, শাহেদ আহমেদ, সুয়েদুল হাসান, মোশারফ হোসেন, শাকিল আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি ডালিয়া লাকুরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, আকমল হোসেন, জাহেদ আহমেদ, ফিরোজ আলম, সাদেক আহমেদ, এমদাদুল হক, জামিল আহমেদ, মোফসল আলী, জাসাস নেতা হাবিবুর রহমান বাবলু, আব্দুল মোতালিব লিটন, সাইফুল ইসলাম মিরাজ, ইমতিয়াজ এনাম তামিম, মোঃ সফিউল ইসলাম মুরাদ, মাহবুবুর রহমান, রেজাউল করিম রিকি, ফুয়াদ আহমেদ, মনির আহমেদ, রেজান জামান, পিনাক রহমান, ফয়ছল আহমেদ প্রমূখ।

কারি শিল্পে ২০ হাজার দক্ষ-অদক্ষ ষ্টাফের অভাব

বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ) এর সেক্রেটারি জেনারেল সেলিব্রেটি শেফ অলি খান ব্রিটিশ কারি ইন্ডাষ্ট্রির ষ্টাফ সংকটসহ এই সেক্টরের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে বলেন, বর্তমানে এই সেক্টরে শেফ ওয়েটারসহ অন্যান্য স্টাফের সংকট রয়েছে। এই সেক্টরে নন-ইউরোপীয়ান অভিবাসীরা কাজ করলেও তাদের দ্বারা সকল কাজ করানো সম্ভব হয়না। এই সেক্টরকে টিকিয়ে রাখতে হলে বাইরের দেশ থেকে শেফ আনা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। আমরা দীর্ঘ দিন যাবত বাইর থেকে শেফ ওয়েটারসহ দক্ষ স্টাফ আনার দাবী জানিয়ে আসছি। তিনি বলেন, ক্যাটারিং সেক্টরে কাজের বেশ সুযোগ রয়েছে। যারা কাজ করতে আগ্রহী আমরা তাদের ট্রেনিংসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিদা প্রদান করতে প্রস্তুত।

অলি খান আরো বলেন আজ থেকে দুইশ বছর আগে বৃটেনে প্রথম কারি হাউজের যাত্রা। দিন দিন এই শিল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। চিকেন টিক্কা মসল্লা এখন ব্রিটিশ কালচারের অংশ হয়ে দাড়িয়েছে। কারিশিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ ক্যাটারারর্স এ্যাসোসিয়েন (বিসিএ)। বর্তমানে বিসিএ বৃটেনে ১২হাজার রেষ্টুরেন্ট এবং টেকওয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই সেক্টরে কর্মরত রয়েছে লক্ষাধিক মানুষ। কারি ইন্ডাষ্ট্রি বৃটেনের অর্থনীতিতে যোগান দিচ্ছে ৪.৫ বিলিয়ন পাউণ্ড। বর্তমানে এই ইন্ডাষ্ট্রিতে ২০ হাজার দক্ষ এবং অদক্ষ ষ্টাফের অভাব রয়েছে।

অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং সেক্টরের বিশেষজ্ঞরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। বংলাদেশ ক্যাটারার্স এ্যসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ইয়াকুব বলেন, অনলাইন অর্ডারিং সিস্টেম এবং অ্যাপসসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার খুবই জরুরী। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লোকবল যেমন কম লাগে অন্যদিকে দ্রুত কাজ করা সম্ভব এবং সাশ্রয়ী।

অন্যান্য বক্তারা এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোকপাত করেন। অন্যান্যের মধ্যে অপেনিং অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব টেকওয়ে এক্সপো জেমস উইলিয়াম, অ্যাবিল কমপস ডাইরেক্টর অব ফান্সসাইজ জেসন ম্যাকডনালড, জাস্ট ইট-এর মার্কেটিং ডিরেক্টর গ্রাহাম ক্রফিলড। এছাড়া অন্যান্য সেক্টর থেকে আগত বক্তারা তাদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন।

এক্সপোতে বক্তারা বাংলাদেশ ক্যাটারারর্স এ্যাসিয়েশনকে একটি আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই সংগঠনটি সমগ্র বৃটেনে ১৬টি রিজিওনাল কমিটির মাধ্যমে ১২ হাজার ব্রিটিশ বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট এবং টেকওয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। এক্সপোতে বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএ) পক্ষ থেকে আরো উপস্থিত ছিলেন চীফ ট্রেজারার সাইদুর রহমান বিপুল, অর্গেনাইজিং সেক্রেটারি মিঠু চৌধুরী, মেম্বারশীপ সেকেটারি সাইফুল আলম, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি ফরহাদ হোসেন টিপু, বিসিএ'র অফিস ম্যানেজার আলী বাবর, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমদ, জয়েন্ট চীফ ট্রেজারার ফয়জুল হক, বিসিএ'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসুদ আহমেদ, ফিরোজুল হক, নাজাম উদ্দিন নজরুল, হেলাল মালিক, সেলিব্রেরিটি শেফ আতিক রহমান, আতাউর রহমান লায়েক, সিদ্দিক রহমান সহ আরো অনেকে।

রসায়নে নোবেল পেলেন তিন গবেষক

মলিকিউলগুলোকে আরো স্বচ্ছ, আরো উচ্চ রিজোলিউশনে দেখা সম্ভব। এই উদ্ভাবন বায়োকেমিস্ট্রি জগতে বিপ্লব এনেছে। জিকা ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় এই আবিষ্কার বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

আগে মনে করা হতো, ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ কেবল ডেড ম্যাটারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কারণ ইলেক্ট্রন বিম বায়োলজিক্যাল মেটিরিয়াল ধ্বংস করে। স্কটিশ বিজ্ঞানী হেন্ডারসন এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে প্রোটিনের ত্রিস্তরীয় (থ্রিডি) ছবি তুলতে সমর্থ হন। জার্মানিতে জন্ম নেয়া নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জোয়াকিম ফ্রাঙ্ক এই প্রযুক্তিকে আরো মসৃণ করেন।

অপরদিকে সুইসজারল্যান্ডের বিজ্ঞানী ডুবোকে বায়ো মলিকিউলের কোনো বিকৃতি না ঘটিয়ে হিমায়িত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ব্রিটিশ এমপিদের সাহায্য চেয়ে যুক্তরাজ্য আ'লীগের চিঠি

ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার কাছে এসব চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয়।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নঈম উদ্দিন রিয়াজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ এহসান, আশিকুল ইসলাম আশিক ও যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সহ সভাপতি সারওয়ার কবির।

বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি-সংবলিত যুক্তরাজ্য শাখা আওয়ামী লীগের প্যাডে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও উন্নয়নের নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলার পাশাপাশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মানবিক সাহায্য দিয়ে আসছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক নির্যাতন থেকে প্রাণে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা গত দুই সপ্তাহে দ্বিগুণ হয়েছে, যা প্রায় ৯ লাখের বেশি।

চিঠিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক বিবেচনায় আশ্রয় দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। কিন্তু বৈশ্বিক সমর্থন ছাড়া কাজটি বেশি দিন স্থায়ী হবে না।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্যোগ কামনা করে চিঠিতে বলা হয়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। মিয়ানমার সরকার যাতে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও নাগরিক অধিকার দিয়ে এ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ দেয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

যুক্তরাজ্য শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক বলেন, 'রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কড়া মনোভাব দেখিয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ এমপিদের অনেকেই হয়তো রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে অবগত নন। আমরা চাই, প্রত্যেক ব্রিটিশ এমপি বিষয়টি জানুক এবং এ নিয়ে কথা বলুক। এতে রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য সরকারের মনোভাব আরও দৃঢ় হবে।' শুক্রবার একই ধরনের চিঠি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছে দেন দলটির নেতারা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হোয়াইটচ্যাপেলে
অফিস ভাড়া যাবে

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নিকটে দুটি রুম ভাড়া যাবে। ভাড়া প্রতিমাসে ৩৫০ ও ৪৫০ পাউন্ড। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07852 189 867

CURRENCY WORLD
Partnership with
Prime Bank Ltd.
Fast and Reliable

ইউকেতে অন্যতম রেমিটেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রাইম ব্যাংকের ডিএমডির কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন কারেন্সী ওয়ার্ল্ড এর ডাইরেক্টর তারেক এ চৌধুরী

UMRAH £850 & £750

আমরা ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারী এবং এপ্রিল মাসের উমরাহ বুকিং নিচ্ছি

Passport Renew | No Visa | New Passport

রেইট বেশী
ফি কম
- সস্তায় বিমান টিকেট
- কম খরচে ওমরাহ ও হজ্ব
- পিনে সেইম ডে
- একাউন্টে দুই দিনে
- DHL (£23) ও কার্গো
- হলিডে বুকিং

ঘরে বসেই টাকা পাঠান আপনজনের কাছে

HIGH RATE
LOW FEE

LOW COST HAJJ, UMRAH & AIR TICKET
Send Money Worldwide / Send Money Bangladesh

117 Whitechapel Road (2nd Floor) London E1 1DT
T : 020 3561 0265
M : 079 8473 0960
www.currencyworldglobal.com | E:currencyworld2000@gmail.com

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide
FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

লন্ডনে শেখ হাসিনার যাত্রাবিরতি

হোটেলের সম্মুখে বিএনপির বিক্ষোভ

বিএনপি-আলীগ হাতাহাতি, ২ জন গ্রেফতার

লন্ডন, ৬ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লন্ডনে যাত্রাবিরতিকে প্রতিহত করতে বিএনপির দলীয় নেতাকর্মী ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ব্যাপক বিক্ষোভ ও কালো পতাকা প্রদর্শন করেছেন। গত ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার শেখ হাসিনা সেন্ট্রাল লন্ডনের দ্যা স্যভয় হোটেলে পৌছার আগে থেকেই সেখানে বিএনপির নেতাকর্মীরা অবস্থান নেন এবং হাতে কালো পতাকা ও মাথায় কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ সময় নেতাকর্মীরা নো মোর হাসিনা, গো ব্যাক হাসিনা, স্টপ কিলিং, সেভ বাংলাদেশ, রিস্টোর ডেমোক্রেসি ইত্যাদি শ্লোগান লেখা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড বহন করেন। বাংলাদেশে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচার ব্যবস্থায় সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি, বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের গুম, হত্যা, নিপীড়ন, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য বিএনপি এ বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে।

এসময় আওয়ামীলীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ডিম নিক্ষেপ ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে। বুধবার দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনাকর মিছিলকে কেন্দ্র করে হাতাহাতির ঘটনা ঘটলে পুলিশ দুইজন গ্রেফতার করে। আওয়ামীলীগের সমর্থক শেখ শহিদকে মাটিয়ে শুইয়ে হাতকড়া পরায় পুলিশ। এসময় গ্রেফতার হয়েছেন সিটি যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সম্পাদক মনোয়ার

পৃষ্ঠা ৩৯

শতবর্ষ পেরিয়ে যুক্তরাজ্যের বাংলা সংবাদপত্র

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

লন্ডন থেকে পরিচালিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'লন্ডনবিডিনিউজ২৪.কম এর উদ্যাগে 'শতবর্ষ পেরিয়ে যুক্তরাজ্যের বাংলা সংবাদপত্র : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২ অক্টোবর সোমবার পূর্ব লন্ডনের এলএমসি সেমিনার হলে 'লন্ডনবিডিনিউজ২৪'এর চেয়ারম্যান ও প্রধান সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশার সভাপতিত্বে এবং স্পেশাল রিপোর্টার শিহাবুজ্জামান কামাল ও নিউজ এডিটর আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা সফিক উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন

পৃষ্ঠা ৩৮

আমেরিকায় উন্মুক্ত কনসার্টে গুলি : নিহত ৫৮, আহত ৫১৫

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসের একটি ক্যাসিনোর পাশে উন্মুক্ত কনসার্টে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৫৮ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে; আহত হয়েছে ৫১৫ জন। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিহতদের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। গত রোববার ছুটির রাতে মান্দালয় বে ক্যাসিনোর পাশে উন্মুক্ত চত্বরে রুট নাইনটি ওয়ান হারভেস্ট কনসার্ট চলাকালে এই ঘটনা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটি সবচেয়ে প্রাণঘাতী 'মাস শুটিং' হিসেবে বর্ণনা করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো। বিবিসি, রয়টার্স, এপি।

লাস ভেগাস মেট্রোপলিটন পুলিশের শেরিফ জোসেফ লম্বার্ডো জানিয়েছেন, ওই ক্যাসিনোর ৩২ তলায় সন্দেহভাজন একজন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। স্টিফেন প্যাডক নামের ৬৪ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি একাই এ হামলা চালিয়েছে বলে পুলিশের ধারণা। তার সঙ্গী এক এশীয় নারীকে পুলিশ খুঁজছে, যার নাম মারিলু ডেনলি। এ ছাড়া দু'টি গাড়ির সন্ধান করা হচ্ছে বলে লাস ভেগাস পুলিশের টুইটে জানানো হয়েছে। নিহত ওই সন্দেহভাজন একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলে জানিয়ে বিবিসির

পৃষ্ঠা ৩৮

রসায়নে নোবেল পেলেন তিন গবেষক

লন্ডন, ৬ অক্টোবর : জটিল মলিকিউলের ছবি তৈরির সাফল্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবারের রসায়নে নোবেল ঘোষণা করা হলো। রসায়নে নোবেল পেলেন জ্যাক ডুবশে, জোয়াকিম ফ্রাঙ্ক এবং রিচার্ড হেন্ডারসন। ১১ লাখ মার্কিন ডলারের পুরস্কার মূল্য তারা সমানভাবে ভাগ করে নেবেন। তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতির নাম ক্রায়ো ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি। এতে বায়ো

পৃষ্ঠা ৩৯

লন্ডনে দু'দিনব্যাপী টেকওয়ে এন্ড রেষ্টুরেন্ট ইনোভেশন এক্সপো

কারি শিল্পে ২০ হাজার দক্ষ-অদক্ষ ষ্টাফের অভাব

লন্ডন, ৬ অক্টোবর ঃ লন্ডনে দু'দিনব্যাপী টেকওয়ে এন্ড রেষ্টুরেন্ট ইনোভেশন এক্সপো ২০১৭'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হলো ক্যাটারিং ইন্ডাষ্ট্রির স্টাফ সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার চিত্র। ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর দু'দিনব্যাপী লন্ডনের এক্সেল সেন্টারে ইউরোপের সবচেয়ে বড় ফুড ইন্ডাষ্ট্রির এই ইনোভেশনটি প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। এতে আয়োজন করা হয় ১৫০টি ফ্রি-সেমিনার, ছিলো ৩০০টি সাপ্লায়ারের প্রদর্শনী। প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কী-নোট স্পীকারের বক্তব্যে

পৃষ্ঠা ৩৯

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ব্রিটিশ এমপিদের সাহায্য চেয়ে যুক্তরাজ্য আ'লীগের চিঠি

মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে ব্রিটিশ এমপিদের চিঠি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার নেতারা। নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দেওয়া এ চিঠিতে তাঁরা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব গ্রহণে মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করার আহ্বান জানান।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৬৫০ জন এমপির কাছে এ চিঠি পাঠানো হয়েছে। আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের নেতৃত্বে গত বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টের ডাক

পৃষ্ঠা ৩৯

Editor
Taysir Mahmud

Published By
Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN

Telephone
0203 540 0942 ● 0203 540 0940 ● Advert: 07940 782 876

Email
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk